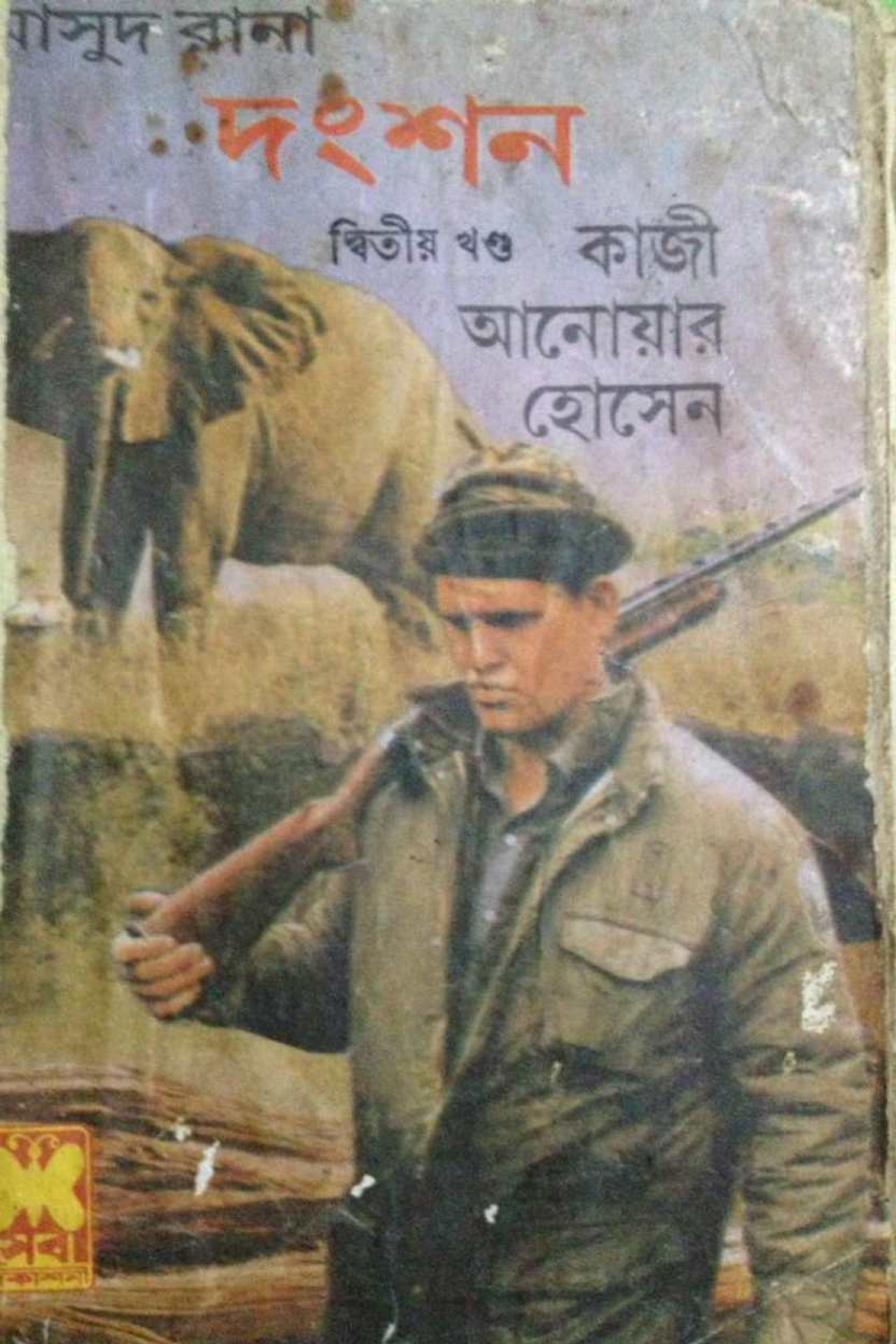

মাসুদ রানা
দংশন
দ্বিতীয় খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা-১৯২

দংশন

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

বার্কলি নয়নিহানকে এই যে যখন তখন খোঁচাচ্ছে চার্লি, এর কি কোনই প্রতিশোধ নেবে না সে? ভুল ও বাড়াবাড়ির খেসারত নিশ্চয়ই দিতে হবে চার্লিকে। আর মাসুদ রানাকে হতে হবে বিবেকের দংশনে জর্জরিত।

আপনাকে, প্রিয় পাঠক, হয়ত দুলতে হবে অনিশ্চয়তার দোলায়।

মাসুদ রানা সিরিজের দংশন রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার, নাটকীয় উত্থান-পতন, বিস্ময়কর প্রতিশোধ ও অতুলনীয় বন্ধুত্বের জলজ্যান্ত কাহিনী।

সেবা প্র[illegible]াশনী ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০

পূর্বাভাস

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নির্দেশে আফ্রিকায় আত্মগোপন করে রয়েছে মাসুদ রানা। ডমরুর দৃষ্টিতে অরণ্যদেব সে, ঈশ্বরপ্রেরিত উদ্ধারকর্তা। এক উত্তেজনাময়, শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে রানার সাথে পরিচয় হলো চার্লি উডককের, পরিচয় পরিণত হলো গভীর বন্ধুত্বে। মাটি খুঁড়ে সোনা পেলো ওরা, প্রায় রাতারাতি কোটিপতি বনে গেল। চার্লির বন্ধু, আঁন্দ্রে জিদ, প্রথমদিকে ওদেরকে নাম ধরে ডাকতো, এখন স্যার ও মিস্টার বলে। তার টিবি এখনো সারা শরীরে ছোটাছুটি করছে, তীব্র ব্যথা অনুভব করছে হার্টে, ডায়াবেটিসে ভুগছে— সবই কাল্পনিক, ইন্ধন যোগাচ্ছে তার ব্যক্তিগত ওষুধের ভাণ্ডার ও ডাক্তারী বইটি। রানা ও চার্লির চেয়েও বেশি টাকা কামাচ্ছে বার্কলি ময়নিহান, বেঢপ আকৃতির এক ইহুদি। তার বোনের সাথে এককালে প্রণয় ছিলো চার্লির, ময়নিহান গুণ্ডা লাগিয়ে ভাগিয়ে দেয় চার্লিকে। সেজন্যে ময়নিহানের ওপর প্রচণ্ড রাগ চার্লির, দেখা হলেই তাকে নিয়ে নির্মম কৌতুকে মেতে ওঠে সে। বার্কলি ময়নিহান তার সমস্ত অপমান মুখ বুজে সহ্য করে। তোতলামি আছে তার, কথা বলার দায়িত্ব পালন করে সেক্রেটারি ম্যাক আব্রাহাম। শত্রু হলেও সদ্য গড়ে ওঠা স্টক এক্সচেঞ্জে ব্যবসায়িক স্বার্থে হাত মেলাতেও দেখা যায় ওদেরকে। ঘোড়দৌড়ে হেরে গেল বার্কলি ময়নিহানের ঘোড়া সান অভ আ গান, জিতে গেল চার্লি ও

রানার ঘোড়া হারিকেন। দৌড় শেষে ময়নিহানকে বললো চার্লি, 'সব সময় তুমি জিততে পারো না, বার্কলি!' প্রায় স্পষ্ট উচ্চারণে, এই প্রথম, বার্কলি ময়নিহান একমত হলো চার্লির সাথে, সে-ও বললো, 'হ্যাঁ, সব সময় তুমি জিততে পারো না!' তার এই কথার তাৎপর্য যথা সময়ে টের পাবে ওরা।

খনি শহর গোল্ডফিল্ডে ডানাকাটা এক পরী আছে, তার নাম সোফিয়া পিপারকর্ন। রানা দেশীয় উচ্চারণে তাকে সুফিয়া বলে ডাকে, দেখাদেখি আর সবাইও। রানার প্রতি অদ্ভুত এক সমীহ ও শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে মেয়েটির মধ্যে। প্রেমের একটা ত্রিভুজ সমস্যা সৃষ্টি হওয়াটাই ছিলো স্বাভাবিক, কিন্তু মনিকা রিভেরা নামে অন্য একটি মেয়ের স্মৃতি এখনো রানার মনে দগদগে ঘাঁয়ের মতো হয়ে আছে বলে চার্লির সামনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলো না। প্রথম দিকে সুফিয়ার সাথে শুধু প্রেম করারই ইচ্ছে ছিলো চার্লির, বিয়ের কথা ভাবতেই পারতো না, পরে সে তার সিদ্ধান্ত পাল্টালো, বিয়ে করার প্রস্তাব দিলো সুফিয়াকে। প্রস্তাব গ্রহণ করলো সুফিয়া, কিন্তু শর্ত দিলো বিয়েটা হতে হবে কোনো চার্চে। সমস্যায় পড়ে গেল চার্লি, ঈশ্বরের প্রতিনিধি ফাদারের সাথে জালিয়াতি করতে বুক কাঁপবে তার। কোর্টে বিয়ে হলে শুধু দু'জন সরকারী কর্মচারীকে মিথ্যে বলতে হবে, তাতে তার বিবেকের অনুমোদন আছে। সমস্যার সমাধান দিল রানা। একশো একর জায়গা নিয়ে তৈরি হচ্ছে ওদের বাগান ও বাড়ি, সেখানে চার্লি নিজেই একটা চার্চ তৈরি করবে, ভদ্র চেহারার এক লোককে ট্রেনিং দিয়ে ফাদার বানানো হবে।

গোল্ডফিল্ডের সবকিছুই আমূল বদলে গেছে, বদলায়নি শুধু ডমরু: আগের মতোই নেংটি পরে সে, নস্যি ব্যবহার করে। দেখতে খারাপ লাগে, তাই একদিন রানা তাকে কিছু প্যান্ট-শার্ট কিনে দিলো, বললো, পরো তো দেখি, কেমন লাগে। ডমরু গম্ভীর সুরে জানালো, জুলু বীরদের ড্রেস পরে আছে সে, প্যান্ট-শার্ট পরে বাঁদর সাজতে রাজি নয়। অসন্তুষ্ট রানা কোনো

যুক্তি দিয়েই তাকে বোঝাতে পারলো না মনে মনে প্রচণ্ড রেগে থাকলো ও। সেই রাগ নিয়েই খনির নিচে নামলো, একদল শ্রমিককে বাঁচাতে গিয়ে চাপা পড়লো পাথর ধসে।

রানাকে উদ্ধার করার জন্যে পাথর সরাচ্ছে ওরা। চার্লির কাছে একটা চিরকুট পাঠালো সুফিয়া, লিখেছে, '...অগত্যা তাকে আমি শ্রদ্ধা করি।' লেখাটা পড়ে ম্লান হাসি ফুটলো চার্লির ঠোঁটে। সুফিয়া তাকে নির্দেশ দিয়েছে, যেভাবে পারো উদ্ধার করো রানাকে।

মাসুদ রানা সিরিজের দংশন রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার, নাটকীয় উত্থান-পতন, বিস্ময়কর প্রতিশোধ ও অতুলনীয় বন্ধুত্বের কাহিনী। ভুল ও বাড়াবাড়ির খেসারত দিতে হবে চার্লিকে, বিবেকের দংশনে জর্জরিত হতে হবে রানাকে। আর, আপনাকে, প্রিয় পাঠক, হয়তো দুলতে হবে অনিশ্চয়তার দোলায়।

এক

গত দেড় দিনে মাত্র চার ঘন্টা বিশ্রাম নিয়েছে ডমরু। চার্লির শরীর থেকে ঘাম হয়ে গলে যাচ্ছে চর্বি। দু'জনেই যেন শাস্তি দিচ্ছে নিজেদেরকে। এক সময় আর শক্তি বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না চার্লির, মাথা ঘুরে পড়ে গেল সে। শ্রমিকরা কাজ ফেলে ছুটে এলো তাকে তোলার জন্যে, কোনোরকমে মাথা তুলে তাদের উদ্দেশ্যে খেঁকিয়ে উঠলো চার্লি, 'কাজ বন্ধ করলে গুলি করে মারবো সব ক'টাকে!' কাজ করতে না পারলেও, পাথর ধসের গোড়ায় দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের নির্দেশ দিলো সে। রানা আটকা পড়ার আটচল্লিশ ঘন্টা পর দেখা গেল, টানেলের একশো ফুট পরিষ্কার করা গেছে। পা ফেলে দূরত্বটা মাপলো চার্লি, ফেস-এর কাছে এসে কথা বললো ডমরুর সাথে। 'শেষ কখন আমরা রানাকে সংকেত পাঠিয়েছি?'

পিছিয়ে এলো ডমরু, হাতে স্লেজ-হ্যামার। হাতের তালু ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত হয়ে গেছে। স্লেজ-হ্যামারের হাতলটা রক্তে ভিজে গিয়ে চটচট করছে। 'প্রায় এক ঘন্টা আগে,' বললো সে। 'তখনো মনে হচ্ছিলো, আমাদের মাঝখানে একটা বর্শার সমান দূরত্ব।'

এক শ্রমিকের হাত থেকে একটা ক্রোবার নিয়ে পাথরের গায়ে ঠক ঠক করে বাড়ি মারলো চার্লি, সাথে সাথে সাড়া পাওয়া গেল। 'যেন মনে হচ্ছে

লোহার ওপর কিছু ঠুকছে রানা,' বললো সে। 'আর মাত্র কয়েক ফুট দূরে রয়েছে ও। উমরু, এবার তুমি একটু থামো তো, ভাই। শ্রমিকদের দেখিয়ে দাও, ওরাই পাথর সরাক। যদি ইচ্ছে হয় থাকো এখানে, তবে এবার একটু বিশ্রাম নাও।'

জবাবে হ্যামারটা মাথার ওপর তুললো উমরু, কেস-এর গায়ে সজোরে আঘাত করলো। ফাটল ধরলো পাথরে, দু'জন শ্রমিক এগিয়ে এসে জোবার দিয়ে খুঁচিয়ে আলগা করলো। সদ্য তৈরি গর্তের ভেতর কোকোপান-এর একটা কোণ দেখা গেল। সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো সেটার দিকে। তারপর চিৎকার করলো চার্লি, 'রানা, রানা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?'

'বেশি কথা না বলে আমাকে বের করো এখান থেকে।' [illegible] ও ধুলায় কর্কশ শোনালো রানার গলা, পাথরের দেয়ালে বাধা পেয়ে আওয়াজটা ভোঁতা হয়ে গেছে।

'কোকোপানের ভেতর ও!'

'মি. মাসুদ রানা কথা বলছেন!'

'বস, আপনি ভালো আছেন?'

'আমরা ওঁকে ফিরে পেয়েছি!'

চিৎকার করছে ওরা, টানেলের পিছনে দাঁড়ানো লোকজনও তা শুনতে পেলো, খবরটা এক সেকেণ্ডের মধ্যে পৌঁছে গেল লিফট স্টেশনে। ওখানেও বহু মানুষ অপেক্ষা করছে। সারফেস থেকে পাঁচশো ফুট নিচে রয়েছে ওরা, মাটির ওপর খনির চারধারে সব সময় কয়েক হাজার লোক কাজ ফেলে দাঁড়িয়ে আছে ভালো-মন্দ একটা খবরের আশায়। তাদের সাথে রয়েছে সুফিয়াও। সুফিয়াকে খনির ভেতর নামতে দিতে রাজি হয়নি চার্লি, বলা তো যায় না কখন কি বিপদ ঘটে। রানার সাড়া পাওয়া গেছে, শুনে আর ধৈর্য ধরতে পারলো না সুফিয়া, সশস্ত্র গার্ডদের ধাক্কা দিয়ে

লিফটে চড়লো সে, কারো কোনো আপত্তিতে কান না দিয়ে নেমে এলো নিচে।

গোটা গোল্ডফিল্ড শহর আনন্দ–উল্লাসে মেতে উঠলো, সবার মুখে এক কথা, 'ওরা তাঁকে পেয়েছে, উনি ভালো আছেন, ওরা তাঁকে পেয়েছে!'

লাফ দিয়ে সামনে বাড়লো চার্লি আর ডমরু, ক্লান্তির ছিটেফোঁটাও অনুভব করলো না। দু'জন ব্যস্ত হাতে শেষ কয়েকটা পাথর সরালো ওরা, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে পাশাপাশি শুলো, উঁকি দিলো কোকোপ্যানের ভেতর।

'বস্, আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি,' চিৎকার করলো ডমরু।

'আমিও তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, ডমরু। তোমাদের এতো দেরি হলো কেন?'

'বস্, কয়েকটা ছোটো পাথর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'

কোকোপ্যানের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিলো ডমরু, রানার বগলের নিচে হাত দুটোকে আঙটার মতো আটকে টেনে বের করলো ওকে।

'বেছেছিলে ভালোই, সোনা দিয়ে বাঁধানো কবর! কেমন বোধ করছো, দোস্ত?'

'একটু পানি দাও, সুস্থ হয়ে উঠবো।'

'পানি—পানি আনো!'

'ও কি তোমার একার সম্পত্তি নাকি? সরো, পথ ছাড়ো!' কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে চার্লিকে সামনে থেকে সরিয়ে দিলো সুফিয়া, রানার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো, তারপর পা দুটো লম্বা করে দিয়ে চার্লির দিকে মুখ তুলে তাকালো। 'হাঁ করে দেখছো কি, ওর মাথাটা আমার কোলের ওপর তুলে দাও! এখনো ওকে তোমরা শক্ত পাথরের ওপর শুইয়ে রাখবে?'

ডমরু ও চার্লি দু'জনেই হাত বাড়ালো। রানার মাথাটা নিজের কোলে পেয়ে হাতের গ্লাসটা কাত করলো সুফিয়া। প্রায় ছোঁ দিয়ে সেটা কেড়ে নিলো রানা। গ্লাসের সবটুকু পানি এক ঢোকে খেয়ে ফেলতে চাইছে ও'

কাশি হলো, নাক-মুখ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এলো খানিকটা পানি।

'ধীরে, দোস্ত, ধীরে!'

রানার বুকে হাত বুলালো সুফিয়া। দ্বিতীয় গ্লাসের পানিটুকু আগের চেয়ে ধীরে শেষ করলো রানা, এইটুকু পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে উঠলো ও। 'আহ্, কি আরাম!'

'এসো, আমার কাঁধে চড়ো,' তাগাদা দিলো চার্লি। 'ওপরে তোমার জন্যে একজন ডাক্তার অপেক্ষা করছে।' সুফিয়ার হাতে একটা কম্বল ধরিয়ে দিলো সে। 'ভালো করে জড়াও ওকে।'

সুফিয়ার কোল থেকে রানাকে বুকের ওপর তুলে নিলো ডমরু।

'আরে করো কি, নামিয়ে দাও আমাকে...নামাও!' লজ্জা পাচ্ছে রানা। 'আমি কি হাঁটতে ভুলে গেছি নাকি?'

আলতোভাবে ওকে নামিয়ে দিলো ডমরু। কিন্তু হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল রানার, যেন দীর্ঘদিন অসুখে ভোগার পর একজন রোগী এইমাত্র বিছানা ছেড়ে নেমেছে। ঝট করে সুফিয়ার কাঁধ ধরে ফেললো ও।

'এতো থাকতে ওর কাঁধটা পছন্দ হলো তোমার?' রসিকতা করলো চার্লি। 'সুফিয়া যদি দু'জনকে কাঁধে নিতে রাজি হয়, আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'তুমি একটা ইয়ে!' চোখ রাঙালো সুফিয়া। 'ঠাট্টা করার সময় পেলে না!'

ইতিমধ্যে রানাকে আবার নিজের বুকে তুলে নিয়েছে ডমরু। মিছিল করে লিফট স্টেশনে চলে এলো ওরা। লিফটে চড়ে উঠে এলো মাটির ওপর।

'কেমন আছেন উনি?'

'হেই রানা, তুমি সুস্থ তো হে?'

'অফিসে ডাক্তার নেলসন অপেক্ষা করছে।'

'তাড়াতাড়ি, ডমরু,' চিৎকার করলো চার্লি। 'বেশিক্ষণ বাইরে রাখলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে ওর।'

ভিড় দু'ফাঁক হয়ে গেল, রানাকে নিয়ে প্রশাসনিক ভবনে ঢুকলো ডমরু, তার একপাশে সুফিয়া, আরেক পাশে চার্লি। আঁন্দ্রে জিদের অফিসে ঢুকে একটা সোফায় শুইয়ে দেয়া হলো রানাকে। ডাক্তার নেলসন ওর পাল্‌স ও গলা পরীক্ষা করলো। তারপর জানতে চাইলো, 'গাড়ি আছে?'

'আছে।'

'ভালো করে গরম কাপড়ে জড়ান ওকে, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিন। ধুলো আর দূষিত বাতাস ঢুকেছে ফুসফুসে, নিউমোনিয়া হয়ে যেতে পারে। আমিও যাচ্ছি সাথে, ঘুমের বড়ি খাওয়াবো।'

'ঘুমের বড়ি, ডাক্তার? কেন!' হাসিমুখে প্রতিবাদ জানালো রানা।

'আপনার জন্যে কোনটা ভালো, আমি বুঝবো,' কর্তৃত্ব ফলালো ডাক্তার নেলসন। বয়েসে তরুণ সে, গোল্ডফিল্ডের ধনী লোকদের চিকিৎসা করে ভালো রোজগার করছে। 'গাড়ি আনান,' বলে সে তার যন্ত্রপাতি ব্যাগে ভরতে শুরু করলো।

'গাড়ি আনতে লোক পাঠানো হয়েছে,' জানালো চার্লি।

রানা বললো, 'ততক্ষণ বাকি দুজনের চিকিৎসা করুন, ডাক্তার। আমার কাজের লোক ডমরু ও চার্লির হাতের অবস্থা সিরিয়াস। বিশেষ করে ডমরুর তালু দুটোয় মাংস নেই বললেই চলে।'

ব্যাগে জিনিস-পত্র ভরছিল, সেই কাজেই ব্যস্ত থাকলো ডাক্তার, মুখ তুলে তাকালো না। বিড়বিড় করে বললো সে, 'দুঃখিত, মি. রানা। মি. চার্লি তো আমার পুরানো পেশেন্ট, তাকে তো অবশ্যই দেখবো। কিন্তু আমি কালোদের চিকিৎসা করি না। আপনার কাজের লোকের চিকিৎসার জন্যে অন্য কোনো ডাক্তার কল করতে হবে।'

'কালোদের চিকিৎসা করেন না?' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো রানা।

'দুঃখিত; মি. রানা।'

'কিন্তু আপনি যে আমার চিকিৎসা করছেন?'

সামান্য থতমত খেয়ে গেল ডা. নেলসন। 'আপনার কথা আলাদা, আপনি স্থানীয় নন, ওদের মতো কালোও নন—আপনাকে শ্বেতাঙ্গ বলেই মনে হয়। তাছাড়া···কার সাথে কার তুলনা!' হাসলো ডাক্তার। 'আপনি হলেন গোল্ডফিল্ডের কিংদের অন্যতম···।'

ধীরে ধীরে সোফার ওপর উঠে বসলো রানা, কাঁধ থেকে খসে পড়লো কম্বলটা। ওর বুকে মৃদু ধাক্কা দিলো চার্লি, দাঁড়াতে বাধা দিলো রানাকে। শান্তভাবে এগোলো চার্লি, একটা হাত লম্বা করে চেপে ধরলো ডাক্তার নেলসনের সরু গলাটা, ঠেলে নিয়ে গেল দেয়ালের গায়ে। মোম দিয়ে পাকানো ভারি সুন্দর এক জোড়া গোঁফ রয়েছে ডাক্তারের, তার একটা দু'আঙুলে ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো সে, জবাই করা মুরগির পালক ছাড়াবার মতো ছিঁড়ে আনলো। প্রচণ্ড ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলো ডাক্তার। 'এখন থেকে, ডা. নেলসন, তুমি শুধু কালোদেরই চিকিৎসা করবে,' হিস্‌হিস্‌ করে বললো চার্লি। 'আজ থেকে সাদা চামড়ার লোকদের চিকিৎসা করা তোমার জন্যে নিষেধ, অন্তত গোল্ডফিল্ড এলাকায়।' পকেট থেকে রুমাল বের করে ডাক্তারের নগ্ন ওপরের ঠোঁট থেকে রক্ত মুছলো সে। 'ভালো হয়ে যাও, ডাক্তার। যাও—ডমরুর হাত দুটোর যত্ন নাও।'

পরদিন সকালে হোটেল কামরায় ঘুম ভাঙলো রানার। চোখ মেলেই দেখলো, ওর দিকে পিছন ফিরে জানালার পর্দা সরাচ্ছে একটি মেয়ে। শাড়ি পরা মেয়ে, ঠিক চিনতে পারলো না ও। ভাবলো, কেরানীর মেয়ে অনুপমা হবে। ঘরের ভেতর, দরজার কাছাকাছি দু'জন ওয়েটার দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতে ট্রে ভর্তি নাস্তা। পর্দা সরানোর পর কামরায় আলো ঢুকলো, এতোক্ষণে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো রানা, মেয়েটি অত্যন্ত ফর্সা। তারমানে

শাড়ি পরলেও, অনুপমা নয় সে। আরো দুটো জানালার পর্দা সরিয়ে ওর দিকে ফিরলো মেয়েটি। সুফিয়াকে চিনতে পেরে হাসলো ও।

রানার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো সুফিয়া, চেহারায় লজ্জার ভাব। 'গুড মর্নিং। আজ সকালে আমাদের হিরো কেমন আছে?' জিজ্ঞেস করলো সে, মুখের রাঙা ভাবটা চেষ্টা করেও লুকাতে পারলো না। নাস্তার ট্রেগুলো টেবিলে রেখে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল ওয়েটাররা।

কব্জি দিয়ে চোখ রগড়ালো রানা। 'গলার অবস্থা ভালো নয়, মনে হচ্ছে প্রচুর ভাঙা কাঁচ খেয়েছি।'

'ও কিছু না, ধুলো।' বিছানায়, রানার পাশে বসে, ওর কপালে একটা হাত রাখলো সুফিয়া। 'ভেবেছিলাম জ্বর-টর আসবে, ব্যথায় কাতরাবে, তোমার সেবা করার সুযোগ পাবো আমি—কিন্তু কই! কয়েক হাজার টন পাথরের নিচে আটচল্লিশ ঘন্টা আটকা পড়ে থাকলে অথচ গায়ে আঁচড়টিও লাগলো না!'

'তোমার কথা শুনে লোকে ভাববে, আমি বহাল তবিয়তে উদ্ধার পাওয়ায় তুমি খুশি হওনি। যদিও উল্টোটাই সত্যি বলে জানি আমি। ভালো কথা—কাল রাতে চার্লি বলছিল, কি যেন একটা গোপন কথা বলার আছে আমাকে তোমার। তুমি নাকি অগত্যা আমাকে শ্রদ্ধা করো!'

'করিই তো!' সামান্য অপ্রতিভ দেখালো সুফিয়াকে। 'পাজিটা তোমাকে বলে দিয়েছে, তাই না?'

'অগত্যা কেন, সুফিয়া? এখানে অগত্যা শব্দটার অর্থ কি?'

'কোনো ব্যাখ্যা দিতে প্রস্তুত নই আমি!' কৃত্রিম ঝাঁঝের সাথে জবাব দিলো সুফিয়া। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলো, 'আমাকে কেমন দেখাচ্ছে তা তো বললে না?' বিছানা ছেড়ে এক পাক ঘুরলো সে, পিছু হটলো কয়েক পা, আবার এগিয়ে এলো নাচের ছন্দে, যেন ফ্যাশন শো-র কোনো মডেল কন্যা। 'সুন্দর?'

'দারুণ মানিয়েছে,' বললো রানা। 'শাড়িটা অনুপমার, বোঝা যাচ্ছে। এভাবে কুঁচি দিয়ে পরাটাও নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে শিখেছো?'

'শাড়িটা অনুপমার, এ-কথা বললে ভুল হবে।' হাসছে সুফিয়া। 'কারণ, এটা আমি ওর কাছ থেকে কিনে নিয়েছি। মেয়েদের ব্যাপারে তোমার দৃষ্টি যথেষ্ট প্রখর, এ-কথাও বলা চলে না। সেজন্যেই তুমি লক্ষ্য করোনি, শাড়ির সাথে আমি একটা ব্লাউজও পরেছি, এবং সেটা আমার গায়ে চমৎকার ফিট করেছে অথচ অনুপমা তো ধুমসি। আর পরার কথা যদি বলো, কেউ শিখিয়ে দিলেও জীবনে প্রথমবার কোনো মেয়ে এরকম নিখুঁতভাবে শাড়ি পরতে পারে না। এটা আয়ত্ত করতে আমার সময় লেগেছে প্রায় একমাস। শেখার পর উপলক্ষের অপেক্ষায় ছিলাম, আজ পেয়ে গেলাম। তুমি নতুন জীবন ফিরে পেয়েছো, তাই শাড়ি পরে তোমাকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছি।' তারপর, অকস্মাৎ, রানার পা ছুঁয়ে সালাম করলো সে।

বিছানার ওপর ধড়মড় করে উঠে বসলো রানা। 'একি! এ কি করলে? এ-সব তোমাকে কে শেখালো?'

'অনুপমার দেশে অনেক মুসলমান আছে, তাদের আদব-কায়দা সম্পর্কে ওর কাছ থেকে জেনেছি—আমার কি কোথাও ভুল হয়েছে?'

একদৃষ্টে সুফিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। মনে মনে স্বীকার করতে হলো, এমন সুন্দরী মেয়ে খুব কমই দেখেছে ও। মনিকার স্মৃতি অনেকদিন অম্লান ছিল ওর মনে, তা না হলে এই মেয়ের প্রেমে না পড়াটা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো ওর জন্যে। খুব বাঁচা বেঁচে গেছে ও, চার্লির সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়নি। সুফিয়া শুধু সুন্দরী নয়, একটা মেয়ের মধ্যে যে-সব দুর্লভ গুণ দেখলে মুগ্ধ হতে পারে রানা, তার প্রায় সবগুলোই রয়েছে ওর মধ্যে। অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও আত্মবিশ্বাসী বলেই স্বামী তাকে ফেলে চলে যাবার পরও ভেঙে পড়েনি সে, নিজের চেষ্টায় একটা ব্যবসা

প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়েছে। একা ও সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও কলঙ্কের কালিমা স্পর্শ করেনি তাকে। বিশেষ করে অসহায় কালো মেয়েরা তাকে দেবী বলে মনে করে, সাহায্য চেয়ে কেউ কখনো বিফল হয়নি। ন্যায়নীতির ভক্ত, কাউকে পরোয়া করে না, কিছুদিন আগে পর্যন্ত গোল্ডফিল্ড এলাকায় একমাত্র তার হোটেলেই কালোদেরও প্রবেশাধিকার ছিলো। ভালো ছবি আঁকে সুফিয়া, গানের গলাটাও সুন্দর! যে-কোনো পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারাটা ওর মস্ত একটা গুণ। সুফিয়া যদি বাঙালী মেয়ে হতো, তাকে নিয়ে গর্বের সীমা থাকতো না রানার। কিন্তু এই মুহূর্তে সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো ও। সুফিয়াকে চার্লি, ওর প্রিয় বন্ধু, ভালোবাসে। ওদের বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে। মেয়েটা কি ভাবছে জানা নেই, না জানাই বরং ভালো; তার মনে যদি সত্যি গোপন কোনো কথা থেকে থাকে, তা-ও শুনতে না চাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। 'না, সুফিয়া, তোমার কোথাও ভুল হয়নি। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি এ-সব পছন্দ করি না। তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করো, এটুকু জেনেই আমি খুশি, সেটা প্রমাণ করার জন্যে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে হবে না—নিজেকে তুমি ছোটো করবে, এ আমি চাই না। তুমি চার্লির বাগদত্তা, তোমার সাথে আমার সম্পর্কটা বন্ধুর মতো হতে পারে—বন্ধুরা কেউ কারো কাছে ছোটো বা বড় নয়, সমান।'

'ঠিক আছে, মহাশয়, ঠিক আছে। আজ থেকে আমরা বন্ধু ও সমান হয়ে গেলাম।' রানার বুকে হাত রেখে চাপ দিলো সুফিয়া। 'বসে আছো কোন্ সাহসে? তুমি না অসুস্থ? ডাক্তার না দেখা পর্যন্ত শুয়ে থাকতে হবে তোমাকে।'

'কিন্তু আমি খাবো না? খেতে হলে মুখ-হাত ধুতে হবে না?'

খাটের তলা থেকে একটা বালতি টেনে বের করলো সুফিয়া। 'সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।' বালতি থেকে এক মগ পানি তুললো সে। 'খাটের

কিনারায় সরে এসো, মুখটা ধুইয়ে দিই।'

'কিন্তু...বাথরুমে যাবো না?'

'কোনো দরকার নেই। ওর সামনেই বাথরুম সারতে পারো তুমি। ও তোমাকে সাহায্য করবে,' দোরগোড়া থেকে সহাস্যে বললো চার্লি।

'অসভ্য শয়তানটাকে নিয়ে আর পারি না!' চোখে রাগ, চার্লির দিকে তাকালো সুফিয়া। 'তুমিই না পাঠালে আমাকে, বললে রানা যেন বিছানা থেকে নামতে না পারে!'

'এখনো তো সে-ই কথাই বলছি—ডাক্তার পরীক্ষা না করা পর্যন্ত বিছানায় বসেই যা করার করতে হবে ওকে।'

'ডাক্তার...কোন্ ডাক্তার?'

হেসে ফেললো চার্লি। 'না, সে ব্যাটা নয়, এ আরেকজন।'

'আমি সম্পূর্ণ সুস্থ, ডাক্তারকে বলে পাঠাও কষ্ট করে আসতে হবে না।' বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালো রানা। সুফিয়া ও চার্লি দু'জনেই ব্যস্ত হয়ে হাত বাড়ালো ওকে ধরার জন্যে। হাত তুলে ওদেরকে ঠেকালো সে, একাই বাথরুমের দিকে হেঁটে গেল।

রানা বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পর টেবিলে নাস্তা নিয়ে বসলো ওরা।

'তোমার কাজের লোকটা, ডমরু, সেই ভোর থেকে আমার পিছু পিছু ছায়ার মতো ঘুরছিল—তোমাকে দেখতে চায়। তাকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে সশস্ত্র একজন গার্ড মোতায়েন করেছি দরজায়,' নাস্তা শেষ হতে বললো সুফিয়া।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লো রানা। 'কোথায় সে?' অপরাধবোধটা আবার ফিরে এলো রানার মনে। প্যান্ট-শার্ট পরতে আপত্তি করায় ডমরুর ওপর মনে মনে খুব রাগ হয়েছিল ওর, সেই রাগ নিয়েই খনিতে নেমেছিল ও, প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের কথা ভুলে গিয়েছিল বেমালুম। পাথর

ধসের নিচে আটকা পড়ার পর চিন্তা–ভাবনা করার প্রচুর সময় পেয়েছে ও, উপলব্ধি করেছে নিজের রুচি বা পছন্দ কারো ওপর চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়, বিশেষ করে তাতে যদি কেউ মনোক্ষুণ্ন হয়।

রানার সাথে সুফিয়াও দাঁড়ালো, রানার কাঁধ ধরে চাপ দিলো সে। 'তুমি বসো, আমি ডাকছি ওকে।'

দরজার কাছে গিয়ে রানার দিকে ফিরলো সুফিয়া। 'তোমাকে আমরা ফিরে পেয়েছি, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য, রানা।'

টেবিল ছেড়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো রানা।

সুফিয়ার পিছু পিছু চার্লিও বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে। একটু পরই দোরগোড়ায় দেখা গেল ডমরুকে। 'বস্, আপনি ভালো তো?'

আয়োডিন–এর দাগ লাগা হাতের ব্যাণ্ডেজটার দিকে তাকালো রানা, তারপর চোখ বুলালো ডমরুর প্যান্ট–শার্টের ওপর। 'আমি আমার কাজের লোককে ডাকলাম, কিন্তু এ তো দেখছি লোহার চেইন পরা একটা বাঁদর।'

অটল দাঁড়িয়ে থাকলো ডমরু, চেহারায় কোনো ভাব নেই, শুধু চোখ দুটোয় বিষাদের ছায়া।

'যাও, আমার কাজের লোককে ডেকে নিয়ে এসো। জুলু বীরদের ড্রেস পরে আছে, দেখলেই চিনতে পারবে তাকে।'

নিঃশব্দে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ডমরু। রানার দিকে একবারও পিছন ফিরে তাকালো না। বিশ কি পঁচিশ সেকেণ্ড পর আবার তাকে দোরগোড়ায় দেখা গেল। চোখাচোখি হলো দু'জনের, তারপর হাসতে শুরু করলো ডমরু। হাসির দমকে ফুলে ফুলে উঠলো তার বুক, থরথর করে কাঁপতে শুরু করলো পেট, তার সাথে রানাও নিঃশব্দে হাসছে। প্যান্ট–শার্ট খুলে নেংটি পরে এসেছে ডমরু।

'এই তো! আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, ডমরু।'

'আমিও আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, বস্।'

বিছানার কাছে, মেঝেতে বসতে যাচ্ছিলো ডমরু, তার হাত ধরে নিজের পাশে বসালো রানা। অনেকক্ষণ গল্প করলো ওরা। পাথর ধস বা উদ্ধার পর্বে ডমরুর ভূমিকা নিয়ে কোনো কথা হলো না। পরস্পরকে বোঝে ওরা, পরস্পরের প্রতি কার কতটুকু দরদ জানে, ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে ওদের অতুলনীয় সম্পর্কটার সৌন্দর্যটুকু নষ্ট করা হবে। পরে হয়তো এ-বিষয়ে আলাপ করবে ওরা, তবে এখন নয়।

'কাল কি আপনার ঘোড়ার গাড়ি দরকার হবে, বস্?' এক সময় জানতে চাইলো ডমরু।

'হ্যাঁ। এখন তাহলে যাও তুমি, বিশ্রাম নাও। সারাটা দিন খাও আর ঘুমাও।' হাত তুলে ডমরুর মাথার চুল এলোমেলো করে দিলো রানা। ছোট্ট এই স্পর্শটুকুর মধ্যে কতখানি আন্তরিকতা রয়েছে, উপলব্ধি করতে পারলো ডমরু। মৃদু হেসে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরই হাতে দু'কাপ কফি নিয়ে এলো চার্লি। 'তোমারটায় সামান্য ওয়াইন মেশানো আছে,' কফির একটা কাপ রানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো সে। 'তোমার গলার উপকার হবে।'

কাপে চুমুক দিলো রানা। 'আঁদ্রে জিদের কোনো খবর পেলে?' জানতে চাইলো ও।

গম্ভীর হলো চার্লি। 'আমাকে বলা হয়েছে, এখনো ড্যাফোডিলে আছে সে। খনি থেকে উঠে আসার পর থেকেই নাকি মদ খাচ্ছে। নেশা ছুটলে অফিসে এসে তার পাওনা টাকা নিয়ে যেতে পারে সে।'

বিছানার ওপর উঠে বসলো রানা। 'তুমি কি তাকে বরখাস্ত করছো?'

'ওর ভাগ্য ভালো যে শুধু বরখাস্ত করছি, লাথি মেরে পাঁজরগুলো ভাঙছি না!'

'চার্লি! কি বলছো তুমি? কেন?'

'কেন?' প্রতিধ্বনি তুললো চার্লি। 'কেন? তোমাকে ফেলে পালিয়ে

আসার জন্যে, আবার কেন!'

'চার্লি, কিমবারলিতে পাথর ধসের নিচে চাপা পড়তে যাচ্ছিলো ও, মনে আছে?'

'আছে।'

'একটা পা ভেঙে গিয়েছিল ওর, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে শুনবে? আমার জীবনে এরকম ঘটনা আবার যদি ঘটে, আমিও ছুটে পালাবো।'

কথা না বলে নিজের কাপে চুমুক দিলো চার্লি।

'ড্যাফোডিলে লোক পাঠাও, তাকে বলো লিভারের জন্যে অ্যালকোহল অত্যন্ত ক্ষতিকর। সাংঘাতিক অসুখ হয়ে যেতে পারে। এ-কথা শুনলে মদ খাওয়া বন্ধ হবে তার। বলো, কাল সকালের মধ্যে যদি কাজে না আসে, তার বেতন কাটা যাবে,' বললো রানা।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালো চার্লি। 'ব্যাপারটা কি বলো তো, রানা?'

'পাথরের নিচে থাকার সময় চিন্তা-ভাবনা করার প্রচুর সুযোগ পেয়েছি আমি,' বললো রানা। 'বুঝতে পেরেছি, সাফল্যের চূড়ায় ওঠার জন্যে পথে যার সাথে দেখা হবে তারই ঘাড়ে পা দেয়ার কোনো দরকার নেই।'

'ও, বুঝেছি, নীতি ও আদর্শের কথা বলছো তুমি—একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছো।' ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটলো চার্লির। 'সিদ্ধান্তটা ভালোই। আমি ভাবলাম, রানার মাথায় কি তাহলে সত্যি একটা পাথর পড়েছিল, মাথাটা বিগড়ে গেছে! বেশ, বেশ—আমিও মাঝে মধ্যে এ-ধরনের সিদ্ধান্ত ঝোঁকের মাথায় নিয়ে ফেলি। এর মধ্যে দোষের কিছু নেই।'

'চার্লি, আমি চাই না আঁদ্রে জিদকে তুমি বরখাস্ত করো।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে—সে থাকবে। তুমি যদি চাও তো আমাদের

বাগানবাড়িটাকে বুড়ো অথর্বদের আশ্রয় কেন্দ্রও বানাতে পারি, খাওয়া ও থাকার জন্যে কোনো ফী দিতে হবে না।'

'যাও, ভাগো এখান থেকে! আমি শুধু বলছি, জিদকে তাড়াবার কোনো দরকার নেই।'

'কে বলছে দরকার আছে? আমি তো তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি। অন্যের সিদ্ধান্তের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধাবোধ আছে। আমি তো সুযোগ পেলে ছাড়ি না—হুট করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি।' চেয়ারটা বিছানার দিকে টেনে আনলো চার্লি। 'স্রেফ কাকতালীয় ব্যাপার, কিভাবে যেন আমার পকেটে এক প্যাকেট তাস রয়ে গেছে।' ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে প্যাকেটটা বের করলো সে, তাসগুলো ছড়িয়ে দিলো রানার সামনে, বিছানায়। 'এসো না, দু'দান রামি হয়ে যাক? দেখি তোমার কিছু টাকা খসাতে পারি কিনা।'

খেলতে বসে বিষম তর্ক বেধে গেল দু'জনে, পরস্পরকে চোর বলে সন্দেহ করলো। দশ মিনিটের মধ্যে দু'হাজার র‍্যাণ্ড হেরে গেল রানা, আরো হারতো, ওকে রক্ষা করলো নতুন ডাক্তারের আগমন। ডাক্তার ওর বুকে টোকা দিয়ে জিভ ও টাকরা সহযোগে টট্-টট্ করলো, গলার ভেতরটা পরীক্ষা করে টট্-টট্ করলো, একটা প্রেসক্রিপশন লিখে রায় দিলো, সারাদিন বিছানা ছেড়ে ওঠা নিষেধ। ডাক্তার বিদায় নিচ্ছে, এই সময় সুইটস মাইনের দুই ভাই হেলমুট সোবার ও হেলমুট ডোবার দেখতে এলো রানাকে। ডোবারের হাতে এক গাদা গোলাপ, সোবার এনেছে তিন বাক্স চকলেট। দুই ভাইই সাংঘাতিক মুটিয়ে গেছে। ওদের দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো রানা। ওর মনে পড়লো, মাত্র এই ক'দিন আগে, ওর আর চার্লির মতোই হেলমুট ব্রাদাররা প্রায় কপর্দকহীন ছিলো, আজ সবাই ওরা কোটিপতি। মনে পড়লো, মিল চালাবার টাকা যোগাড় করার জন্যে চার্লি ও আঁদ্রে জিদ বক্সিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল, রেফারি

হয়েছিল ডোবার, টাইমকিপারের ভূমিকায় ছিলো সোবার—আর রানা, ও নিজে, হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হোসে হার্নান্দেজের ভয়ে ঝেড়ে দৌড় দিয়েছিল…।

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো রানা। অল্প সময়ের ভেতর কতো পরিবর্তন হয়েছে গোডফিডের।

এরপর ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করলো ভিড়। এক্সচেঞ্জ থেকে এক এক করে সবাই এলো। কে যেন ছ'টা শ্যাম্পেনের বোতল পাঠিয়েছে, আরেক-জন বগলে করে নিয়ে এসেছে দাবার ছক। কামরার এক কোণে শুরু হলো তাস খেলা, এক কোণে দাবা, আরেক কোণে জমে উঠলো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিতর্ক।

'মাইনিং বিজনেসের ওপর এভাবে ট্যাক্স যদি বাড়তেই থাকে, আমাদের ব্যবসা লাটে উঠবে।'

'আর ব্যবসা করতে হবে না, রাষ্ট্রীয়করণ শুরু হলো বলে!'

'চার্লি, টাকা বাকি রাখছো কেন? তোমার কাছে আমি তিন হাজার র‍্যাণ্ড পাওনা হয়েছি।'

গম্ভীর সুরে রানাকে সতর্ক করে দিলো হেলমুট ডোবার। 'অসুস্থ হও আর যা–ই হও, চুরি ধরা পড়লে তোমাকে কিন্তু খেলতে দেয়া হবে না।'

'বারে, আমি আবার কবে চুরি করে ধরা পড়লাম!' প্রতিবাদ জানালো রানা।

'নতুন আইন হতে যাচ্ছে, শুনেছো? প্রতিটি গোল্ড মাইনের শেয়ার অন্তত চল্লিশ পার্সেন্ট বিক্রি করতে হবে কালোদের কাছে?'

'সুফিয়া ডীপ–এর জন্যে এটা কোনো সমস্যা নয়,' বললো চার্লি।

'আরে, বোতলটা দেখছি এরইমধ্যে খালি হয়ে গেছে। চার্লি, আরেকটা খোলো।'

ছ'হাজার র‍্যাণ্ড জিতলো রানা, এই সময় একটা ঝড়ের মতো কামরায়

ঢুকলো সুফিয়া। ঢুকেই রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করলো সে। 'বেরোও, বেরোও সব্বাই!' আক্ষরিক অর্থেই ধাওয়া শুরু করলো। কামরার ভেতর ছুটোছুটি পড়ে গেল। ডোবারের কান ধরে টান মারলো সুফিয়া, টিমোথি ক্লার্ককে ল্যাং মারলো, কনুই চালালো উইলিয়াম ক্লিফোর্ড—এর পাঁজর লক্ষ্য করে। দেখতে দেখতে খালি হয়ে গেল কামরা। সিগারেটের অবশিষ্টাংশ ও ওয়াইনের গ্লাস তোলার জন্যে চারদিকে ছুটোছুটি করলো সুফিয়া। গজগজ করছে, 'আড্ডা মারার আর জায়গা পায়নি! মানুষ এমন নোংরা হয়, ছি! কার্পেটটা পুড়িয়েছে, টেবিলের ওপর শ্যাম্পেন ঢেলেছে…।'

খুক করে কেশে আড়ষ্ট ভাবটা দূর করার চেষ্টা করলো চার্লি, নিজের গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢাললো।

'আবার খাচ্ছো তুমি?' চোখ রাঙালো সুফিয়া। 'আমাকে না তুমি কথা দিয়েছো সারাদিনে এক গ্লাসের বেশি খাবে না?'

গ্লাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো চার্লি।

'ডিনারের জন্যে কাপড় পাল্টাবার সময় হয়েছে তোমার,' আদেশের সুরে বললো সুফিয়া।

চেহারায় ভেড়াসুলভ গোবেচারা ভাব, রানার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকালো চার্লি, তবে তর্ক না করে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

আবার সেই সন্ধের দিকে, বৈকালিক নাস্তার পর, রানার কামরায় ফিরে এলো চার্লি ও সুফিয়া। রানার হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাসটা ধরিয়ে দিয়ে সুফিয়া বললো, 'ডাক্তার বলছে, তোমার গলার জন্যে এটুকু দরকার।' গ্লাসটা খালি হতে না হতে জানালার পর্দা টেনে দিলো সুফিয়া। 'এবার ঘুম,' আদেশ করলো সে।

'কিন্তু এখন তো সবে সন্ধে!' প্রতিবাদ করলো চার্লি, উত্তরে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলো সুফিয়া।

দোরগোড়া থেকে ডাকলো সে, 'বেরিয়ে এসো, চার্লি।'

রানা ক্লান্ত নয়, সারাদিন বিছানায় শুয়ে–বসে ছিলো, তবে নানা বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ চিন্তা–ভাবনা করায় ভার হয়ে আছে মাথাটা। একটা চুরুট ধরিয়ে আবার সেই চিন্তার জগতেই ফিরে গেল ও। আজ প্রায় আঠারো মাস দেশের বাইরে রয়েছে, মনটা উতলা হওয়া স্বাভাবিক। বি. সি. আই. আর রানা এজেন্সির কাজকর্ম ফেলে একটানা এতোদিন কখনো আত্মগোপন করে থাকতে হয়নি ওকে। দক্ষিণ আফ্রিকার একজন মন্ত্রী, বব ফিদারহোপের মাধ্যমে বি. সি. আই. চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান ওর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চয়ই সব খবর পাচ্ছেন, পরিস্থিতি অনুকূল মনে করলে রানাকে অবশ্যই তিনি ডেকে পাঠাবেন। ইতিমধ্যে চিঠি লিখে বব ফিদারহোপের সাথে যোগাযোগ করেছে রানা, উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, ঢাকা থেকে ওর জন্যে কোনো মেসেজ এখনো পাননি। রাহাত খান চুপ করে আছেন দেখে রানা আন্দাজ করছে, আরো কিছুদিন আফ্রিকায় গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হতে পারে ওকে।

এখানকার পাট চুকিয়ে দিতে পারলে খুশিই হয় রানা। প্রথমদিকে গোল্ডফিল্ড ছিলো উত্তেজনা ও রোমাঞ্চে ভরপুর, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতো চার্লি, তার সেই স্বপ্নের অংশীদার হয়ে রানাও গ্রহণ করে চ্যালেঞ্জটাকে, এবং প্রায় ভোজবাজির মতো সফল হয় ওদের স্বপ্ন, বলতে গেলে হুট করে কোটিপতি বনে যায় ওরা। সাফল্য অর্জিত হবার পর রানাকে বেঁধে রাখে এমন আর কিছুর অস্তিত্ব গোল্ডফিল্ডে নেই। কেমন যেন একঘেয়ে লাগছে ওর। অপ্রীতিকর একটা জটিলতার আভাসও পাচ্ছে–সুফিয়ার আচরণ ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করতেও ভয় লাগে। কিন্তু যাই বললেই যাওয়াটা অতো সহজ নয়। চার্লির সাথে এই যে মধুর সম্পর্ক, চাইলেই কি তা ছিঁড়ে ফেলতে পারবে ও? সুফিয়ার চোখের পানি আর আবদারও সহজে অগ্রাহ্য করা যাবে না। কঠোর পরিশ্রম করে প্রচুর রোজগার করেছে ওরা, খনিগুলো থেকে আরো আয় হবে ভবিষ্যতে, সব ফেলে চলে যাওয়াটা শুধু

কঠিন নয়, প্রায় অসম্ভব। অথচ যেতে ওকে হবেই। প্রশ্ন হলো, কিভাবে?

এই বিপুল সম্পদ একটা বোঝার মতো লাগছে রানার। দক্ষিণ আফ্রিকার আইন সম্পর্কে ভালো ধারণা নেই ওর, ওর আয় করা টাকা এ-দেশ থেকে বৈধ কোনো উপায়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব কিনা জানা নেই। যদি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, অন্তত আংশিক হলেও, সমস্যাটা অনেক হালকা হয়ে যাবে। কিন্তু যদি টাকাগুলো রেখে যেতে হয়? কাকে দেবে রানা, কার কাছে রেখে যাবে? চার্লি নিজেই অঢেল টাকার মালিক—তাছাড়া, ওর ভাগের টাকা নিতেও চাইবে না সে। সুফিয়ারও বিত্ত-বৈভবের কোনো অভাব নেই। তাকে যতোটুকু চেনে রানা, দান গ্রহণ করার অনুরোধ জানালে অপমান বোধ করবে সে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো রানা, সবচেয়ে ভালো হয় একটা ট্রাস্ট গঠন করলে। স্থানীয় ও বিদেশী কালো শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে ওর ভাগের টাকাগুলো।

বিদায়ের প্রস্তুতি এখন থেকেই নেয়া উচিত। মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার জন্যে সুফিয়া ও চার্লিকে সময় দেয়া দরকার। চার্লির খুব শখ হাতি ও সিংহ শিকারে যাবে ওর সাথে, সেজন্যে দক্ষিণ আফ্রিকা ও বতসোয়ানা সরকারের কাছ থেকে দুটো কনসেশনও ভাড়া করা হয়েছে—কালাহারি মরুভূমিতে শিকার করতে যাবে ওরা। প্রসঙ্গটা তোলা দরকার, চার্লির সাথে কথা বলে দিনক্ষণ ঠিক করা উচিত।

ভবিষ্যতের একটা ছক তৈরি করার পর অস্থিরতা কমলো রানার, মাঝরাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়লো ও। ঘুম যখন ভাঙলো, ভাঙলো তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকারের মধ্যে দিয়ে। আবার সেই অন্ধকার চেপে ধরেছে ওকে, কম্বলটা নাকে মুখে জড়িয়ে থাকায় বন্ধ হয়ে আসছে শ্বাস-প্রশ্বাস। নিজের সাথে ধস্তাধস্তি করে বিছানা থেকে নামলো ও, অন্ধের মতো হাতড়াতে শুরু করলো। তাজা বাতাস দরকার, দরকার আলো। ভীষণ একটা আতঙ্কে দিশেহারা বোধ করছে। ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর পর্দাটা জড়িয়ে গেল মুখে, মুঠোর

ভেতর নিয়ে হ্যাঁচকা টান মেরে ছিঁড়ে ফেললো সেটা। তারপর কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারলো কবাটে। দড়াম করে খুলে গেল ওগুলো, ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এলো রানা। তাজা বাতাস ঢুকলো ফুসফুসে, হলুদ চাঁদের আলোয় শেষ রাতের শহরটাকে নিঃসাড় ঘুমিয়ে থাকতে দেখলো ও। ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেল গায়ের ঘাম, স্বাভাবিক হয়ে এলো শ্বাস। তারপরও আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো রানা, ভয়টা এখনো দূর হয়নি। ঝেড়ে ফেলতে না পারলে এটা একটা মানসিক রোগ হয়ে উঠবে, উপলব্ধি করলো রানা। রোজ রাতে, ঘুমালেই, দুঃস্বপ্নটা দেখতে হবে তাকে। পাথরের নিচে আটচল্লিশ ঘন্টা চাপা পড়ে থাকার প্রতিক্রিয়া। ধীরে ধীরে, আপনমনে মাথা নাড়লো ও। না, এ হতে দেয়া যায় না। চেহারায় একটা দৃঢ়প্রত্যয়ের ভাব ফুটে উঠলো। দুঃস্বপ্নটা যাতে আর না দেখতে হয় তার জন্যে চিকিৎসা দরকার। চিকিৎসাটা কি, তা-ও ওর জানা আছে।

ঘরে ফিরে এসে আলো জ্বাললো রানা। চার্লির খালি বেডরুমে চলে এলো, কয়েকটা বই নিয়ে ফিরে এলো আবার নিজের কামরায়। মাত্র তিনটে বাজে, ভোর হতে দেরি আছে। বই খুলে বসলেও, পড়ায় মন দিতে পারলো না। চেয়ারে হেলান দিয়ে চুরুট ধরালো একটা।

এক সময় ভোরের আলো ঢুকলো ঘরে। বইগুলো চার্লির কামরায় রেখে এলো রানা। বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার সারলো, দাড়ি কামালো, কাপড় পরলো। ডমরুকে পাওয়া গেল আস্তাবলে।

'আমার একটা ঘোড়া দরকার, ডমরু,' বললো ও।

'কোথায় যাবেন, বস্?' উৎসাহে লাফিয়ে উঠলো ডমরু।

'এক শয়তানকে খুন করতে।'

'তাহলে আপনার সাথে আমিও যাবো।'

'না, দুপুরের আগেই ফিরে আসবো আমি।'

ঘোড়া ছুটিয়ে সুফিয়া দ্বীপ-এ চলে এলো রানা, প্রশাসনিক ভবনের

ভেতরে ঢুকে দেখলো সামনের অফিস ঘরে একজন কেরানী চেয়ারে বসে ঝিমাচ্ছে। ওকে দেখে লাফ দিয়ে সিধে হলো লোকটা। 'মি. রানা! গুড মর্নিং, স্যার। স্যার আপনি...?'

'আমাকে ওভারঅল আর হেলমেট দিন।'

তিন নম্বর শ্যাফটে চলে এলো রানা। মাটি ও কাঁকরের ওপর এখনো শিশির লেগে রয়েছে, এইমাত্র পুবদিকের পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে উঠে এসেছে সূর্য। লিফটের সামনে এসে দাঁড়ালো রানা, কথা বললো অপারেটরের সাথে। 'নতুন শিফটের লোকজন কি নেমেছে খনিতে?'

'আধ ঘন্টা আগে, স্যার।' রানাকে দেখে অবাক হয়েছে লোকটা। 'নাইট শিফটের লোকজন বিস্ফোরণের কাজ শেষ করেছে ভোর পাঁচটায়।'

'গুড—চোদ্দ নম্বরে নামিয়ে দাও আমাকে।'

'চোদ্দ নম্বরকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে, স্যার। ওখানে কেউ কাজ করছে না।'

'হ্যাঁ, আমি জানি।'

শ্যাফটের মাথা পর্যন্ত হেঁটে এলো রানা। নিজের কারবাইড ল্যাম্পটা জ্বাললো। লিফটের জন্যে অপেক্ষা করছে, চোখ তুলে উপত্যকার দিকে তাকালো একবার। কাঁচের মতো স্বচ্ছ বাতাস, সূর্য এখনো পাহাড়ের মাথার কাছাকাছি থাকায় ছায়াগুলো লম্বা দেখাচ্ছে। অনেকদিন পর আজ আবার এতো ভোরে খনিতে এসেছে রানা, ভুলেই গিয়েছিল কতো বিচিত্র ও সূক্ষ্ম রঙের সমাহার থাকে নতুন একটা সকালে। ওর সামনে থামলো লিফট, গভীর একটা শ্বাস নিয়ে খাঁচার ভেতর ঢুকলো ও।

চোদ্দ তলায় পৌঁছে লিফট থেকে বেরিয়ে এলো রানা, বোতাম টিপে বাহনটাকে ফেরত পাঠালো সারফেসে। সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়লো রানা, চাইলেও কারো সাহায্য পাবে না, ইচ্ছা হলেও নিজের চেষ্টায় ফিরে যেতে পারবে না সারফেসে—বোতাম টিপে লিফটের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে

ওকে।

টানেল ধরে এগোলো রানা, ওর সাথেই এগোলো পদশব্দের প্রতিধ্বনিগুলো। এরই মধ্যে ঘামতে শুরু করেছে, মুখের একটা পেশী তিড়িক তিড়িক লাফালো বার কয়েক। কেস–এ পৌছুলো ও, কারবাইড ল্যাম্পটা নামিয়ে রাখলো সরু পাথুরে কার্নিসে। পকেটে দিয়াশলাই আছে কিনা নিশ্চিত হয়ে নিলো, তারপর নিভিয়ে দিলো ল্যাম্প। চারপাশ থেকে চেপে ধরলো অন্ধকার। প্রথম আধঘন্টা অত্যন্ত ভোগালো ওকে। দু'বার পকেটে হাত ভরে দিয়াশলাইয়ের স্পর্শ নিলো, তার মধ্যে একবার পকেট থেকে ওটা বের করে প্রায় জ্বেলেই ফেলেছিল একটা কাঠি, শেষ মুহূর্তে অনেক কষ্টে দমন করলো নিজেকে। বগলের নিচেটা ঘামে ভিজে গিয়ে স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠলো। অন্ধকার যেন ওর খোলা মুখের ভেতরটা ভরাট করে তুললো, দম বন্ধ হয়ে আসার অনুভূতিটা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকলো। শ্বাস টেনে ফুসফুস ভরার জন্যে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হলো নিজের সাথে, কোনো পরিশ্রম না করলেও সাংঘাতিক হাঁপিয়ে যাচ্ছে। ফুসফুস ভরার পর বাতাসটুকু আটকে রাখলো কিছুক্ষণ, ছাড়লো ধীরে ধীরে। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাটলো, তারপর একসময় স্বাভাবিক হয়ে এলো শ্বাস–প্রশ্বাস। প্রচুর সময় নিলো বটে, তবে একসময় নিজের নিয়ন্ত্রণে এলো মন, উপলব্ধি করলো বিজয়ী হয়েছে ও। আরো দশ মিনিট অপেক্ষা করলো রানা, পেশীগুলো শিথিল হয়ে গেছে, টানেলের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে ও। তারপর ল্যাম্পটা জ্বাললো। লিফট স্টেশনের দিকে ফেরার সময় আপনমনে হাসলো রানা। বোতাম টিপে সংকেত দিলো অপারেটরকে।

সারফেসে উঠে এসে একটা চুরুট ধরালো রানা, দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা চৌকো ও কালো শ্যাফট গর্তের ভেতর ফেলে দিলো। 'তোমাকে আর ভয় পাই না, হে অন্ধকার পাতাল!'

দুই

ওদের নতুন বাগানবাড়ির বাংলা নাম রাখা হলো বন্ধু। ইতিমধ্যে চার্লি ও সুফিয়ার কাছে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে, গোল্ডফিল্ড বা দক্ষিণ আফ্রিকায় মাত্র দু'দিনের অতিথি রানা, কোনোভাবেই ওকে ধরে রাখা সম্ভব নয়। অষ্টাদশ ব্যারন টমাস অর্থাৎ বড় ভাইয়ের প্রতি ঘৃণা ও আক্রোশ ছিলো চার্লির, বেঈমানীর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে প্রচুর টাকা কামাতে চেয়েছিল সে, কিন্তু কোটিপতি হবার পর তার মন-মানসিকতা বদলে গেছে, এখন আর সে ইংল্যাণ্ডেই ফিরতে চায় না। ইংল্যাণ্ডে, তার নিজের এলাকায়, কিছু জনহিতকর কাজ করার ইচ্ছেটা অবশ্য এখনো আছে তার—সশরীরে উপস্থিত না হয়েও, টাকা পাঠিয়ে কাজগুলো করা সম্ভব। সুফিয়া ও চার্লি গোল্ডফিল্ডেই চিরকাল থাকবে, কিন্তু রানা থাকবে না; তাই ওর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বাড়িটার এই নামকরণ করা হয়েছে। চার্লির প্রস্তাব ছিলো, বাড়িটার নাম রাখা হোক রানা কটেজ বা রানা ভিলা। রাজি হয়নি রানা, নিজের নাম এভাবে ব্যবহার করতে রুচিতে বাধে ওর।

বাড়ির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। প্ল্যান বদলে চারতলা করা হয়েছে ওটাকে। বাগানের মাঝখানে বিশাল একটা পুল ও ঝর্ণা রয়েছে, দেশী-বিদেশী ফুলের গাছ লাগিয়ে সাজানো হয়েছে বাগান। মখমলের মতো

কোমল ও হালকা সবুজ ঘাস আমদানি করা হয়েছে। বাগানের একধারে কাঁচ দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটা নার্সারিও আছে। একশো একর জায়গা জুড়ে প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি, রক্ষণাবেক্ষণের কাজে প্রচুর লোক লাগবে, শুধু দারোয়ান ও মালিই দরকার অন্তত বিশজন। এলাকায় খ্রিস্টানদের সংখ্যা বেশি হলেও, প্রচুর মুসলমান ও হিন্দুও রয়েছে। সুফিয়ার আবদার রক্ষার্থে ওদের বিয়েটা হতে হবে চার্চে, রানার পরামর্শ অনুসারে বাড়িতেই একটা চার্চ তৈরির কাজ চলছে। দেখাদেখি সুফিয়াও তার হিন্দু কর্মচারীদের জন্যে একটা মন্দির নির্মাণের প্রস্তাব দিয়ে বসলো, ভারসাম্য রক্ষার জন্যে চার্লি প্রস্তাব করলো ওদের মুসলমান কর্মচারীদের জন্যে তাহলে তো একটা মসজিদও বানাতে হয়!

আগের মতোই প্রতি শনিবারে বাড়ির কাজ দেখার জন্যে মার্সিডিজ নিয়ে চলে আসে ওরা তিনজন। আজও এসেছে। 'নির্দিষ্ট সময়সীমার চেয়ে ছ'মাস পিছিয়ে আছে ঠিকাদার—এখন ব্যাটা বলছে ক্রিসমাসের আগেই কাজ শেষ করবে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করতেই সাহস পাচ্ছি না, কোন বছরের ক্রিসমাস?' বললো রানা, চেহারায় অসন্তোষ।

'ঠিকাদারের দোষ দিচ্ছো কেন,' বললো চার্লি। 'সময় লাগছে সুফিয়া বার বার প্ল্যান বদল করায়। ওর আবদার রক্ষা করতে গিয়ে বেচারা এমনই দিশেহারা হয়ে পড়েছে যে ভুলেই গেছে সে পুরুষ নাকি মেয়ে!'

সুফিয়া যুক্তি দেখালো, 'প্রথমেই যদি তোমরা আমার সাথে পরামর্শ করে নিতে তাহলে এতো অদলবদলের দরকার হতো না।'

মার্বেল পাথরের গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলো মার্সিডিজ। এরইমধ্যে লন-এর কাজ শেষ হয়েছে, সবুজ ঘাসের দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। গাড়িপথের দু'ধারে সার সার দাঁড়িয়ে আছে জাকারান্দা গাছগুলো, কাঁধ সমান উঁচু হয়ে উঠেছে এই ক'দিনেই।

'বন্ধু নামটা কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে,' মন্তব্য করলো সুফিয়া।

ইন্ডিয়ান আছে। হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান, সবাই এখানে বন্ধুর মতো আদর পাবে। রানা আমাদের বন্ধু।'

'মালি লোকটা সত্যি কাজ জানে,' বললো রানা। 'এরকম বাগান আফ্রিকায় কেন, ইউরোপেও খুব কম আছে—দুর্লভ একটা কীর্তি বলা যায়।'

'ওর সামনে ওকে মালি বলো না, শোনামাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়ে বসবে। সে একজন হর্টিকালচারিস্ট!' হাসলো চার্লি।

গাড়িপথের শেষ মাথায় ঠিকাদারের সাথে দেখা হলো ওদের। সে পথ দেখালো, গোটা বাড়ি ঘুরে দেখছে ওরা। শুধু দেখতেই প্রায় আড়াই ঘন্টা লেগে গেল। বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে বাগানে এসে ঢুকলো ওরা। উত্তর সীমানায় এসে হর্টিকালচারিস্টের দেখা পেলো। দেশী-বিদেশী কালো শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করছে।

'কাজ কেমন এগোচ্ছে?' জানতে চাইলো চার্লি।

'এগোচ্ছে ভালোই, স্যার। তবে, বোঝেনই তো, এ-সব কাজে প্রচুর সময় লাগে।'

'আপনার কাজের প্রশংসা না করলে অন্যায় হবে,' বললো চার্লি। 'কিন্তু আমি জানতে চাই, আমার গোলকধাঁধার কি হলো?'

হর্টিকালচারিস্টকে হতভম্ব দেখালো, সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকালো সুফিয়ার দিকে। কিছু বলার জন্যে মুখ খুললো সে, আবার বন্ধ করলো সেটা। চার্লির দিকে ফিরলো সে, পরমুহূর্তে আবার সুফিয়ার দিকে।

সুফিয়া বললো, 'ওনাকে আমিই গোলকধাঁধা তৈরি করতে নিষেধ করেছি।'

চার্লির গোলকধাঁধা হলো লতা গাছ ও ঝোপঝাড় দিয়ে তৈরি গলি-উপগলি, যেখানে একবার ঢুকলে পথ হারাতে বাধ্য হবে মানুষ।

'কেন, নিষেধ করেছো কেন? একটা গোলকধাঁধা আমার খুব শখ, সেই

ছোটবেলায় লণ্ডনে দেখে অবদি…।'

'ছোটবেলার শখ পরিণত বয়সে থাকতে নেই, চার্লি,' বললো সুফিয়া। 'তোমার গোলকধাঁধা বড় বেশি জায়গা দখল করবে। তাছাড়া, দেখতেও ওগুলো আহামরি কিছু হয় না।'

রানার মনে হলো চার্লি তর্ক করবে, যদিও নিজেকে সামলে রাখলো সে। হর্টিকালচারিস্টের সাথে আরো কিছুক্ষণ আলাপ করলো ওরা, তারপর বাগানের তিন কোণে একবার করে থামলো—মসজিদ, মন্দির ও গির্জার সামনে।

গির্জার সামনে এসে সুফিয়া বললো, 'চার্লি, মাথায় রোদ লাগছে—গাড়িতে ছাতাটা রেখে এসেছি, এনে দেবে, প্লীজ?'

চার্লি চলে যাবার পর রানার একটা হাত ধরলো সুফিয়া। 'এই বাড়ি মাটির পৃথিবীতে আমাদের জন্যে স্বর্গ হয়ে উঠবে, তুমি দেখো। এখানে আমরা সবাই খুব সুখী হবো। ভয় শুধু একটাই, তোমাকে না হারাতে হয় আমাদের। তবে কেন যেন মনে হয় আমার, তুমি যদি চলেও যাও, আবার তোমাকে ফিরে আসতে হবে। গোল্ডফিল্ড, বন্ধু ও সুফিয়াকে ভুলে তুমি কি থাকতে পারবে?'

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলাবার চেষ্টা করলো রানা। 'তোমাদের বিয়ের তারিখ কি ঠিক হয়ে গেছে?'

'আমরা চাই বাড়ির কাজ আগে শেষ হোক। খুব বেশি হলে আর হয়তো মাস দেড়েক লাগবে।' গির্জার দিকে চোখ তুলে তাকালো সুফিয়া। 'চার্লির আইডিয়াটা সুন্দর, কি বলো—নিজেদের চার্চে বিয়ে করবো আমরা।'

অস্থিরতা ও আড়ষ্ট ভাব দূর করার জন্যে এক পা থেকে আরেক পায়ে দেহের ভর চাপালো রানা। 'হ্যাঁ,' সায় দিলো ও। 'আইডিয়াটা রোমান্টিক।' কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখলো ছাতা নিয়ে

ফিরে আসছে চার্লি। 'সুফিয়া…যদিও জানি, এ–ব্যাপারে মাথা ঘামা আমার উচিত নয়…তবে, তোমাদের ভালো চাই তো…আসলে অ বলতে চাইছি, বিয়ে সম্পর্কে আমার তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তারচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা আছে ঘোড়ার ট্রেনিং সম্পর্কে—ঘোড়ার পিঠে চাপাবার আগে প্রথমে তোমাকে ওটার বাঁধন খুলে দিতে হবে।'

'ঠিক বুঝলাম না,' হতভম্ব দেখালো সুফিয়াকে। 'কি বলতে চাঃ তুমি?'

'কিছু না, স্রেফ ভুলে যাও, এই যে, চার্লি এসে গেছে।'

হোটেলে ফেরার পর রিসেপশনিস্টের ডেস্কে একটা চিরকুট পে রানা। মেইন লাউঞ্জে চলে এলো ওরা, ওখানে ওদেরকে রেখে ডিনা মেনু চেক করতে গেল সুফিয়া। এনভেলাপটা খুলে চিরকুটটা পড়লো রা

'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে আলোচনা করার জন্যে মি. উডকক ও আপনার সাথে দেখা করতে চাই আমি। ডিনারের পর আমার হোটেলে থাকবো, আশা করবো তখন আপনারা আমার স যোগাযোগ করবেন। বার্কলি ময়নিহান।'

চিরকুটটা চার্লির হাতে গুঁজে দিলো রানা। 'তোমার কি মনে হয়? চায়?'

'তাস খেলায় প্রায়ই তুমি জেতো, কিভাবে চুরি করো শিখতে ব্যাটা।'

'আমরা কি যাবো?'

'যাবো না মানে? তুমি জানো বার্কলি ময়নিহানের সঙ্গ দারুণ করি আমি।'

ভারি তৃপ্তিকর হলো ডিনারটা। রানা ও চার্লি যে–সব খ বিশেষভাবে পছন্দ করে সেগুলোই যত্নের সাথে পরিবেশন করা হলো।

'সুফিয়া, রানা আর আমি ময়নিহানের সাথে দেখা করতে যা

তে একটু রাত হতে পারে,' ডিনারের পর বললো চার্লি।

'তোমার সাথে রানা থাকলে আমার কোনো চিন্তা নেই।' রানার দিকে লো সুফিয়া। 'কিন্তু সাবধান, রানাকে ফাঁকি দিয়ে অপেরা হাউসে গিয়ে া না—ওখানে আমার চর আছে।'

'আমরা কি ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে যাবো?' রানাকে জিজ্ঞেস করলো র্ল।

রানা লক্ষ্য করলো, সুফিয়ার রসিকতায় হাসলো না চার্লি। 'এই তো ছে, হেঁটে গেলেই তো পারি,' বললো ও।

হাঁটার সময় কেউ কোনো কথা বলছে না। অস্বস্তি দূর করার জন্যে টা চুরুট ধরালো রানা। গ্র্যাণ্ড হোটেলের কাছাকাছি চলে এসেছে, এই য় মুখ খুললো চার্লি। 'রানা...' থেমে গেল সে।

'হ্যাঁ?' তাগাদা দিলো রানা।

'সুফিয়ার ব্যাপারে...' আবার থেমে গেল।

'ও, সুফিয়ার ব্যাপারে। খুবই ভালো মেয়ে সে।'

'তোমার কি শুধু এটুকুই বলার আছে?'

'হ্যাঁ, মানে, না! থাক। চলো, শোনা যাক বার্কলি ময়নিহানের কি ার আছে।'

বার্কলি ময়নিহানের স্যুইটের সামনে ম্যাক আব্রাহামের দেখা পেলো । 'গুড ইভনিং, জেন্টলমেন। আপনারা আসতে পেরেছেন দেখে অত্যন্ত ণ হয়েছি আমি।'

'হ্যালো, ম্যাক।' ম্যাক আব্রাহামকে পাশ কাটিয়ে স্যুইটের ভেতর ক পড়লো চার্লি। ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বার্কলি নিহান, সরাসরি তার দিকে এগোলো সে। 'বার্কলি, মাই ডিয়ার লো, হাউ আর ইউ?'

সাড়া দিয়ে মাথা ঝাঁকালো ময়নিহান। তার কোটের সামনেটা ধরে

যন্ত্রের সাথে ভাঁজগুলো ঠিকঠাক করে দিলো চার্লি, তারপর তার থ্যা নাকটা দু'আঙুলে ধরে সামান্য টান দিলো। 'এরকম খাড়া হলে তো চেহারা হতো ঠিক একজন রাজপুত্রের মতো।' মাথাটা একপাশে সা নিলো ময়নিহান। 'তবে তোমার পোশাক বাছাইয়ের মধ্যে চমৎকার রু পরিচয় পাওয়া যায়। ঠিক বলিনি, রানা—বার্কলির পোশাক বাছাই মধ্যে চমৎকার রুচির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে? তোমার এই স্যুটের দ পড়েছে কম করেও পাঁচ হাজার র‍্যাণ্ড। এতো দামী স্যুটটাকে কমলা ব বস্তার মতো লাগছে।' সস্নেহে আদরের ভঙ্গিতে ময়নিহানের মাথায় হ বুলিয়ে দিলো সে। 'হ্যাঁ, ধন্যবাদ, এক গ্লাস শ্যাম্পেন নেবো আমি।' বা বার লক্ষ্য করে এগোলো সে, নিজেই বোতল থেকে শ্যাম্পেন ঢাল গ্লাসে। 'এবার বলো, তোমরা দুই পাষণ্ড কি উপকারে লাগতে পা আমার?'

চট করে ময়নিহানের দিকে তাকালো ম্যাক, ময়নিহান মা ঝাঁকালো।

'কোনো ভূমিকা না করেই শুরু করছি আমি,' বললো ম্যা আব্রাহাম। 'গোল্ডফিল্ডে আমাদের কোম্পানী দুটোই সবচেয়ে বড়, না?'

কেবিনেটের ওপর হাতের গ্লাসটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখলো চা নিঃশব্দ হাসিটা অদৃশ্য হয়েছে মুখ থেকে। একটা আর্মচেয়ারে বসে ও রানা, ওর চেহারাও গম্ভীর হলো। কেন ডাকা হয়েছে আন্দাজ করতে করছে ওরা।

'অতীতে,' বলে চলেছে ম্যাক আব্রাহাম, 'বহুবার আমরা একস কাজ করেছি, তাতে করে দু'পক্ষই লাভবান হয়েছি। পরবর্তী যৌ পদক্ষেপ হওয়া উচিত, অবশ্যই, আমাদের দুই কোম্পানীর শক্তি সম্পদকে এক করা, তারপর মহান একটা সাফল্যের দিকে এ

না।'

'এটা তাহলে দুই কোম্পানীকে এক করার প্রস্তাব?'

'অবশ্যই, মি. উডকক। দুই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যের অধিপতি রা, আপনারা যদি এক হয়ে যান, আপনাদের সামনে কেউ আর দিন দাঁড়াতে পারবে না। দুনিয়ার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে সোনা, সোনার উৎস ও বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন আপনারা। ভেবে দেখেছেন, নাদের সম্মিলিত শক্তি ফাইন্যানশিয়াল জগতে কি সাংঘাতিক প্রভাব বে?'

চেয়ারে হেলান দিলো রানা, মৃদু শব্দে শিস দিলো।

গ্লাসটা আবার তুলে নিয়ে চুমুক দিলো চার্লি।

'তাহলে, জেন্টলমেন, প্রস্তাবটা শুনে কি রকম অনুভূতি হলো নাদের?' জানতে চাইলো ম্যাক আব্রাহাম।

'প্রস্তাবের বিশদ বিবরণ লেখা হয়েছে, ম্যাক? এমন কিছু তৈরি ছো যার ওপর ভিত্তি করে চিন্তা-ভাবনা করবো আমরা?'

'অবশ্যই, মি. উডকক, কাগজ-পত্র সব তৈরি করার পরই আলো-র জন্যে ডাকা হয়েছে আপনাদের।' ডেস্কের পিছনে চলে গেল ম্যাক হাম। দেরাজ থেকে একগাদা কাগজ-পত্র বের করলো সে, বুকের চেপে ধরে রানার দিকে হেঁটে এলো।

কাগজগুলো নেড়েচেড়ে দেখলো রানা। 'জটিল ও সময়সাপেক্ষ র, ম্যাক,' বললো ও। 'তোমরা ঠিক কি অফার করছো বোঝার জন্যে রদিন সময় লাগবে আমাদের।'

'তা তো লাগবেই, মি. মাসুদ রানা। যতো খুশি সময় নিন আপনারা। জগুলো তৈরি করতে আমাদের সময় লেগেছে প্রায় দু'মাস, আশা করি ই সময় নষ্ট করিনি। আমার ধারণা, আমাদের প্রস্তাব অত্যন্ত উদার হণযোগ্য বলেই মনে হবে আপনাদের কাছে।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো রানা। 'ক'দিন পর যোগাযোগ করবো আমরা। চার্লি, আমরা এবার যাবো তো?'

গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করলো চার্লি। 'গুড নাইট, ম্যাক। বার্কলির যত্ন নিয়ো। আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান একটা মাংসপিণ্ড সে, তুমি জানো।'

গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকে সরাসরি নিজেদের অফিসে চলে এলো ওরা। নিজের কামরায় ঢুকে আলো জ্বাললো রানা, ডেস্কের সামনে একটা অতিরিক্ত চেয়ার টেনে আনলো চার্লি। রাত আড়াইটার দিকে বার্কলি ময়নিহানের দেয়া প্রস্তাবটার সারবস্তু বোধগম্য হলো ওদের। চেয়ার ছেড়ে জানালা খোলার জন্যে এগোলো রানা, চুরুটের ধোঁয়ায় ভরে গেছে কামরা। ফিরে এসে কাউচের ওপর গা এলিয়ে দিলো ও, মাথার নিচে দুটো কুশন রেখে তাকালো চার্লির দিকে। 'শোনা যাক তোমার কি বলার আছে।'

হাতের পেন্সিল দিয়ে দাঁতে টোকা দিলো চার্লি, কথাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে। 'তার আগে এসো ঠিক করি লোকটার সাথে আমরা এক হতে চাই কিনা।'

'যদি লাভ হয়, এক হতে আপত্তি কিসের,' বললো রানা। 'যদিও লোকটাকে আমি পছন্দ করি না।'

'তোমার সাথে একমত আমি—রাজি আছি, যদি লাভবান হই।' চেয়ারে হেলান দিলো চার্লি। 'পরবর্তী প্রশ্ন। বলো তো, দোস্ত, ময়নিহানের প্রস্তাবটা বোঝার পর প্রথমেই কি মনে হয়েছে তোমার?'

'শ্রুতিমধুর ও গালভরা পদ বা টাইটেল পাবো আমরা, আর পাবো বিপুল টাকা,' বললো রানা। 'ময়নিহান পাবে ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা।'

'এটাই হলো আসল পয়েন্ট, দোস্ত। ময়নিহান গোটা ব্যাপারটা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। এক কথায়, ক্ষমতা চায় সে। ক্ষমতার লোভ টাকার লোভের চেয়ে বেশি তার। ক্ষমতার চূড়ায় বসে নিচে দাঁড়ানো বাকি সবার

দিকে তাকিয়ে যাতে বলতে পারে—দেখ শালারা কোথায় উঠে বসেছি, তোতলা তো কি হয়েছে!' চেয়ার ছাড়লো চার্লি, ডেস্ক ঘুরে চলে এলো রানার কাউচের পাশে। 'এবার তিন নম্বর প্রশ্ন। তাকে কি আমরা ক্ষমতা দেবো?'

'সে যদি মূল্য দিতে রাজি থাকে, তাকে ক্ষমতা দিলে ক্ষতি কি,' বললো রানা।

ঘুরলো চার্লি, খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকালো। 'কি জানো, দোস্ত, একক ক্ষমতা ভোগ করার লোভ আমার নিজের মধ্যেও খুব বেশি পরিমাণে রয়েছে,' চিন্তিতভাবে বললো সে।

'এ–ব্যাপারে আমার মতামতকে খুব একটা গুরুত্ব দিয়ো না, চার্লি,' বললো রানা। 'তোমার–আমার এই ব্যবসা খুব তাড়াতাড়ি একা তোমার হতে যাচ্ছে। আমার অংশটুকু আমি একটা ট্রাস্টকে দিয়ে যাবো বলে ঠিক করেছি। তার আগে যদি ময়নিহানের সাথে এক হয়ে আরো কিছু কামানো যায়, মন্দ কি। তবে তুমি যদি মনে করো একাই থাকতে চাও, তাতেও আমার আপত্তি নেই। আমি শুধু বলবো, ময়নিহানের ব্যবসাবুদ্ধি প্রখর, তার সাথে এক হলে কোম্পানীর আরো উন্নতিই হবে।'

'কিন্তু…।'

'ময়নিহান আমাদের চেয়ে অনেক বেশি টাকা–পয়সার অধিকারী, দুটো কোম্পানী এক হলে তার সম্পদের বিরাট একটা অংশ আমরা পাবো। তার ডায়মণ্ড খনি আছে, ভুলে যেয়ো না। ফাইন্যানশিয়াল জগতে সে–ই টপ ম্যান, কোনোভাবেই তাকে তুমি ছাড়িয়ে যেতে পারবে না, একার চেষ্টায়।'

'হ্যাঁ, তোমার কথায় যুক্তি আছে—যে অর্থে টপ ম্যান হতে চাই কোনোদিন আমি তা হতে পারবো না—ময়নিহান সব সময় আমার ওপরেই থেকে যাবে।' খানিক চিন্তা করলো সে, তারপর রানার দিকে ফিরলো।

... থাকবে ময়ালিস্থ্যনেস, কিন্তু সেজন্যে তাকে মূল্য দিতে হবে। নিঙড়ে তার সমস্ত রস বের করে নেবো আমরা, যতোক্ষণ না শুকনো ছিবড়ে হয়ে যায়।'

কাউচ থেকে পা নামালো রানা। 'ঠিক। এবার এসো তার প্রস্তাবটা ঢেলে সাজাই আমরা, এমনভাবে পরিবর্তন করি যাতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার হার্ট অ্যাটাক করে।'

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালো চার্লি। 'প্রায় তিনটে বাজে। আপাতত থাক, কাল সকাল থেকে শুরু করা যাবে।'

পরদিন দুপুরে অফিসে লাঞ্চ আনিয়ে খেলো ওরা। সকালেই স্টক এক্সচেঞ্জের ওপর কড়া নজর রাখার জন্যে পাঠানো হয়েছিল বিল অকসনকে, অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে সাথে সাথে অফিসে এসে রিপোর্ট করার কথা তার। বিকেলে ফিরলো সে, ভীষণ উত্তেজিত। 'সারাটা দিন গোরস্থানের মতো থমথমে ছিলো এক্সচেঞ্জের পরিবেশ, স্যার। কতো রকম গুজবই যে ছড়াচ্ছে! কে যেন রাত দুটোর দিকে আমাদের এই অফিসে আলো জ্বলতে দেখেছে। তারপর, আজ সকালে, আপনারা নিজেরা উপস্থিত না হয়ে এক্সচেঞ্জে যখন আমাকে পাঠালেন, চারদিক থেকে ছেঁকে ধরলো ওরা আমাকে। হাজারটা প্রশ্ন, অথচ কিছুই আমার জানা নেই।' কৌতূহলে চকচক করছে বিল অকসনের চেহারা, ডেস্কের দিকে এক পা এগোলো সে। 'স্যার, আপনাদের আমি কোনো ভাবে সাহায্য করতে পারি কি?'

'আমরা নিজেরাই সামলাতে পারবো, বিল। বেরিয়ে যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিয়ো, প্লীজ।'

সন্ধে সাড়ে সাতটার দিকে ওরা সিদ্ধান্ত নিলো যথেষ্ট খাটা–খাটনি হয়েছে। অফিস থেকে নিজেদের হোটেলে ফিরে এলো ওরা। লবিতে ঢুকতে যাচ্ছে, দেখলো ওদেরকে দেখেই লাউঞ্জে অদৃশ্য হলো হেলমুট ডোবার। তার চাপা, উত্তেজিত গলা পেলো ওরা। 'চুপ, চুপ! ওরা আসছে!'

পরমুহূর্তে নিজের ভাইকে পাশে নিয়ে ওদের সামনে হাজির হলো হেলমুট ডোবার, গালভরা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা।

'হ্যালো, বয়েজ!' ওদেরকে দেখে যেন ভারি অবাক হয়েছে হেলমুট সোবার। 'এখানে তোমরা কি করছো?'

'এখানেই থাকি আমরা,' বললো চার্লি।

'ও, হ্যাঁ, এখানে···অবশ্যই। বেশ, বেশ—এসো, শ্যাম্পেন নিয়ে একটা টেবিলে বসি, গল্পগুজব করি।'

'ভেবেছো সারাটা দিন আমরা কি করেছি সব জেনে নিতে পারবে?'

থতমত খেয়ে গেল সোবার। 'কি বলছো কিছুই বুঝতে পারছি না। ভাবলাম দেখা যখন হয়েই গেল, এক টেবিলে বসে দু'ঢোক শ্যাম্পেন খাই···।'

'এখন শ্যাম্পেন খাবার বা গল্প করার সময় নেই, সোবার। সারাটা দিন ব্যস্ত ছিলাম, সরাসরি বিছানায় উঠবো আমরা।' দুই ভাইকে পাশ কাটিয়ে এগোলো চার্লি ও রানা। খানিক দূর এসে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকালো চার্লি, বললো, 'তবে একটা কথা বলতে পারি। বিরাট একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ব্যাপারটা এতোই বড়, হজম করতে বেশ সময় লাগবে তোমাদের। তারপর তোমরা উপলব্ধি করবে যে গোটা ব্যাপারটা তোমাদের নাকের সামনে ঝুলছিল, কিন্তু দেখেও খেয়াল করোনি, তখন নিজেদের গালে চড় মারতে ইচ্ছে হবে।' ওদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো দুই ভাই।

'খুব একটা সদয় আচরণ হলো না,' হেসে উঠলো রানা। 'অন্তত সাতদিনের ঘুম হারাম হয়ে গেল ওদের।'

পরদিন সকালেও যখন রানা বা চার্লিকে এক্সচেঞ্জে দেখা গেল না, লাউঞ্জে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো, চাপা উত্তেজনায়

ছটফট করতে লাগলো সবাই, সেই সাথে রুদ্ধশ্বাসে শোনার মতো গুজবের সংখ্যাও বাড়তে লাগলো। তারপর শুরু হলো অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে শেয়ার মূল্যের উর্ধ্বগতি। উপত্যকায় নতুন একটা সমৃদ্ধ সোনার খনি পেয়েছে রানা ও চার্লি, বিশ্বস্তসূত্রের এই খবর আগুনে যেন ঘি ঢেলে দিলো, শেয়ারের দাম রকেটে চড়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। তারপর, ইতিমধ্যে বিশ মিনিট কেটে গেছে, নতুন খনি পাবার খবর অস্বীকার করে একটা বিবৃতি প্রচার করা হলো। তারপরও রানা–চার্লি স্টক–এর প্রতিটি শেয়ারের দাম কমলো মাত্র পনেরো সেন্ট, গতকালের চেয়ে ত্রিশ র‍্যাণ্ড পঁচাত্তর সেন্ট বেশি। সারাটা সকাল অফিস ও এক্সচেঞ্জের মাঝখানে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটাছুটি করতে হলো বিল অকসনকে। এগারোটার দিকে এতোই ক্লান্ত হয়ে পড়লো যে কথা বলারও শক্তি থাকলো না।

'এবার একটু শান্ত হও তুমি, শুধু শুধু উত্তেজিত হয়ো না,' তাকে বললো রানা। 'এই নাও,' পাঁচশো র‍্যাণ্ডের একটা নোট বের করে তার দিকে বাড়িয়ে ধরলো ও। 'এটা নিয়ে সোজা গ্র্যাণ্ড হোটেলে চলে যাও, পেট ভরে লাঞ্চ আর শ্যাম্পেন খাও—সারাটা সকাল তোমার ওপর দিয়ে খুব ধকল গেছে।'

হেলমুট ব্রাদারদের একজন চর, ওদের অফিসের ওপর নজর রাখছিল, পিছু নিলো বিল অকসনের। গ্র্যাণ্ড হোটেলের বারম্যানকে ডেকে অর্ডার দিলো বিল অকসন, পিছনে দাঁড়িয়ে শুনলো লোকটা। ছুটতে ছুটতে এক্সচেঞ্জে ফিরে এসে হেলমুট ডোবারকে রিপোর্ট করলো সে। 'ওদের হেড ক্লার্ক এই মাত্র গ্র্যাণ্ড হোটেলে ঢুকে পুরো এক বোতল শ্যাম্পেনের অর্ডার দিয়েছে!' হাঁপাচ্ছে সে।

'গুড গড!' প্রায় লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়লো হেলমুট ডোবার, তার পাশে বসা হেলমুট সোবার উন্মত্তের মতো হাতছানি দিয়ে নিজেদের ক্লার্ককে ডাকছে।

'কেনো?' ক্লার্কের কানে কানে চাপা গলায় [illegible] 'রানা–চার্লি স্টকের শেয়ার যেখানে যতো পাও সব [illegible] তাড়াতাড়ি!'

লাউঞ্জের অপরদিকে, চেয়ারের গভীরে আরো একটু [illegible] ময়নিহানের স্থূল শরীরটা, আরো একটু ঢিল পড়লো [illegible] ভুঁড়ির সামনে সন্তুষ্টচিত্তে হাত দুটো এক করে [illegible] পরস্পরকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরলো; মুখে যে ভাবটা ফুটলো [illegible] হাসিই বলা যায়।

মাঝরাতের দিকে পাল্টা প্রস্তাব রচনার কাজ শেষ করলো রানা ও চার্লি।

'এটা দেখে ময়নিহানের প্রতিক্রিয়া কি হবে বলে তোমার ধারণা?' জানতে চাইলো রানা।

'আমার ধারণা তার হার্ট যথেষ্ট শক্তিশালী, ধকলটা সামলে নিতে পারবে।' নিঃশব্দে হাসলো চার্লি। 'একটিমাত্র জিনিস [illegible] বাড়ি খাবে না, সেটা হলো চেয়ার ও টেবিলের মাঝখানে [illegible] তার বিশাল ভুঁড়িটা।'

'আমরা কি এখুনি তার হোটেলে গিয়ে প্রস্তাবটা দেবো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'দোস্ত, দোস্ত!' চেহারায় দুঃখ, মাথা নাড়লো চার্লি। 'তোমার শিক্ষার পেছনে এতো সময় ব্যয় করলাম, অথচ কিছুই তুমি শেখোনি।'

'তাহলে কি করবো?'

'আমরা তাকে ডেকে পাঠাবো, দোস্ত। আমাদের মাঠে আসতে বাধ্য করবো তাকে। খেলাটা হবে আমাদের নিজস্ব মাঠে।'

'কি লাভ তাতে?'

'তাৎক্ষণিক একটা সুবিধে পাবো আমরা—এতে করে তার মনে হবে,

আবেদনটা সে-ই জানাচ্ছে।'

পরদিন সকাল দশটায় ওদের অফিসে এলো বার্কলি ময়নিহান। এলো যেন একজন রাজা; দুটো গাড়িকে টেনে আনলো আটটা ঘোড়া। প্রত্যেক গাড়িতে একজন করে ইউনিফর্ম পরা কোচোয়ান, সামনেরটায় একা বসে আছে বার্কলি ময়নিহান, পিছনেরটায় ম্যাক আব্রাহাম হাউজ ও দু'জন সেক্রেটারি। অফিসের সামনে তাদের সাথে মিলিত হলো বিল অকসন, পথ দেখিয়ে ওদেরকে রানার অফিসে নিয়ে এলো সে।

'বার্কলি, ডিয়ার বার্কলি, তোমাকে দেখে উল্লাস বোধ করছি আমি,' অমায়িক হেসে বললো চার্লি। খুব ভালো করেই জানে সে যে জীবনে কখনো ধূমপান করেনি ময়নিহান, তা সত্ত্বেও তার পুরু দুই ঠোঁটের মাঝখানে একটা চুরুট গুঁজে দিলো সে।

সবাই আসন গ্রহণ করার পর আলোচনা শুরু করলো রানা। 'জেন্টলমেন, আমরা আপনাদের প্রস্তাব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার পর যা বুঝেছি তার সার সংক্ষেপ হলো—প্রস্তাবটা যুক্তিসঙ্গত, ন্যায্য, সবার স্বার্থের জন্যে অনুকূল ও সাদরে গ্রহণযোগ্য।'

'ঠিক তাই, আসলেও তাই,' কোমলসুরে সায় দিলো চার্লি।

'প্রস্তাবটা বিবেচনা করার পর আমরা, আমি ও চার্লি, সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে আমাদের কোম্পানী দুটোকে এক করা দরকার···না, একান্ত প্রয়োজন।'

'আসলেও তাই, ঠিক তাই—আসলেও তাই, ঠিক তাই।' চুরুট ধরালো চার্লি।

'যা বলছিলাম,' আবার শুরু করলো রানা। 'পরীক্ষা করার পর আপনাদের প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেছি আমরা, তবে সামান্য দু'একটা সংশোধন দরকার—সেগুলো আমরা এখানে লিখে রেখেছি।' কাগজের মোটা স্তূপটা দু'হাতে ধরে তুললো রানা। 'আশা করি এগুলোয় একবার চোখ বুলাতে চাইবেন আপনারা, তারপরই আমরা আনুষ্ঠানিক চুক্তিপত্রে

সই করতে পারবো।'

এগিয়ে এসে রানার হাত থেকে কাগজগুলো নিলো মাইক আব্রাহাম। থমথম করছে তার চেহারা।

'তোমাদের যদি প্রাইভেসী দরকার হয়, মি. চার্লির অফিস কামরাটা ব্যবহার করতে পারো—পাশেরটাই।'

ম্যাক আব্রাহাম ও সেক্রেটারিদের নিয়ে পাশের কামরায় চলে গেল বার্কলি ময়নিহান। প্রায় তিন ঘন্টা পর আবার রানার অফিসে ফিরে এলো ওরা. চেহারা দেখে মনে হলো বয়স যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছে ওদের। ম্যাক আব্রাহামের তো প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা, চোখ তুলে তাকাতেই পারছে না।

'সব ঠিক আছে তো?' সকৌতুকে জানতে চাইলো চার্লি।

চোখ না তুলেই জবাব দিলো ম্যাক আব্রাহাম। 'প্রতিটি আইটেম আলাদাভাবে পরীক্ষা করতে হবে,' কাতর কণ্ঠে বিড়বিড় করলো সে।

তিনদিন পর চুক্তিপত্রে সই করলো ওরা।

গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢাললো চার্লি, প্রত্যেকের হাতে একটা করে ধরিয়ে দিলো। 'নতুন কোম্পানী থ্রি স্টার কনসলিডেটেড-এর মঙ্গল কামনায়,' বললো সে। 'জন্ম দিতে প্রচুর সময় নিয়েছি বটে, তবে এমন একটা শিশুর জন্ম দিয়েছি যাকে নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি।'

নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পেলো বার্কলি ময়নিহান, তবে সেজন্যে তাকে চড়া মূল্যও দিতে হলো। তার সারাজীবনের ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও সব কটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অংশীদার করে নিতে হলো রানা ও চার্লিকে।

থ্রি স্টার কনসলিডেটেড-এর শুভ সূচনা উপলক্ষে স্টক এক্সচেঞ্জের মেইন ফ্লোরে একটা পার্টির আয়োজন করা হলো। শতকরা দশ পার্সেন্ট শেয়ার বিক্রি করার জন্যে ছাড়া হলো বাজারে। সেদিন সকালে কাজ শুরু হবার আগেই লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল এক্সচেঞ্জ, আশপাশের রাস্তা-

ঘাটে উপচে পড়লো মানুষ, যানজট লেগে যাওয়ায় প্রায় অচল হয়ে পড়লো শহর। এক্সচেঞ্জের প্রেসিডেন্ট থ্রি স্টার কনসলিডেটেড-এর প্রসপেক্টাস পড়ে শোনালেন, পিন পতন নিস্তব্ধতার ভেতর তাঁর প্রতিটি কথা পরিষ্কার ভেসে এলো মেম্বারস' লাউঞ্জে। সবশেষে বেল বাজলো, তারপরও বেশ কিছুক্ষণ অটুট থাকলো নিস্তব্ধতা। নিস্তব্ধতা ভাঙলো বার্কলি ময়নিহানের অনুমোদিত কেরানী। ভয়ে ভয়ে বিড়বিড় করলো সে, 'আই সেল টি.এস.সি. 'জ।'

প্রায় কুরুক্ষেত্র বেধে গেল। একই সাথে দুশো লোক তার কাছ থেকে শেয়ার কেনার চেষ্টা করছে। প্রথমে তার জ্যাকেট ও শার্ট ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। চশমাটা মেঝেতে পড়তে না পড়তে গুঁড়ো কাঁচে পরিণত হলো। দশ মিনিট পর রীতিমতো যুদ্ধ করে মনিবদের কাছে ফিরে আসতে পারলো সে, রিপোর্ট করলো, 'ওগুলো আমি বিক্রি করতে পেরেছি, জেন্টলমেন।'

হেসে উঠলো রানা ও চার্লি। হাসার কারণ আছে ওদের, ওই দশ মিনিটে টি.এস.সি.-র শতকরা ত্রিশ ভাগ অংশীদার হিসেবে ওদের লাভ হয়েছে প্রায় তিন কোটি র‍্যাণ্ড।

তিন

সুফিয়ার হোটেলে ক্রিসমাস ডিনারটা গতবছরের তুলনায় অন্যরকম হলো। পঁচাত্তরজন লোক বসলো একটা টেবিলে। রাত তিনটের সময়, পার্টি যখন

শেষ হলো, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতে পারলো মাত্র অর্ধেক লোক। সেই সন্ধ্যে থেকেই ব্র্যাণ্ডি আর হুইস্কি গিলেছে চার্লি, খানিক পরপর রানার কানে ফিসফিস করছে, 'তোমার সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে, পরামর্শ দরকার।' আলোচনাটা কি নিয়ে, আঁচ করতে পেরে মনে মনে শঙ্কিত হয়ে পড়ে রানা। পার্টিতে উপস্থিত বাকি সবার মতোই মাতলামি শুরু করে ও, যদিও মদ প্রায় ছোঁয়নি বলেই চলে। চার্লির সাথে আলোচনাটা এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই ওর এই অভিনয়।

সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় রেলিঙের সাহায্য নিলো রানা। সিঁড়ির মাথায় উঠে এসে চার্লি ও সুফিয়াকে জড়ানো গলায় বললো, 'তোমাদের আমি ভালোবাসি—তোমাদের দু'জনকেই ভালোবাসি—কিন্তু এখন আমাকে ঘুমাতে হবে।' ওদেরকে পিছনে রেখে প্যাসেজ ধরে নিজের কামরার দিকে এগোলো ও, একদিকের কাঁধ ঘন ঘন বাড়ি খাচ্ছে দেয়ালে। কামরায় ঢুকে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিলো।

'বিছানায় তুলে দিয়ে এসো ওকে, তা না হলে হয়তো মেঝেতেই পড়ে থাকবে সারারাত,' চার্লিকে বললো সুফিয়া। 'ব্যাপারটা কি বলো তো? রানা তো কখনো এরকম মাতাল হয় না!'

'একজন অন্ধ আরেকজন অন্ধকে পথ দেখাবে?' টলতে টলতে প্যাসেজ ধরে এগোলো চার্লি, সে-ও দেয়ালে বাড়ি খেলো ঘন ঘন।

রানার কামরায় ঢুকে চার্লি দেখলো, বিছানায় বসে একটা বুটের সাথে কুস্তি লড়ছে রানা। 'কি করছো তুমি, দোস্ত? গোড়ালি ভাঙার চেষ্টা করছো নাকি?' পায়ের আওয়াজটা আরো ক'সেকেণ্ড আগে পেলে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করতো রানা।

'তুমি···কে তুমি?' মাতলামো শুরু করলো ও।

'দোস্ত, দোস্ত, আমাকে তুমি চিনতে পারছো না?' দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলো চার্লি। 'এই দেখো,' বলে কোটের ভেতর থেকে

একটা বোতল বের করলো সে, 'কি এনেছি। আরো দু'ঢোক খাও, ঠিক চিনতে পারবে আমাকে। সুফিয়া দেখেনি, জানে না তার প্রিয় চার্লি একটা বোতল চুরি করেছে।'

'বুটটা খুলে দিতে বললে তুমি কিছু মনে করবে?' মাতালদের মতো মাথা দোলাতে দোলাতে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ভারি ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন!' টলতে টলতে এগিয়ে এলো চার্লি, একটা আর্মচেয়ারে ধপাস করে বসলো। 'প্রশ্নটা করায় আমি খুশি হয়েছি। উত্তরটা হলো, হ্যাঁ! মনে করবো!'

পা ছেড়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো রানা।

'দোস্ত, তোমার সাথে কথা আছে আমার,' ব্যস্তভাবে বললো চার্লি। 'ঘুমিয়ে পড়ো না।'

'বলো, আমি শুনছি,' ঘুম জড়ানো গলা রানার।

'দোস্ত, সুফিয়া সম্পর্কে কি ধারণা তোমার?'

'অত্যন্ত সুন্দরী,' মন্তব্য করলো রানা।

'সে তো আমিও জানি,' বিরক্ত হলো চার্লি। 'আমি জানতে চাইছি, মেয়ে হিসেবে কেমন সুফিয়া?'

'ওর হাসির মধ্যে সেক্স আছে, তোমার ভালো লাগার কথা,' বিড়বিড় করলো রানা।

'দূর ছাই! আমি বলছি...।'

'আরো পরিষ্কার জবাব পেতে চাও? আমি বলবো ভোগ বা প্লেবয় পত্রিকার মডেল হতে পারবে ও। খাসা একখান মা...!'

'কিন্তু শুধু যৌবন নিয়ে একজন পুরুষ সুখী হতে পারে না!'

'না, তবে আমি মনে করি একজন পুরুষকে সুখী করার সব গুণই তার আছে।'

'দোস্ত, আমি সিরিয়াস। তোমার পরামর্শ দরকার আমার। ওকে বিয়ে

করতে যাচ্ছি…কাজটা কি উচিত হচ্ছে? মানে, ভুল করতে যাচ্ছি না তো?'

'বিয়ে সম্পর্কে…আমার…তেমন কোনো…অভিজ্ঞতা নেই…।' কাত হলো রানা, চোখ বন্ধ, মনে হলো ঘুমিয়ে পড়েছে।

'তুমি লক্ষ্য করছো, এরই মধ্যে আমার প্রতিটি কাজে কর্তৃত্ব ফলাতে চেষ্টা করছে সুফিয়া! কি, লক্ষ্য করোনি?' উত্তরের জন্যে এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করলো চার্লি। না পেয়ে আবার বললো, 'আমার প্রথম স্ত্রীও ঠিক এরকম আচরণ করতো আমার সাথে। এখনো তার কর্কশ গলা আমার কানে বাজছে—চার্লি, এই শূয়র!' কঠিন দৃষ্টিতে বিছানার দিকে তাকালো সে।

'রানা, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে?'

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

'দোস্ত, তোমার সাহায্য দরকার আমার।'

মৃদু নাক ডাকার শব্দ হলো।

'ধুস শালা, ঘুমিয়ে একেবারে কাদা হয়ে গেছে!' চেহারায় উদ্বেগ, টলতে টলতে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল চার্লি।

তার পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল, ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো রানা, উঠে বসলো বিছানার ওপর। খোলা দরজার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো ও, কপালে চিন্তার রেখা।

জানুয়ারির শেষ দিকে 'বন্ধু'-র কাজ শেষ হলো, ওদের বিয়ের তারিখ ফেলা হলো ফেব্রুয়ারির বিশে। স্থানীয় থানার সব ক'জন পুলিসকে নিমন্ত্রণ করা হলো, বিনিময়ে রাতদিন চব্বিশ ঘন্টা বন্ধুর বলরুম পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করলো তারা—বলরুমে বিশটা টেবিলের ওপর প্রতিদিনই জমা হচ্ছে বিয়ের উপহার সামগ্রী। দশ তারিখে সুফিয়া ও চার্লিকে নিয়ে সেগুলো দেখতে এলো রানা। ডিউটিরত পুলিস অফিসারকে একটা সিগার দিলো ও, তারপর বলরুমে ঢুকলো।

'দেখো, ওহ্ চার্লি, দেখো!' উল্লাসে চিৎকার করলো সুফিয়া। 'নতুন উপহারে বাকি সব টেবিলগুলোও ভরে গেছে!'

'এগুলো হেলমুট ভায়েরা পাঠিয়েছে,' কার্ডটা পড়লো রানা।

'তাড়াতাড়ি খোলো, চার্লি, প্লীজ—আমার তর সইছে না!' রানা ও চার্লির কাঁধে ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো সুফিয়া। 'দেখি কি দিয়েছে ওরা!'

বাক্সের ঢাকনিটা খুললো চার্লি। মৃদু শব্দে শিস দিলো রানা।

'সলিড গোল্ড ডিনার সার্ভিস,' হাঁপিয়ে উঠলো সুফিয়া। একটা প্লেট তুলে নিয়ে বুকের সাথে চেপে ধরলো সে। 'চার্লি, আমি ভাষা হারিয়ে ফেলছি!'

আরো কয়েকটা বাক্সের কার্ড পড়লো রানা। 'ওহে, চার্লি, এটা তোমাকে বিশেষ আনন্দ দেবে,' বললো রানা। 'বেস্ট উইশেস বার্কলি ময়নিহান।'

'এটা আমাকে দেখতেই হবে,' হঠাৎ সাংঘাতিক উৎসাহী হয়ে উঠলো চার্লি। এরকম উৎসাহ গত একমাসে তার মধ্যে দেখা যায়নি। ব্যস্ত হাতে নিজেই বাক্সটা খুললো সে। 'ওরে শালা হাড়কিপটে বার্কলি!' তৎক্ষণাৎ ম্লান হয়ে গেল তার হাসি। 'তাও মাত্র এক ডজন! আর কিছু পেলি না, এক ডজন রুমাল পাঠিয়ে দায় সারলি!'

'ইট'স দ্য থট দ্যাট কাউন্ট,' হেসে উঠলো রানা।

'ডিয়ার বার্কলি, এগুলোর প্রত্যেকটায় তোমাকে দিয়ে সই করাবো আমি, কাঠের ফ্রেমে বাঁধিয়ে সামনের হলের দেয়ালে ঝোলাবো।'

উপহারগুলো ভালো করে দেখার জন্যে রয়ে গেল সুফিয়া, দুই বন্ধু চলে এলো বাগানে।

'ভুয়া প্রিস্ট-এর ব্যাপারটা ফাইন্যাল করেছো তো?' রানাকে জিজ্ঞেস করলো চার্লি।

'হ্যাঁ, শহরের এক প্রান্তে, অখ্যাত এক হোটেলে লুকিয়ে আছে সে। ট্রেনিং পিরিয়ড চলছে তার, বিয়ের মন্ত্র মুখস্থ করছে।'

'লোকটা কি অতিরিক্ত ধার্মিক? মনে মনে নিজেকে খাঁটি ফাদার ভাবছে না তো? তাহলে কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিনিধিকেই ঠকানো হয়ে যাবে আমার।'

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে রানার তেমন কোনো শ্রদ্ধাবোধ কখনোই ছিলো না, আজও নেই। ব্যাপারটাকে হালকা ভাবেই নিয়েছে ও। বললো, 'এ-সব কথা এখন আর ভেবে লাভ কি!'

'হ্যাঁ, তা বটে।'

'হানিমুনে কোথায় যাচ্ছো তোমরা?' জানতে চাইলো রানা। ও চাইছে, ভালোয় ভালোয় ওদের বিয়েটা হয়ে যাক। তারপর আর মাত্র দুটো কাজ বাকি থাকবে। আইনবিদদের পরামর্শ নিয়ে একটা ট্রাস্ট গঠন, কালাহারি মরুভূমিতে হাতি শিকার। এই কাজ দুটো শেষ হলে আফ্রিকা থেকে বিদায় নেয়ার জন্যে তৈরি হতে পারবে রানা। কেপটাউনে যাবে ও, দেখা করবে বব ফিদারহোপের সাথে। তার সাথে দেখা হলেই বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর খবর জানতে পারবে ও। বুঝতে পারবে, ওর দেশে ফেরা উচিত হবে কিনা। না হলে অন্য কোথাও চলে যাবে ও।

'আমার তো ইচ্ছে সুফিয়াকে নিয়ে দেশে, মানে ইংল্যাণ্ডে যাবো,' বললো চার্লি। 'সুফিয়া আপত্তি না করলে জুনের দিকে ফিরে আসবো আমরা।'

'তাহলে যাবার সময়ই আমাকে বিদায় জানিয়ে যেয়ো।'

'মানে?' ঝট করে রানার দিকে ফিরলো চার্লি, দাঁড়িয়ে পড়লো।

'তোমাদের তো আগেই বলেছি আমি, আমাকে দেশে ফিরে যেতে হবে।'

ভেবেছো কিছু?'

'আমার ব্যবসার সমস্ত আয় একটা ট্রাস্টের মাধ্যমে খরচ করা হবে দেশী-বিদেশী কালো শ্রমিকদের কল্যাণে,' বললো রানা।

'গুড আইডিয়া,' বললো চার্লি। 'আর বাড়িটা? জমিগুলো? তোমার ব্যাংক-ব্যালেন্স?'

'বাড়িটা তোমাদের বিয়েতে আমার উপহার। জমিগুলো যেমন আছে তেমনি থাকবে, তোমাকে পাওয়ার-অভ-অ্যাটর্নি দিয়ে যাবো। আর টাকাগুলো, যতোটা সম্ভব, পাঠিয়ে দেবো ইংল্যাণ্ডের কোনো ব্যাংকে।'

'তুমি কি আর কোনোদিনই আফ্রিকায় ফিরবে না?'

'কেন ফিরবো না,' হাসলো রানা। 'তোমরা কি আমার পর?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটলো ওরা। তারপর নিস্তব্ধতা ভাঙলো চার্লি, 'তোমাকে ধরে রাখবো, সে সাধ্য আমার নেই, দোস্ত। তবে একটা কথা ভেবে মনটা সত্যি খারাপ লাগছে।'

'কি কথা, চার্লি?'

'এতোগুলো দিন একসাথে থাকলাম আমরা, যা কিছু করেছি সব একসাথে করেছি, কিন্তু এখন এমন একটা কাজের আয়োজন চলছে যাতে তোমার কোনো অংশীদারিত্ব নেই।'

'কি বলছো, কোন্ কাজ?'

'দোস্ত, তুমিও বিয়ে করো,' বললো চার্লি। 'জানি, মনিকা রিভেরাকে তুমি আজও ভুলতে পারোনি। এখন আমাদের সামর্থ্য হয়েছে, তাকে খুঁজে বের করা অসম্ভব কোনো কাজ নয়। তুমি বললে দায়িত্বটা আমিই নিতে পারি। বিয়ে করো, কিছুদিন থাকো আমাদের সাথে, তারপর ভালো না লাগলে ফিরে যেয়ো দেশে। তুমি রাজি হলে আমাদের বিয়েটা পিছিয়ে দেয়া যায়। সেটাই ভালো দেখাবে, দু'জন আমরা একই দিনে বিয়ে করবো।'

ম্লান হাসলো রানা। 'মনিকার খোঁজ বের করা অসম্ভব নয় জানি, কিন্তু

তার মনের খবর জানা কি এতো সহজ, চার্লি? কে বলবে, ইতিমধ্যে অন্য কারো প্রেমে পড়েনি সে? তাছাড়া, বিয়ে করে সুখী হওয়া, কেন জানি ব্যাপারটা আমার কাছে অলীক কল্পনা বলে মনে হয়। একজন স্বামীর যে-সব যোগ্যতা থাকা দরকার সেগুলো নিজের ভেতর কখনোই আমি দেখতে পাই না। না, চার্লি, বিয়ের কথা ভুলে যাও। আমি যদি কোনোদিন বিয়ে করি, সেটা হবে আকস্মিক সিদ্ধান্তের ফসল, ঝোঁকের মাথায় করে বসবো, প্ল্যান করে বিয়ে—উঁহুঁ, সম্ভব নয়।'

'তারমানে নিজে নিরাপদ থেকে একা তুমি আমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছো!' চার্লির গলায় ক্ষোভ, অভিমান।

'ভুল ব্যাখ্যা করছো কেন? একা থাকাই তো বিপজ্জনক। তোমার সব দায়িত্ব সুফিয়া তার নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছে, এটা দেখে যেতে পারছি বলে ভালো লাগছে আমার। তোমাকে সামলে রাখার জন্যে আমি থাকবো না, কিন্তু সুফিয়া তো থাকবে।'

হঠাৎ শিউরে মতো উঠলো চার্লি। 'হ্যাঁ, সুফিয়া আমার সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছে—একটু বোধহয় বেশি পরিমাণেই নিচ্ছে!'

খানিকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও রানার প্রস্তাবে রাজি হলো বার্কলি ময়নিহান—খনি, কারখানা ও পরিবহন কোম্পানীর সমস্ত কর্মচারীকে বিশ তারিখে সবেতন ছুটি দিতে হবে, তারা সবাই যাতে চার্লির বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারে। এর মানে হলো, গোল্ডফিল্ড শহরের শতকরা প্রায় ষাট ভাগ ব্যবসায়িক তৎপরতা সেদিন বন্ধ থাকবে। ওদের এই সিদ্ধান্ত জানার পর অন্যান্য অনেক কোম্পানীও ছুটি ঘোষণা করলো। আঠারো তারিখ থেকেই খাদ্যবস্তু ও পানীয়বাহী কনভয় ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো, গন্তব্য বাগান বাড়ি 'বন্ধু'। সে-রাতেই ঝোঁকের মাথায়, মাতাল অবস্থায় অপেরা হাউসের সমস্ত শিল্পী ও কর্মচারীকে দাওয়াত দিয়ে বসলো চার্লি পরদিন সকালে ব্যাপারটা অস্পষ্টভাবে মনে পড়লো তার, দাওয়াত

বাতিল করার জন্যে তাড়াতাড়ি একজন লোককে পাঠানো হলো কিন্তু অপেরা হাউসের পরিচালিকা জানালো, বেশিরভাগ মেয়েই ইতিমধ্যে নতুন কাপড়চোপড় কেনার জন্যে শহরে ছড়িয়ে পড়েছে, এখন আর নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব নয়।

চেহারা করুণ করে রানার কাছে পরামর্শ চাইলো চার্লি। 'এখন কি হবে, দোস্ত?'

'কি আবার হবে! আসুক মেয়েরা। সুফিয়া ওদেরকে চিনতে না পারলেই হলো।'

উনিশ তারিখ রাতে চার্লির ব্যাচেলর পার্টি, সুফিয়া তার হোটেলের নিচতলার সবগুলো লাউঞ্জ ছেড়ে দিলো। খনির ওঅর্কশপ থেকে বিশেষ একটা সোনার বল ও শিকল তৈরি করে আনানো হয়েছিল, আনুষ্ঠানিকভাবে সেটা চার্লির পায়ে পরিয়ে দেয়ার পর শুরু হলো পার্টি। পরে এক সময়, গোল্ডফিল্ডের সমস্ত অবিবাহিত যুবক একবাক্যে স্বীকার করলো, ক্ষতিগ্রস্ত হোটেল মেরামতের জন্যে যে ঠিকাদারকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে ব্যাটা স্রেফ লুটেরা, পাঁচ লাখ র‍্যাণ্ড বিল পেশ করাটা ডাকাতি ছাড়া কিছু নয়। যাই হোক, কেউই অবশ্য অস্বীকার করলো না যে পার্টির এক পর্যায়ে তারা প্রায় একশো জন চেয়ার ছোঁড়াছুঁড়ি করেছে, আছাড় মেরে ভেঙেছে ডিশ-গ্লাস-প্লেট ইত্যাদি—যদিও খেলাটা কতোক্ষণ ধরে চলেছিল বা কতোগুলো চেয়ার ভাঙা হয় সে-ব্যাপারে কেউ একমত হতে পারলো না। ঝাড়বাতিটা রানার ওজন সহ্য করতে পারেনি, এটাও স্বীকার করলো সবাই, রানা তিনবার দোল খাওয়ার পর সিলিং থেকে মেঝেতে খসে পড়ে ওটা, বেশ বড় একটা গর্তও সৃষ্টি হয় ওখানে। তবে বিতর্ক সৃষ্টি হলো হেলমুট ভাইদের আচরণ নিয়ে। সোবারের মাথায় ছিপি খোলা একটা শ্যাম্পেনের বোতল খাড়া করে রাখা হয়েছিল, তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে সেটাকে লক্ষ্য করে ছিপি ছুঁড়ছিল ডোবার, উদ্দেশ্য ছিপির আঘাতে [illegible]

মাথা থেকে বোতলটা ফেলে দেবে সে। ছুঁড়ে দেয়া ছিপি বোতলের আগায় আগেই প্রতিবার মাথা ঝাঁকিয়েছে সোনার, ফলে মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেছে বোতল। এক সময় ডাইনিং রুমের মেঝেতে শ্যাম্পেনের বন্যা বয়ে যায়, অনেকের গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে গিয়েছিল। তর্কটা বাধলো, ছিপি ছোঁড়ার কাজে জোবার কতোক্ষণ ব্যস্ত ছিলো, আধ ঘন্টা, নাকি পৌনে এক ঘন্টা? তবে একটা ব্যাপারে সবাই একমত হলো, পার্টিটা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে তাদের জীবনে। প্রথম দিকে সবাই আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠলেও চার্লিকে কেমন যেন উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল, ব্যাপারটা লক্ষ্য করে সতর্ক হয়ে ওঠে রানা। বার-এর সামনে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের অশ্লীল রসিকতা শুনছে চার্লি, গলায় পেঁচানো চেইনের একটা প্রান্ত থেকে বগলের কাছে ঝুলছে বলটা, মাঝেমধ্যে জোর করে হাসছে। ভিড় ঠেলে তার সামনে চলে এলো রানা, জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে তোমার?'

কেমন যেন আঁৎকে মতো উঠলো চার্লি। দ্রুত জবাব দিলো, 'কই, না তো, কি হবে!'

রানা আর কোনো প্রশ্ন করলো না, তবে কড়া নজর রাখলো তার ওপর। খানিক পর ঢিল পড়লো ওর পেশীতে, মনমরা ভাবটা কাটিয়ে উঠে বন্ধুদের সাথে হাসি-ঠাট্টায় যোগ দিয়েছে চার্লি। এরপর, বন্ধু-বান্ধবদের আবদার রক্ষা করতে গিয়ে কয়েক ঢোক ওয়াইন খেতে হলো রানাকে, তারা ওকে এদিক থেকে ওদিকে বারবার টেনে নিয়ে গেল। এক সময় চার্লির কথা ওর আর মনেই থাকলো না। কে যেন বাজি ধরে বললো, ঝাড়বাতিটা রানার ওজন সহ্য করতে পারবে না। টেবিলের ওপর চেয়ার রেখে তাতে তুলে দেয়া হলো রানাকে, মাথার ওপর হাত তুলে ঝাড়বাতিটা ধরে ঝুলে পড়লো রানা।

সম্ভবত মাঝরাতের দিকে আঁদ্রে জিদের সাহায্যে শিকল মুক্ত হয় চার্লি, তারপর কামরা থেকে বেরিয়ে যায়। কেউ তাকে বেরিয়ে যেতে দেখেনি,

রুম তো নয়ই।

ভোরের দিকে কখন বা কিভাবে বিছানায় উঠেছে বলতে পারবে না রানা। পরদিন সকালে কৌশলে ওর ঘুম ভাঙালো একজন ওয়েটার, সাথে করে কফির ট্রে ও একটা এনভেলাপ এনেছে।

'ক'টা বাজে?' এনভেলাপ খুলে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আটটা, বস।'

'ঠিক আছে না,' বিড়বিড় করলো রানা। ভালো ঘুম না হওয়ায় ভার হয়ে আছে মাথাটা। ছোট্ট একটা চিরকুট পাঠিয়েছে সুফিয়া। লিখেছে, 'প্রিয় মিতবর, এই চিরকুট পাঠাবার উদ্দেশ্য হলো তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যে বেলা এগারোটার সময় তোমার ও চার্লির একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তাকে ওখানে পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে তোমার ওপর ভরসা রাখছি আমি। লাভ, সুফিয়া।'

কফি খেয়ে মুখের তেতো ভাবটা দূর হলো না। চুরুট নিভিয়ে, কাশতে কাশতে, বাথরুমে ঢুকলো রানা। আধ ঘন্টা পর শরীরটা যথেষ্ট তাজা লাগলো, ভাবলো এবার চার্লির ঘুম ভাঙানো যেতে পারে।

সিটিংরুমে চলে এলো রানা, টোকা দিলো চার্লির দরজায়। সাড়া পাওয়া গেল না। কবাট ঠেলে ভেতরে ঢুকলো রানা। জানালার পর্দাগুলো সরালো ও। রোদের সাথে বাতাস ঢুকলো ভেতরে। বিছানার দিকে ফিরলো রানা। ভুরু কুঁচকে উঠলো বিস্ময়ে। ধীর পায়ে হেঁটে এলো ও। খালি বিছানার কিনারায় বসলো।

'তবে কি সুফিয়ার কামরায় ঘুমিয়েছে চার্লি?' আপনমনে বিড়বিড় করলো রানা, ঘাড় ফিরিয়ে বালিশগুলোর দিকে তাকালো। রাতে ওগুলো ব্যবহার করা হয়নি। এক সেকেণ্ড পর নিজের ভুলটা ধরতে পারলো ও। তাহলে সুফিয়া ওকে চিঠি লিখবে কেন?

দাঁড়ালো রানা। এই প্রথম নিজের ভেতর একটা সতর্কতা অনুভব

করলো। একটা ছবি ভেসে উঠলো চোখের সামনে। চার্লি, মাতাল অবস্থায়, রাস্তার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। সময়টা ভোর রাত। চার ঘোড়ার একটা গাড়ি ছুটে আসছে রাস্তা ধরে। অসহায় চার্লিকে থেঁতলে দিয়ে চলে গেল গাড়িটা।

ছুটলো রানা। বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলো সিটিংরুমে। খোলা দরজার দিকে এগোচ্ছে, টেবিলে পড়ে থাকা একটা বইয়ের ওপর চোখ পড়ে গেল। বইটার ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা এনভেলাপের কোণ। 'ব্যাপারটা কি, পত্র-মিতালি দেখছি মহামারী হয়ে উঠতে যাচ্ছে!' এনভেলাপটা খুলতেই চার্লির হাতের লেখা চিনতে পারলো রানা।

চার্লি লিখেছে, 'প্রথম বিয়েটা ছিলো স্রেফ নরকযন্ত্রণা, দ্বিতীয়টাও তাই হতে যাচ্ছে। পালিয়ে বাঁচার সময় থাকতে কেন আমি সুযোগটা নেবো না? তুমি নিতবর, কাজেই সবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার দায়িত্বটা তোমাকেই নিতে হচ্ছে। সত্যি দুঃখিত, দোস্ত। পরিস্থিতি খানিকটা ঠাণ্ডা হলে ফিরে আসবো। চার্লি।'

আর্মচেয়ারে বসে আরো দু'বার চিঠিটা পড়লো রানা। তারপর বিস্ফোরিত হলো। 'ওরে শালা, ওরে বেজন্মা কুকুর, এই ছিলো তোর মনে!' তারপরই সুফিয়ার কথা মনে পড়লো ওর! 'ইস, কি নিষ্ঠুর আচরণ—ছি! কি...না, ওর হয়ে সবার কাছে আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে—বাস্টার্ড! বাস্টার্ড! বাস্টার্ড!'

পিছনে উড়ছে ড্রেসিং গাউন, সিটিংরুম থেকে বেরিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো রানা। 'তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোকেই করতে হবে, দরকার হলে গলায় দড়ি বেঁধে টেনে আনবো তোকে!'

হোটেলের পিছনে, আস্তাবলের সামনের উঠনে পাওয়া গেল ডমরুকে। তিনজন সহিসের সাথে কথা বলছে।

'মি. চার্লি কোথায়?' গর্জে উঠলো রানা।

শূন্যদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলো তারা।

'কোথায় সে? তাকে কেউ দেখোনি তোমরা?'

'বস্ তো একটা ঘোড়া নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন,' ভয়ে ভয়ে জবাব দিলো সহিসদের একজন।

'কখন?' হুঙ্কার ছাড়লো রানা।

'রাতে... সাত কি আট ঘণ্টা আগে। বসের নিশ্চয়ই ফেরার সময় হয়ে গেছে।'

লোকটার দিকে মারমুখো হয়ে তাকিয়ে থাকলো রানা, ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। 'কোন দিকে গেছে সে?'

'বস্, তা তো তিনি বলেননি।'

আট ঘণ্টা আগে, তারমানে ইতিমধ্যে পঞ্চাশ মাইল দূরে চলে গেছে সে। ঘুরলো রানা, নিজের কামরায় ফিরে এলো। ধপাস করে বিছানায় বসে আবার কফি ঢাললো কাপে। 'বেচারি সুফিয়া...তাকে এভাবে কষ্ট দেয়ার কোনো অধিকার চার্লির নেই...' কল্পনায় দেখতে পেলো রানা, চোখের জলে ভাসছে মেয়েটা। লজ্জায়, অপমানে, দুঃখে কি না কি করে বসে সে! 'ড্যাম ইউ টু হেল, চার্লি।' বালিশের ওপর সজোরে একটা ঘুসি মারলো ও। তারপর কাপে চুমুক দেয়ার সময় ভাবলো, আমি কেন তার ঝামেলা মাথায় নিতে যাই? তার মতো আমিও পালিয়ে যেতে পারি! একটা ঘোড়া নিয়ে যেদিকে খুশি চলে যাই...।

কফি শেষ করে কাপড় পরলো রানা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুণী বুলাচ্ছে, কল্পনায় দেখতে পেলো গির্জার সামনে ওদের অপেক্ষায় একা দাঁড়িয়ে রয়েছে সুফিয়া, পরনে কনের পোশাক। বিড়বিড় করে কি যেন বলছে সে, তারপর উন্মাদিনীর মতো হাসতে শুরু করলো।

'চার্লি, তুমি একটা নেড়ি কুত্তা!' না, সুফিয়াকে গির্জা পর্যন্ত যেতে দিতে পারে না ও। তার আগেই কিছু একটা করতে হবে ওকে। করার আর

আছেই বা কি? চার্লিকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়, হাতে সময় নেই। সুফিয়াকে সব জানাতে হবে। এখুনি।

ড্রেসিং টেবিল থেকে হাতঘড়িটা তুললো রানা। এরইমধ্যে ন'টা বেজে গেছে।

'ড্যাম ইউ, চার্লি!'

প্যাসেজ ধরে এগোলো রানা, থামলো সুফিয়ার দরজার সামনে। ভেতর থেকে মেয়েদের গলা ভেসে আসছে। ভেতরে ঢোকার আগে নক করলো ও। সুফিয়ার দুই বান্ধবীকে চিনতে পারলো রানা, চিনতে পারলো অনুপমাকে। ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো তারা।

'সুফিয়া কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'বেডরুমে...কিন্তু ওখানে আপনার যাওয়া চলবে না। বিয়ের দিন সকালে ওকে দেখলে অমঙ্গল হবে।'

'অমঙ্গল হতে আর কিছু বাকি আছে?' এগিয়ে গিয়ে বেডরুমের দরজায় নক করলো রানা।

'কে?' ভেতর থেকে জানতে চাইলো সুফিয়া।

'রানা।'

'ভেতরে ঢোকা নিষেধ...কি চাও?'

'কাপড় পরে আছো তো?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি ভেতরে ঢুকতে পারো না!'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো রানা, দেখলো পাঁচ-সাতটা মেয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে আঁৎকে উঠে পিছিয়ে গেল।

'বেরোও সবাই,' কর্কশস্বরে হুকুম করলো রানা। 'সুফিয়ার সাথে একা কথা বলতে হবে আমাকে।'

পড়িমরি করে ছুটলো সবাই। খালি কামরার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলো রানা। ড্রেসিং গাউন পরে রয়েছে সুফিয়া, চেহারায় অদ্ভুত

একটা লাবণ্য ফুটে আছে। কালো মখমলের মতো চুল ঝুলে আছে কাঁধের ওপর, চকচক করছে। আজ আবার উপলব্ধি করলো রানা, মেয়েটা সত্যি অপরূপ সুন্দরী। বিছানার ওপর বিয়ের সাজ-পোশাকগুলো পড়ে রয়েছে, সেদিকে একবার তাকালো রানা।

'সুফিয়া, খারাপ খবর,' প্রায় কর্কশ স্বরে বললো রানা। 'সহ্য করতে পারবে তো?' প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করার সময় নিজের প্রতি ঘৃণা জাগলো মনে।

সুফিয়ার চেহারা থেকে প্রত্যাশার আলো ধীরে ধীরে নিভে গেল। তার মুখের সবটুকু লাবণ্য ঝরে পড়তে দেখলো রানা। এক সময় মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে উঠলো সে। রানা যেন নিষ্প্রাণ একটা পাথুরে মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'ও চলে গেছে,' বললো রানা। 'তোমাকে ফেলে পালিয়েছে।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো সুফিয়া, চেহারায় কোনো ভাবই ফুটলো না। রানার সন্দেহ হলো, ওর কথা হয় শুনতে পায়নি মেয়েটা, নয়তো বুঝতে পারেনি। আবার বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিলো ও, সামান্য ঝুঁকে ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে চিরুণীটা তুলে নিয়ে চুলের ভেতর গুঁজে দিলো সুফিয়া, ধীরে ধীরে চুল আঁচড়াচ্ছে। কামরার ভেতর জমাট বেঁধে থাকলো নিস্তব্ধতা।

'আমি দুঃখিত, সুফিয়া।'

রানার দিকে না তাকিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো সুফিয়া। তার দৃষ্টি দেখে মনে হলো সে যেন নির্জন মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে, যার নাম ভবিষ্যৎ। কেঁদে-কেটে শোক প্রকাশের চেয়ে এটা অনেক বেশি খারাপ লক্ষণ, নিঃশব্দে মেনে নেয়া। নাকের পাশটা চুলকালো রানা, সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে আছে। 'আমি দুঃখিত—যদি সম্ভব হতো, যদি সাধ্যে কুলাতো যা কিছু করার সবই আমি করতাম।' সুফিয়ার দিকে পিছন ফিরে দরজার

দিকে এগোলো ও।

'রানা, ধন্যবাদ। বলার জন্যে নিজেই চলে এসেছো, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।' সুফিয়ার গলার আওয়াজে কোনো আবেগ নেই, চেহারার মতোই প্রাণহীন।

'আমাকে ক্ষমা করো, সুফিয়া!' কথাটা কেন বললো, নিজেও জানে না রানা; কামরা থেকে বেরিয়ে এলো ও।

ঘোড়া ছুটিয়ে সরাসরি বাগান বাড়িতে চলে এলো রানা। কয়েকটা তাঁবু ফেলা হয়েছে লনে, তাঁবুগুলোর চারপাশে অনেক লোকের ভিড় দেখলো ও। তাদের হাসির বহর লক্ষ্য করে বুঝতে অসুবিধে হলো না, এরইমধ্যে ওয়াইন খেতে শুরু করেছে তারা। রোদ খুব উজ্জ্বল হলেও, এখনো তেমন তেতে ওঠেনি, ম্যানশনের চওড়া বারান্দায় ব্যাণ্ড-পার্টি বাজনা বাজাচ্ছে। সবুজ লনের গায়ে মেয়েদের রঙচঙে কাপড়-চোপড় আরো যেন গাঢ় উজ্জ্বলতা পেয়েছে। তাঁবুর মাথায় 'আনন্দোৎসব' লেখা পতাকাগুলো পতপত করে উড়ছে। যেদিকেই তাকালো রানা, হাসি আর আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

গাড়িপথ ধরে দুলকি চালে এগোলো ওর ঘোড়া। চিৎকার করে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো অনেকে, ছোটো করে মাথা ঝাঁকালো রানা, মাঝেমধ্যে হাত নেড়ে সাড়া দিলো। চোখের কোণ দিয়ে আঁদ্রে জিদ ও এলভিস পামারকে দেখতে পেলো ও, হাতে গ্লাস, বাড়ির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কথা বলছে অপেরা হাউসের দুটো মেয়ের সাথে। ঘোড়ার লাগাম একজন সহিসের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ওদের দিকে এগোলো রানা।

'হ্যালো, বস্!' রানাকে দেখতে পেয়ে স্যালুট করলো এলভিস পামার। 'আপনার তো স্যার আজ এতো গম্ভীর থাকার কথা নয়, বিয়ে তো আপনি করছেন না!' উৎসবমুখর পরিবেশে ছোটো বড় ভেদাভেদ প্রায় ঘুচে যায়, মনিবের সাথেও নির্দোষ কৌতুক করার অধিকার পেয়ে যায় অধস্তনরা।

তাছাড়া, রানার আচরণে মনিবসুলভ কর্তৃত্ব কখনোই প্রকাশ পায় না, সবার সাথেই বন্ধুর মতো আচরণ করে ও। পামারের কথা শুনে শব্দ করে হেসে উঠলো সবাই।

'জিদ, পামার—আমার সাথে এসো তোমরা, প্লীজ!'

'কোনো সমস্যা, মি. রানা?' ওদেরকে নিয়ে একপাশে সরে আসার পর জানতে চাইলো আঁন্দ্রে জিদ।

'পার্টি বাতিল করা হয়েছে,' গম্ভীর সুরে বললো রানা। 'বিয়েটা হচ্ছে না।'

হাঁ হয়ে গেল সবাই।

'যাও, সবাইকে কথাটা জানিয়ে দাও। বলবে, উপহারগুলো সবাইকে ফেরত দেয়া হবে।' ফেরার জন্যে ওদের দিকে পিছন ফিরলো রানা।

'কি ঘটেছে, বস্?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলো এলভিস পামার।

'ওদের শুধু জানাও, চার্লি ও সুফিয়া তাদের সিদ্ধান্ত পাল্টেছে।'

'আপনি চান, সবাইকে আমরা বাড়ি ফিরে যেতে বলি?'

ইতস্তত করলো রানা। 'কি এসে যায়...থাকুক না! সবাই চলে গেলে খাবারগুলো শুধু শুধু পচবে। তারচেয়ে খাইয়ে দাও। শুধু বলো, বিয়েটা হচ্ছে না।'

বাড়ির ভেতর ঢুকলো রানা। নিচতলার স্টাডিতে ভুয়া ফাদার অপেক্ষা করছে। রানাকে দেখে নার্ভাস হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে। 'আপনাকে আমাদের দরকার হবে না,' তাকে বললো রানা। পকেট থেকে চেক বই বের করলো ও। ডেস্কে বসে চেকে সই করলো।

'মি. রানা, আমি কি...?'

'আপনার কোনো দোষ নেই। বিয়েটা হচ্ছে না।' চেকটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরলো রানা। 'এই নিন আপনার মজুরি। এখান থেকে বেরিয়ে সোজা স্টেশনে চলে যাবেন, উঠে বসবেন কেপটাউনের ট্রেনে।'

চেকটা নিয়ে টাকার অঙ্কের ওপর চোখ বুলালো ভুয়া ফাদার। 'ধন্যবাদ, মি. রানা।' চেহারায় পরম স্বস্তির ভাব, দরজার দিকে এগোলো সে।

'শুনুন,' পিছন থেকে বললো রানা। 'এ-ব্যাপারে কখনো যদি কারো কাছে মুখ খোলেন, আপনার হাড়গোড় সব আমি গুঁড়ো করে দেবো। মনে থাকবে তো?'

স্টাডি থেকে বলরুমে চলে এলো রানা। পকেট হাতড়ে একশো র‍্যাণ্ডের কয়েকটা নোট বের করে গুঁজে দিলো পুলিস অফিসারের হাতে। 'বলরুম থেকে সবাইকে বের করে দিন।' লোকজনের ভিড়ের দিকে ইঙ্গিত করলো রানা, ঘুরে ঘুরে উপহার সামগ্রী দেখছে তারা। 'তারপর সব ক'টা দরজায় তালা লাগান।'

শেফকে কিচেনে পেলো রানা। 'সমস্ত খাবার বাইরে নিয়ে যাও। এখুনি পরিবেশন শুরু করো। তারপর তালা মারো কিচেনে।'

গোটা বাড়ির সব ক'টা কামরায় একবার করে ঢুকলো রানা, জানালার পর্দা টেনে দিয়ে প্রতিটি দরজায় তালা লাগালো। দোতলার স্টাডিতে ফিরে এসে দেখলো, কাউচে একটা মেয়েকে নিয়ে শুয়ে রয়েছে চার্লির একজন বন্ধু। মেয়েটা প্রায় উলঙ্গ, খিল-খিল করে হাসছে।

'এটা কি অপেরা হাউস?' চিৎকার করলো রানা, পড়িমরি করে ছুটে পালালো তারা।

একটা চেয়ারে বসলো রানা। লন থেকে লোকজনের কথা ও হাসির শব্দ ভেসে আসছে। ব্যাণ্ড থেকে ভেসে আসছে যন্ত্রসঙ্গীতের আওয়াজ। এখনো ওদেরকে কেউ থামতে বলেনি।

গালে হাত দিয়ে প্রায় ঘন্টাখানেক চুপচাপ বসে থাকলো রানা। তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চড়লো, কারো দিকে না তাকিয়ে তীব্রবেগে ছুটে চললো শহরের ভেতর দিয়ে।

শহরটাকে পিছনে ফেলে এলো রানা। ঢালের মাথা থেকে নেমে এলো গভীর অরণ্যে। খানিক পর সামনে পড়লো লম্বা একটা ঘাসবন। ঘোড়া থেকে নেমে সরু একটা খালের পাশে বসলো রানা। প্রায় ঘন্টা দেড়েক ঘোড়া ছুটিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একসময় ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো ও। ধীরে ধীরে শিথিল হলো পেশী।

শেষ বিকেলের দিকে গোল্ডফিল্ডে ফিরে এলো রানা। আস্তাবলের সামনে এসে লাগামটা ধরিয়ে দিলো ডমরুর হাতে। পরিশ্রম ও তাজা বাতাসে কাজ হয়েছে, হালকা হয়ে গেছে মাথা, শরীরের আড়ষ্ট ভাবটাও দূর হয়েছে। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে থাকলো বেশ কিছুক্ষণ, চার্লির ওপর রাগটা ধীরে ধীরে কমে এলো, সেই সাথে ফিরে এলো নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ। কাপড়চোপড় পরে বেডরুমে ঢুকলো।

ওর বিছানায় বসে রয়েছে সুফিয়া।

'হ্যালো, রানা।' হাসলো সে, আড়ষ্ট ও ভঙ্গুর হাসি। তার চুল খানিকটা এলোমেলো হয়ে আছে, মুখটা ম্লান, রুজ-লিপস্টিক কিছুই নেই। সেই সকালের ড্রেসিং গাউনটাই পরে আছে সে।

'হ্যালো, সুফিয়া।' আয়নার সামনে দাঁড়ালো রানা, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। ড্রেসিং টেবিল থেকে চিরুণীটা তুলে নিলো।

'আমি তোমার সাথে দেখা করতে আসায় তুমি কিছু মনে করোনি তো, রানা?'

'সে কি! না, মনে করার কি আছে!' চুলে চিরুণী বুলাচ্ছে রানা। 'একটু পর আমিই তো তোমার সাথে দেখা করতে যেতাম।'

বিছানার ওপর পা তুললো সুফিয়া, হাটুর ওপর চিবুক ঠেকিয়ে তাকিয়ে থাকলো রানার দিকে। 'আমাকে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি খাওয়াতে পারো, রানা?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'দুঃখিত—আমার ধারণা ছিলো, জিনিসটা জীবনে কখনো ছোঁওনি

তুমি।'

'ছুঁইনি, তবে আজকের কথা আলাদা।' হেসে উঠলো সুফিয়া। ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকালো রানা। শুধু যে হাসিটা বেমানান লাগলো তা নয়, মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে চোখ থেকে উপচে পড়া আনন্দের ভাবটুকুও।

বার-এর সামনে এসে দাঁড়ালো রানা। একটা গ্লাসে সামান্য ব্র্যাণ্ডি ঢাললো, গ্লাসটা সুফিয়ার হাতে ধরিয়ে দেয়ার সময় তার দিকে তাকালো না। মেয়েটার দুঃখে কাতর হয়ে পড়ছে রানা, চার্লির ওপর রাগটা দ্রুত ফিরে আসছে আবার। গ্লাসটায় চুমুক দিলো সুফিয়া। মুখ বাঁকালো। 'ঘ্যেত, বিচ্ছিরী গন্ধ!'

'তোমার উপকার হবে।'

'কনের,' বলে দুই ঢোকে গ্লাসটা খালি করে ফেললো সুফিয়া।

'আরেকটু দেবো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'না, ধন্যবাদ।' বিছানা থেকে নেমে জানালার দিকে এগোলো সুফিয়া। 'আশ্চর্য, এখুনি অন্ধকার হয়ে গেল···জানো, অন্ধকারকে আমি ঘৃণা করি। দিনে তবু ভুলে থাকা যায়, কিন্তু রাতে নিঃসঙ্গতা আর সহ্য করার মতো থাকে না। অন্ধকারকে আমি খুব ভয় পাই।'

'দুঃখিত, সুফিয়া। তোমার কোনো উপকারে লাগতে পারলে খুশি হতাম।'

ঝট করে রানার দিকে ফিরলো সুফিয়া, এগিয়ে এলো ওর দিকে। হাত দুটো তুললো সে, রানার গলাটা জড়িয়ে ধরলো, রানার গালে চেপে ধরলো নিজের গাল, তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। 'রানা, ধরো আমাকে, শক্ত করে ধরো, প্লীজ! আমার ভয় করছে!'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সুফিয়াকে ধরলো রানা।

'বলতে পারো, এখন কি করবো আমি?' বিড়বিড় করছে সুফিয়া। 'কি করলে সব ভুলে থাকা যায়? এই অন্ধকারে ও-সব কথা আমি ভাবতে চাই

না। প্লীজ, আমাকে সাহায্য করো! প্লীজ রানা, সব কথা আমাকে তুমি ভুলিয়ে দাও।'

'শান্ত হও, সুফিয়া। এভাবে ভেঙে পড়ো না। আমি তো আছি। এসো, বসবে এসো। তোমাকে আরেকটু ব্র্যাণ্ডি দিই?'

'না-না!' রানাকে ধরে প্রায় ঝুলে পড়লো সুফিয়া। 'ও-সব ছাইপাঁশ আমার সহ্য হবে না। রানা, একা হতে ভয় করছে আমার। মনে হচ্ছে আমি পাগল হয়ে যাবো। চিন্তাগুলোকে থামাই কিভাবে, বলে দাও তুমি। প্লীজ, আমাকে তুমি সাহায্য করো!'

'তোমাকে সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সুফিয়া। ভয় দূর করার জন্যে তোমার সাথে কিছুক্ষণ থাকতে পারি, তার বেশি আর কিছু করার নেই আমার।' জ্বলন্ত কয়লার মতো রাগের আঁচ অনুভব করছে রানা, অসহায় লাগছে নিজেকে। নিজের অজান্তেই সুফিয়ার কাঁধে ডেবে গেল আঙুলের নখ, নখের ধারালো প্রান্ত হাড় স্পর্শ করলো।

'হ্যাঁ, ব্যথা দাও আমাকে, প্লীজ!' গুঙিয়ে উঠলো সুফিয়া। 'তবু যদি কিছুক্ষণ ভুলে থাকতে পারি। যদি বলি আমাকে চড় মারো, মারবে তুমি, রানা? চুলগুলো টেনে ছিঁড়বে? প্লীজ, রানা, আমি ব্যথা পেতে চাই! ইচ্ছে করলে তুমি আমাকে বিছানায় তুলতে পারো, যতো খুশি ব্যথা দিতে পারো...ভালো লাগবে আমার...রানা, প্লীজ!'

দম বন্ধ হয়ে গেল রানার। 'কি বলছো নিজেও জানো না। সুফিয়া, তুমি কি পাগল হলে?'

'কিন্তু এটাই আমার দরকার এখন—কিছুক্ষণ ভুলে থাকার জন্যে। প্লীজ, রানা, প্লীজ!'

'এ অন্যায়, সুফিয়া। চার্লি আমার বন্ধু!'

'আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে ও। ও আমার কেউ নয়। আমিও তো তোমার বন্ধু—কি, ভুলে গেছো? ওহ্, গড! আমি এরকম একা হয়ে

গেলাম কখন! রানা, তোমার মনে কি একটুও দয়া নেই? আমাকে একটু সাহায্য করতে পারো না?' জোর খাটালো সুফিয়া, রানাকে বিছানার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। 'এই উপকারটুকু আজ তোমাকে করতেই হবে। কোনো কথাই আমি শুনবো না! ব্যথা পেতে চাই আমি...।'

ধস্তাধস্তি করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো রানা, তারপর ঠাস করে চড় মারলো সুফিয়ার গালে। 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

চোখ ভরা পানি, রানার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলো সুফিয়া। কেঁপে উঠলো চোখের পাতা, টপ টপ করে পানি পড়লো মেঝেতে। তারপর বিষণ্ন হাসি ফুটলো সুফিয়ার ঠোঁটে। 'এটাই তো চাইছি, রানা। কেউ যদি দয়া করে মারে আমাকে, ভুলে থাকার উপায় হয়।' গালটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিলো সে। 'মারো, আরো মারো!'

রানার ইচ্ছে হলো বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেয় সুফিয়াকে, হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসায়, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে।

রানার গায়ে আছড়ে পড়লো সুফিয়া। 'কি হলো, থেমে গেলে কেন?' রানার বুকে মাথা ঠুকতে শুরু করলো সে। 'কেমন পুরুষ তুমি, একটা অসহায় মেয়েকে সাহায্য করতে পারো না? আমাকে ফিরিয়ে দিতে তোমার পৌরুষে বাধছে না?' মুখ তুলে রানার ঠোঁট কামড়াবার চেষ্টা করলো সে। পিছিয়ে গেল রানা, যদিও লাভ হলো না কোনো—আবার ওর বুকে আছড়ে পড়লো সুফিয়া।

দ্বিতীয় চড়টা আরো জোরে মারলো রানা। পাক খেয়ে বিছানার ওপর পড়লো সুফিয়া। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সে— কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠলো তার পিঠ। করুণা ও দুঃখে অবশ হয়ে এলো রানার হাত-পা।

বিছানার পাশে পাথর হয়ে থাকলো ও, কামরা থেকে বেরিয়ে যাবে কিনা বুঝতে পারলো না। কয়েক সেকেণ্ড পর লক্ষ্য করলো, কান্না থামছে সুফিয়ার। ঘুরে দাঁড়ালো ও, এগোলো দরজার দিকে।

ওর পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুললো সুফিয়া। 'শোনো।'

থমকে দাঁড়ালো রানা, দরজার দিকে মুখ।

'জানি তুমি কি ভাবছো।' বিছানায় উঠে বসলো সুফিয়া। 'আমি একটা খারাপ মেয়ে···।'

সুফিয়াকে বাধা দিলো রানা, তার দিকে ফিরে বললো, 'না, সুফিয়া···।'

এবার রানাকে বাধা দিলো সুফিয়া। 'তাই তো ভাবা উচিত। তোমার বন্ধুর সাথে বিয়ে হতে যাচ্ছিল আমার, তারপর কি করে আমি তোমাকে চাইতে পারি? আমি অসতী হতে চেয়েছি, কিন্তু কেন? এর উত্তর তুমি শুনতে চাও না?'

'সবই তো আমি জানি, সুফিয়া,' নরম সুরে বললো রানা। 'চার্লির এই নিষ্ঠুরতার জন্যে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই।'

'কিছুই তুমি জানো না,' তিক্ত হাসি ফুটলো সুফিয়ার ঠোঁটে। 'বা জেনেও না জানার ভান করছো।'

রানার চোখে বিস্ময়। 'কি বলতে চাও তুমি?'

'বিয়েটা ভেঙে গেছে ভালোই হয়েছে, রানা। প্রতারণার শিকার হতে যাচ্ছিল চার্লি, বোধহয় সেটা টের পেয়েই পালিয়েছে ও।'

'প্রতারণার শিকার হতে যাচ্ছিল চার্লি? কি বলছো?'

'চার্লি প্রথম যেদিন একা আমার সাথে দেখা করে, সেদিনই জেনে ফেলে সে। জেনে ফেলে আমি একজনকে ভালোবাসি।'

'সুফিয়া! তুমি আরেকজনকে···কে সে?'

'জিজ্ঞেস করো, আরেকজনকে ভালোবাসি অথচ চার্লিকে কেন বিয়ে করতে যাচ্ছিলাম।' চোখ থেকে পানি মুছলো সুফিয়া, তিক্ত ক্ষীণ হাসিটুকু এখনো লেগে রয়েছে ঠোঁটের কোণে। 'চার্লি আমাকে জানায়, যাকে ভালোবাসি তাকে কেনোদিনই আমি পাবো না বা পাবার আশা করতে পারি

না। কারণ, অন্য একটি মেয়েকে ভালোবাসে সে। তার কথা আমাকে ভুলে যাবার পরামর্শ দেয় ও, সেই সাথে আমাকে তার ভালোবাসার কথা জানায়।'

রানা যেন হঠাৎ বোবা হয়ে গেছে। বলার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছে না ও। এরকম সন্দেহ একটা ওর মনেও জেগেছিল, দেখা যাচ্ছে সন্দেহটা মিথ্যে ছিলো না।

'অগত্যা বাধ্য হয়েই তার কথা ভুলে যেতে চেষ্টা করি আমি,' শান্ত গলায় ধীরে ধীরে বলে চলেছে সুফিয়া। 'তাকে যাতে ভুলে যেতে পারি সেজন্যে আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছে চার্লি। এরকম সন্দেহও আমার মনে জেগেছে, চার্লি বোধহয় আমাকে বিয়ে করতে চায়নি। তবু সে আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। ব্যাপারটা ছিলো আমার প্রতি তার করুণা বা দয়া। আমি যাতে তাকে ভুলে যেতে পারি। চেষ্টা করেও আমি যে তাকে ভুলতে পারছি না, কষ্ট পাচ্ছি, চার্লি তা জানতো।

'সংশয় ও দ্বন্দ্ব কুরে কুরে খাচ্ছিল চার্লিকে। পালিয়ে গিয়ে ভালোই করেছে সে। নিজেকে প্রতারণার শিকার হতে দেয়নি। বিয়ে হলে আমি তার সাথে ঘর–সংসার করতাম, স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতাম, কিন্তু মনে মনে ভালোবাসতাম আরেকজনকে। এটা বোঝার পর কেন কেউ আমাকে বিয়ে করবে?

'কাজেই, রানা, ক্ষমা চাওয়া উচিত আমার–তোমার নয়। তাকে কোনোদিন আমি পাবো না, এই কঠিন সত্যটা আমি মেনে নিতে পারিনি, আর পারিনি বলেই একটা জেদ চেপে যায়–কলঙ্কিনী হতে হয় তাও হবো, তবু একদিনের জন্যে হলেও তাকে আমার পেতে হবে।' বিছানা থেকে নামলো সুফিয়া। দীর্ঘশ্বাস ফেলার সময় তার বুক ও কাঁধ কেঁপে উঠলো। 'আজ আমার এইটুকুই সান্ত্বনা যে তাকে আমি পাবো না ঠিকই, তবে তাকে ভালোবেসে আমি ভুল করিনি। সৎ একজন মানুষকে ভালোবাসার

ভাগ্য ক'জন মেয়েরই বা হয়! স্বেচ্ছায় নিজেকে সঁপে দিতে চাইলো সুন্দরী এক মেয়ে, আমার প্রেমিক তাকে গ্রহণ করলো না। সত্যি আমি ভাগ্যবতী, রানা।' রানার সামনে দিয়ে দরজার দিকে হেঁটে গেল সুফিয়া। নির্বাক তাকিয়ে থাকলো রানা, কি বলবে ভেবে পেলো না।

দরজার কাছে পৌঁছে গেছে সুফিয়া, রানা ডাকলো, 'সুফিয়া।'

'না গো, না—ভেবো না এতো সহজে বিদায় হবে আপদ। আমি যাচ্ছি না।' দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করলো সুফিয়া, ফিরে এলো রানার সামনে। 'যা বলে বলুক লোকে, আজ রাতে আমি তোমার সাথে থাকবো। ভয় নেই, চারিত্রিক প্রশংসাপত্র আগেই পেয়ে গেছো তুমি, দ্বিতীয়বার তোমাকে পরীক্ষায় ফেলা হবে না। শুধু অনুরোধ, মনের গোপন সাধটা পূরণ করতে দাও আমাকে। তার দ্বারা কলঙ্কিত হবার ভাগ্যও আমার হবে না, জানি; তবে মিথ্যে কলঙ্কের অপবাদ থেকে অন্তত আমাকে তুমি বঞ্চিত কোরো না। এই স্মৃতিটুকুই আমার জীবনের পরম পাওয়া বলে মনে করবো।' চোখে দুষ্ট হাসি নিয়ে পিছিয়ে এলো সুফিয়া, শুয়ে পড়লো বিছানায়, তাকিয়ে আছে রানার দিকে। হাতছানি দিয়ে ডাকলো সে। 'এসো, শোও আমার পাশে। রাতটা আমরা গল্প করে কাটিয়ে দিই। তুমি কথা বলো, আমি শুনি। সারাটা রাত তোমাকে আমি দেখবো, চেহারাটা যাতে কোনোদিন ঝাপসা হয়ে না যায়।' বিছানার ওপর পা ছুঁড়লো সুফিয়া। 'কই, এসো!' ধৈর্য হারিয়ে ঘন ঘন হাতছানি দিয়ে ডাকলো।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বিছানার কিনারায় বসলো রানা। ওর একটা হাত তুলে নিলো সুফিয়া।

প্রেম, চার্লি, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নিয়ে কোনো কথা হলো না। যে যার ছেলেবেলায় ফিরে গেল ওরা। সুফিয়ার তখন এগারো বছর বয়স, পাশের বাড়ির বাগান থেকে ফুল চুরি করতে গিয়ে মালির হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল—ভয়ে যে কান্নাটা শুরু হয়েছিল; গোটা গ্রামের লোক বাগানে

জড়ো হয়ে অভয় ও সান্ত্বনা দেয়ার পরও তা থামেনি। থামলো তার অবদার মেনে নেয়ার পর—যেদিন ভোরে ফুল চুরি করতে আসবে সুফিয়া, মালিকে তার ঘরে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতে হবে, সে তার বাঘের মতো চেহারা সুফিয়াকে দেখাতে পারবে না। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল ওদের। সুফিয়ার জানার সুযোগ হলো ছোট্ট খোকা ডানপিটে মাসুদ রানার রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী। ভালোবাসার পাত্রটিকে আরো একটু গভীরভাবে চিনতে পারলো সুফিয়া—বুকে সাহস, মনে দেশপ্রেম, সব মিলিয়ে এই হলো মাসুদ রানা। কখনো পরস্পরের দিকে ফিরে কাত হয়ে শুয়ে থাকলো ওরা, কখনো পদ্মাসনে মুখোমুখি বসলো, পরস্পরের হাঁটু ছুঁয়ে থাকলো। গভীর রাতে দু'জন বেরুলো ওরা, কিচেন থেকে কফি বানিয়ে আনলো। খোলা ছাদে উঠে চাঁদের সাথে মেঘের লুকোচুরি খেলাও দেখলো কিছুক্ষণ। সারাটা রাত একসাথে থাকায় ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল বারবার—কখনো সকৌতুকে সুফিয়ার চুল ধরে টানলো রানা, কখনো রানার কাঁধে চিবুক ঠেকালো সুফিয়া—তবে এ-সবের মধ্যে নোংরামি বা অশ্লীলতার লেশমাত্র থাকলো না। সবশেষে আবার বিছানায় কাত হলো ওরা। হঠাৎ করেই যেন ক্লান্ত হয়ে পড়লো দু'জন। দু'জনেই চুপ। সব কথা যেন ফুরিয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভাঙলো সুফিয়া, বললো, 'রানা, এখন তুমিই শুধু ওকে সাহায্য করতে পারো।'

'ওকে সাহায্য করবো···কোন্ কাজে?'

'কি সে চায় বা কি সে খুঁজছে সেটা জানার কাজে। হয়তো শান্তি খুঁজছে, হয়তো নিজেকে বুঝতে চাইছে। ও পথ হারিয়ে ফেলেছে, রানা। পথ হারিয়ে উদভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ওর অসহায়ত্ব ও নিঃসঙ্গতা বুঝতে পারি আমি, কারণ আমিও ওর মতোই নিঃসঙ্গ, অসহায়। আমি পারতাম, কিন্তু আমার সাহায্য নিলোই তো না। অন্তত চেষ্টা করে দেখতে তো পারতাম সাহায্য করা যায় কিনা।'

'চার্লি পথ হারিয়ে ফেলেছে?' বিস্মিত হলো রানা। 'কি বলছো তুমি, সুফিয়া?'

'চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ো না, রানা। ওর রাজকীয় হাবভাব আর বড় বড় বুলি শুনে ভুল করো না। ছোটোখাটো, তুচ্ছ ব্যাপারগুলো খেয়াল করো।'

'যেমন?'

কয়েক সেকেণ্ড পর সুফিয়া বললো, 'চার্লি তার বাপকে ঘৃণা করে, তুমি জানো।'

'ওর কথা শুনে সে–কথাই মনে হয় বটে।'

'শৃংখলা ও নিয়মের প্রতি ওর বিতৃষ্ণা। বার্কলি ময়নিহানের সাথে ওর আচরণ। নারী সম্পর্কে ওর দৃষ্টিভঙ্গি, জীবন সম্পর্কে ওর মনোভাব। এ–সব ব্যাপারে চিন্তা করো, রানা, তারপর আমাকে বলো ওকে কি একজন সুখী মানুষ বলা যায়?'

'ময়নিহান এক সময় ওর সাথে অন্যায় আচরণ করে—চার্লি স্রেফ তাকে পছন্দ করে না,' চার্লির পক্ষ নিয়ে তর্ক করতে চাইছে রানা।

'আরে না, ব্যাপারটা আরো গভীর। এক অর্থে বার্কলি ময়নিহান ওর বাপের ভাবমূর্তি নিয়ে আছে। ভীতি আর অসহায়বোধ ওকে সাংঘাতিক কাহিল করে রেখেছে, রানা। সেজন্যেই তোমাকে ধরে ঝুলে আছে ও। তুমিই ওকে সাহায্য করতে পারো।'

শব্দ করে হেসে উঠলো রানা। 'সুফিয়া, মাই ডিয়ার, আমি আর চার্লি পরস্পরকে পছন্দ করি—আমাদের সম্পর্কের মধ্যে আর কিছু নেই। তোমার ঈর্ষাবোধ করার কোনো কারণ নেই।'

বিছানায় উঠে বসলো সুফিয়া। শিরদাঁড়া খাড়া করে বসায় তার স্তন জোড়া কাপড় ভেদ করে বেরিয়ে আসবে বলে মনে হলো। 'তোমার ভেতর একটা শক্তি আছে, রানা, নিরেট আশ্রয় বা ভরসার মতো। ওটা বোধহয়

আজও তুমি বুঝতে পারনি। চার্লি সেটা দেখতে পেয়েছে। অসুখী মানুষমাত্রই তোমার এই শক্তিটা টের পেয়ে যায়, তোমার ওপর ভরসা করতে শুরু করে। তোমাকে তার দরকার, রানা। আমার হয়ে ওর ওপর খেয়াল রেখো তুমি।'

'ননসেন্স, সুফিয়া,' বিড়বিড় করলো রানা। বিব্রত বোধ করছে।

'তুমি আমাকে কথা দাও, ওর ওপর খেয়াল রাখবে।'

জানালা দিয়ে ভোরের আলো ঢুকছে ঘরে। 'এবার তোমার চলে যাওয়া দরকার,' বললো রানা। 'কেউ দেখে ফেললে ক্ষতি হবে তোমার।'

'কথা দাও, রানা।'

'ঠিক আছে, দিলাম।'

বিছানা থেকে নামলো সুফিয়া। রানার দিকে ঝুঁকে ওর কাঁধে একটা হাত রাখলো। 'ধন্যবাদ, রানা। গুড মর্নিং।' কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল সুফিয়া। তার গমনপথের দিকে বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো রানা।

চার

চার্লি না থাকায় গোল্ডফিল্ড যেন সমস্ত উজ্জ্বলতা হারিয়ে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। রাস্তাগুলো ফাঁকা লাগে রানার, ক্লাবে মন বসে না, স্টক এক্সচেঞ্জের ওঠা-নামায় আগের মতো উত্তেজনা নেই। কাজ অনেক বেড়ে যাওয়ায় বেঁচে

গেছে ও, চার্লির অভাব ভুলে থাকার একটা উপায় হয়েছে। নিজের কাজ তো আছেই, এখন ওকে চার্লির কাজগুলোও করতে হচ্ছে। ম্যাক আবাহাম ও বাকলি ময়নিহানের সাথে মিটিং শেষ করে হোটেলে ফিরতে রোজই সন্ধ্যা পার হয়ে যায় ওর, সারাদিন কাজ ও উদ্বেগের মধ্যে থাকার পর মন খারাপ করার আর সময় পায় না। তবু সন্ধের পর সময় কাটানো একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। গোল্ডফিল্ডে আড্ডা দেয়ার মতো বন্ধু ওর তেমন কেউ নেই, চার্লির পর প্রথমেই যার নাম মনে আসে সে হলো সুফিয়া, কিন্তু সুফিয়া ও রানা দু'জনেই পরস্পরকে সযত্নে এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে—নিজেদের স্বার্থেই। একই হোটেলে আছে ওরা, তবু চার্লি চলে যাবার পর চারদিনে মাত্র একবার দেখা হয়েছে ওদের।

সোমবারে ঘোড়ায় চড়ে 'বন্ধু'-তে এলো রানা, চার্লি চলে যাবার পর এই প্রথম। বিল অকসন অফিসের চারজন লোককে নিয়ে উপহারগুলো প্যাকেট করে লেবেল লাগাচ্ছে বলরুমে। 'এখনো তোমাদের কাজ শেষ হয়নি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'প্রায় শেষ, মি. রানা। কাল দুটো গাড়ি পাঠাবো, প্রত্যেকের ঠিকানায় ফিরিয়ে দিয়ে আসবে উপহারগুলো।'

'ঠিক আছে।' সাদা-কালো মার্বেল সিঁড়ি বেয়ে উঠলো রানা, থামলো ওপরের ল্যাণ্ডিঙে। গোটা বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে আছে, যেন শোকে কাতর। বাড়ির মূল্য কি, যদি না কেউ সেখানে বসবাস করে? একটা বাড়ির প্রাণই তো হলো মানুষ। করিডর ধরে এগোলো রানা, সুফিয়ার বাছাই করা পেইন্টিংগুলোর নিচে একবার করে থামলো। কোনোটাতেই গাঢ় কোনো রঙ নেই, মেয়েরা বোধহয় কোমল রঙই বেশি পছন্দ করে। চার্লির কথাগুলো মনে পড়ে গেল রানার। 'বিয়ের পর এ-সব ছবি সরিয়ে ফেলা হবে। আমি গাঢ় উজ্জ্বল, ঘন নীল আর কালো রঙের ছবি চাই।'

নিজের বেডরুমের দরজা খুললো রানা। মেঝেতে ইরানী কার্পেট,

লেহাপে কাপড়ের চকচকে আবরণ, বিছানাটা এতো বড় যেন পোলো খেলার মাঠ। বিছানায় লম্বা হয়ে ঝাড়বাতির দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। চার্লি ফিরে গেলে এই বাড়িতেই উঠবে, ভাবলো ও। কিন্তু এ-বাড়ির বউ হয়ে কোনোদিনই আসবে না সুফিয়া। আশ্চর্য, কি থেকে কি হয়ে গেল। নিজের কথা ভাবলো রানা, আর বেশি দিন নয়, চলে যেতে হবে ওকে। লোকচক্ষে, একই শহরে থাকবে চার্লি ও সুফিয়া, অথচ ওদের সম্পর্কটা আর কোনোদিনই জোড়া লাগবে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানা থেকে উঠলো রানা।

সিঁড়ির নিচে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল অকসন। 'আমাদের কাজ শেষ হয়েছে, স্যার।'

'গুড। তাহলে চলে যাও।'

অকশনকে বিদায় করে দিয়ে স্টাডিতে চলে এলো রানা, ধীর পায়ে হেঁটে এলো গান র‍্যাক-এর সামনে। র‍্যাক থেকে একটা শটগান তুলে নিলো, হেঁটে এলো জানালার সামনে। আলোয় দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করলো অস্ত্রটা। গান অয়েলের গন্ধ পেয়ে সামান্য ফাঁক হলো নাকের গর্ত। শটগানটা কাঁধে তুললো রানা, ব্যারেলটা ঘোরালো কাল্পনিক একটা পাখির গমনপথ অনুসরণ করে, কামরার একদিক থেকে আরেকদিক পর্যন্ত। হঠাৎ চার্লির মুখটা চলে এলো সাইটে। এতোই হকচকিয়ে গেছে রানা, চার্লির কপালে তাক করা অবস্থায় স্থির হয়ে থাকলো অস্ত্রটা।

'গুলি করো না, আমি শান্তভাবে ঢুকবো,' গম্ভীর সুরে বললো চার্লি।

শটগানটা নামালো রানা, র‍্যাকের দিকে হেঁটে এলো। 'হ্যালো।'

'হ্যালো,' জবাব দিলো চার্লি। এখনো দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে পিছন ফিরে র‍্যাকে ঠিকমতো শটগানটা ঝুলিয়ে রাখার ভান করছে রানা।

'কেমন আছো তুমি, দোস্ত?'

'চমৎকার! চমৎকার!'

'বাকি সবাই কেমন আছে?'

'কার কথা জানতে চাইছো, বিশেষ করে?' প্রশ্ন করলো রানা।

'যেমন ধরো···সুফিয়ার কথা।'

ধীরে ধীরে র‍্যাক–এর দিকে পিছন ফিরলো রানা। ভাব দেখে মনে হলো, প্রশ্নটা বিবেচনা করছে ও। তারপর বললো, 'শুধু গলা টিপে মেরে ফেলতে বাকি রেখেছো।'

'এতোটা খারাপ?'

'এতোটাই।'

চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো ওরা।

'ধরে নিতে পারি, তোমার মন–মানসিকতা আমার প্রতি খুব একটা অনুকূলে নেই, কি বলো?' অবশেষে জানতে চাইলো চার্লি।

নিঃশব্দে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফায়ারপ্লেস–এর দিকে এগোলো রানা। 'চার্লি, তুমি একটা শূয়র,' শান্ত গলায় বললো ও।

যেন ধাক্কা খেয়ে কয়েক ইঞ্চি পিছিয়ে গেল চার্লি। 'মন্দ নয়, নিজের পরিচয় জানার সুযোগ হলো। আমার ধারণা এখান থেকে আমাদের পথ আলাদা হয়ে যাচ্ছে, তাই না?'

'প্রলাপ বকো না, চার্লি, অযথা সময় নষ্ট করছো তুমি। গ্লাসে ব্র্যান্ডি ঢেলে চুমুক দাও, তারপর আমাকে বলো শূয়র হবার পর তোমার অনুভূতি কি। আমি আরো জানতে চাই, ওপরতলার করিডরে সুফিয়ার বাছাই করা ছবিগুলোর কি হবে—ওগুলো কি রাখতে চাও, নাকি বদলে ফেলবে?'

চৌকাঠে হেলান দিয়ে ছিলো চার্লি, সিধে হয়ে দাঁড়ালো। চেহারায় সদ্য ফুটতে শুরু করা স্বস্তির ভাবটুকু গোপন করার ব্যর্থ চেষ্টা করলো সে। খুক খুক করে কাশলো।

রানা তাড়াতাড়ি বললো, 'প্রসঙ্গটা চিরকালের জন্যে চাপা দেয়ার আগে

আমার শুধু একটা কথাই বলার আছে। তোমার আচরণ আমার ভালো লাগেনি। কাজটা কেন করেছো বুঝতে পারি, তবে আমার পছন্দ হয়নি। এর বেশি কিছু বলার নেই আমার। এর সাথে তুমি কিছু যোগ করতে চাও?'

'না,' বললো চার্লি।

'তাহলে ঠিক আছে। বারটা তুমি দেখতে পাচ্ছো, দু'ঢোক ব্র্যাণ্ডি খেয়ে শান্ত করো নিজেকে।'

সেদিন সন্ধ্যার সময় সুফিয়ার হোটেলে এলো রানা। অফিসেই তাকে পেলো ও। 'ও ফিরে এসেছে, সুফিয়া।'

'ওহ্!' দম আটকে গেল সুফিয়ার। 'কেমন আছে ও, রানা?'

'একটু মনমরা, তবে বেশি নয়।'

'তা জানতে চাইছি না—জানতে চাইছি, ও ভালো আছে তো?'

'আগের মতোই। সাহস করে জানতে চেয়েছে, কেমন ছিলে তুমি।'

'কি বলেছো তুমি?' জিজ্ঞেস করলো সুফিয়া।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ডেস্কের পাশের একটা চেয়ারে বসলো রানা। টেবিলের ওপর টাকা পয়সার স্তূপগুলোর দিকে তাকালো। একা বসে ওগুলোই গুণছিল সুফিয়া। 'কাল রাতের আয় বুঝি?' প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলো রানা।

'হ্যাঁ।' সুফিয়া অন্যমনস্ক।

'কতো আছে এখানে?'

দরজার পর্দার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সুফিয়া। 'হাজার পনেরো হবে।'

'রীতিমতো ধনী মহিলা,' মন্তব্য করলো রানা।

রানার দিকে তাকালো সুফিয়া। 'হ্যাঁ, আমার টাকা আছে। কিন্তু টাকা দিয়ে কি হবে? টাকা দিয়ে কি সব জিনিস কেনা যায়?'

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলো ওরা। তারপর, এক সময় আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো রানা, কথা না বলে জানালার দিকে এগোলো।

'তোমরা তো এবার নিজেদের বাড়িতে উঠে যাবে,' বললো সুফিয়া। জবাবে মাথা ঝাঁকালো রানা। ওর কামরাটা হেলমুটরা নেবে বলেছে, আর তোমারটা এমনি খালি পড়ে থাকবে। নিজেদের বাড়িতে ভালোই থাকবে তোমরা। রোজ রাতে পার্টি দেবে, সম্ভবত। আমার জন্যে চিন্তা করো না। তোমরা থাকছো না, এটা আমি মেনে নিতে শুরু করেছি।'

জানালার সামনে থেকে সুফিয়ার পাশে ফিরে এলো রানা। তার হাত ধরে দাঁড় করালো। কাঁধ ধরে নিজের দিকে ফেরালো তাকে। পকেট থেকে সিল্ক রুমালটা বের করে হাতে গুঁজে দিলো চোখ মোছার জন্যে। 'তুমি কি ওর সাথে দেখা করতে চাও, সুফিয়া?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করলো ও।

মাথা নাড়লো সুফিয়া, ভয় পেলো কথা বলতে গেলে কেঁদে ফেলবে।

'যেমন কথা দিয়েছি, ওর ওপর খেয়াল রাখবো আমি।' ঝুঁকে সুফিয়ার কপালে আলতোভাবে চুমো খেলো রানা, তাকে ছেড়ে দিয়ে ঘুরলো ফেরার জন্য।

'রানা,' পিছন থেকে ডাকলো সুফিয়া।

কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালো রানা।

'তুমি কিন্তু মাঝে-মধ্যে আমার সাথে দেখা করবে। তোমার সাথে গল্প করবো, ডিনার খাবো, কেমন? যাই ঘটুক, এখনো আমরা বন্ধু আছি, তাই না?'

'অবশ্যই, সুফিয়া। অবশ্যই, মাই ডিয়ার।'

সামান্য হাসির রেখা ফুটলো সুফিয়ার ঠোঁটে। 'কালই আমি তোমাদের সব জিনিস-পত্র বাক্সে ভরে পাঠিয়ে দেবো, কেমন?'

'ঠিক আছে।'

*

বোর্ডরুম টেবিলের পরিবেশ উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠলো। উল্টোদিকে বসা চার্লির দিকে তাকালো রানা, সমর্থনের আশায়। চুরুটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়ার বৃত্ত তৈরি করলো চার্লি। মেজাজ তিক্ত হয়ে উঠলো রানার, বুঝতে পারলো চার্লি ওকে সমর্থন করবে না। কাল রাতে তিন ঘন্টা তর্ক করেছে ওরা। রানা আশা করেছিল, চার্লি তার সিদ্ধান্ত পাল্টাবে। এখন বুঝতে পারছে, মিথ্যে আশা করেছিল ও। তবু শেষ একবার চেষ্টা করে দেখলো। 'শ্রমিকরা মাত্র দশ পার্সেন্ট বেতন বাড়াতে বলেছে। আমি বিশ্বাস করি, এটা তাদের ন্যায্য দাবি—বাজারে জিনিস-পত্রের দাম হু-হু করে বাড়ছে, কিন্তু অনেক দিন হলো বেতন সেই আগের মতোই আছে। শ্রমিকদের বউ আছে, বাচ্চাকাচ্চা আছে—ওদেরকে খেয়ে-পরে বাঁচার সুযোগ তো দিতে হবে!'

আরো একটা ধোঁয়ার বৃত্ত তৈরি করলো চার্লি। হাতটা চোখের সামনে তুলে সময় দেখলো বার্কলি ময়নিহান।

'মি. ময়নিহান আগেই বলেছেন,' বললো ম্যাক আব্রাহাম। 'দুটো আলাদা পে স্কেল হওয়া দরকার। বেতন বাড়াবার প্রস্তাব তিনি মেনে নিতে রাজি আছেন, কিন্তু কালোদের চেয়ে কিছুটা হলেও বেশি বেতন দিতে হবে সাদাদের। এর পিছনে যুক্তিও আছে। কালোদের চেয়ে সাদাদের খরচ বেশি, সাদাদের জীবনযাপন পদ্ধতি অনেক বেশি উন্নত। কালোরা স্বাস্থ্যসচেতন নয়, রোগ হলে চিকিৎসা না করে ওঝার কাছে যায়, বিনা পয়সায় ঝাড়ফুঁক করায়; কিন্তু সাদাদের রোগ হলে মেলা টাকা বেরিয়ে যায় বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসায়।'

'কালোরা ওঝার কাছে যায় কারণ তাদের হাতে টাকা থাকে না,' বললো রানা। 'ওদেরকে স্বাস্থ্য সচেতন করার জন্যেই বেতন বাড়ানো দরকার। তাছাড়া,' রানার চেহারা কঠোর হলো। 'আলাদা পে স্কেল হতেই

পাবে না। একই যাত্রায় দু'রকম ফল হবে কেন? কালোরা কি কম খাটে? মি. বার্কলি, আপনাকে আমি অনুরোধ করবো, প্রস্তাবটা আপনি আনুষ্ঠানিকভাবে তুলবেন না। যদি তোলেন, কালো শ্রমিক নেতাদের আমি পরামর্শ দেবো ওরা যেন লেবার কোর্টে কেস করে,' রীতিমতো হুমকি দিয়ে বসলো রানা। 'আপনিও জানেন, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান সরকার কালো-সাদার বৈষম্য কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে। কেসের রায় কি হবে আপনিও তা আন্দাজ করতে পারেন।'

'আলাদা পে স্কেল আমিও মানবো না,' বললো চার্লি।

দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে ম্যাক আব্রাহামকে ইশারা করলো ময়নিহান। আব্রাহাম বললো, 'ঠিক আছে, জেন্টলমেন, প্রস্তাবটা আমরা তুলবো না।' নিজের পরাজয় মেনে নিলো বার্কলি ময়নিহান। আবার হাতঘড়ি দেখলো সে। খুক করে কাশলো ম্যাক আব্রাহাম।

'তাহলে বেতন বাড়াবার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত হবে?' জানতে চাইলো রানা।

ময়নিহান বা চার্লি, কেউই নড়লো না।

ম্যাক আব্রাহাম বললো, 'এ-ব্যাপারে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেছি আমরা, মি. রানা। প্রস্তাবটা কি এবার আমরা ভোটে দেবো?'

রানা দেখলো, ওর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে, হাত তুললো ময়নিহান। চার্লির দিকে ওর তাকাতে ইচ্ছে করলো না। সে ময়নিহানের পক্ষে ভোট দিচ্ছে, এটা দেখতে চায় না। ময়নিহানের ওপর মনে মনে সাংঘাতিক খেপে আছে ও। ওদের বিরুদ্ধে, চার্লি আর ওর বিরুদ্ধে, নানারকম আজেবাজে কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে লোকটা। কিছু কিছু ষড়যন্ত্রের আভাসও পাওয়া গেছে। শেয়ার বেচা-কেনার হিসাবে একটা বড় ধরনের গরমিল চার্লির চোখেই ধরা পড়ে গেছে, প্রায় বিশ লাখ র‍্যাণ্ড থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছিল ওরা। প্রশ্ন করায় জবাব দিয়েছে ময়নিহান, হিসাবের ভুল। লোকমুখে শোনা গেছে,

এ-ব্যাপারে ম্যাক আব্রাহামও নাকি তার কর্তার ওপর অসন্তুষ্ট, যদিও মুখে কিছু বলতে সাহস হয়নি তার। এই অবস্থায় চার্লি কিভাবে ময়নিহানের পক্ষে ভোট দেয়ার কথা ভাবতে পারে?

চার্লির হাত টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে। আরো একটা ধোঁয়ার বৃত্ত তৈরি করলো সে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে, চার্লির হাতটার দিকে তাকালো রানা।

'প্রস্তাবের পক্ষে যারা ভোট দেবেন,' বললো ম্যাক আব্রাহাম।

রানা ও চার্লি একসাথে ওদের ডান হাত ওপরে তুললো। এতোক্ষণে উপলব্ধি করলো রানা, চার্লি ওর বিরুদ্ধে ভোট দিলে কি পরিমাণ হতাশ হতো ও। ওর দিকে তাকিয়ে চোখ মটকালো চার্লি, নিঃশব্দে হাসলো রানা।

'প্রস্তাবের পক্ষে ত্রিশটা ভোট পড়েছে, বিরুদ্ধে পড়েছে ষাটটা,' ঘোষণা করলো ম্যাক আব্রাহাম। 'কাজেই মি. রানার প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল। খনি শ্রমিকদের ইউনিয়নকে সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দেবো আমি। মিটিং শেষ করার আগে আর কোনো বিষয়ে আলোচনা বাকি আছে কি?'

চার্লিকে সাথে নিয়ে নিজের অফিসে ফিরে আসছে রানা।

'একটি মাত্র কারণে তোমাকে সমর্থন করলাম, জানতাম ময়নিহান জিতবে,' বললো চার্লি।

'হুঁম।'

'তার কথায় যুক্তি আছে, রানা,' অফিসের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো চার্লি। 'দশ পার্সেন্ট বেতন বাড়লে প্রতি মাসে অতিরিক্ত ব্যয় হবে বিশ লাখ র‍্যাণ্ড।'

ভেতরে ঢুকে পায়ের ধাক্কায় কবাট বন্ধ করলো রানা।

'ফর গডস সেক, রানা, শ্রমিকদের প্রতি তোমার এই দরদ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে অসুবিধে হবে। ময়নিহান ঠিক বলেছে—সরকার যে-কোন দিন নতুন ট্যাক্স বসাবে বলে গুজব রয়েছে বাজারে। তাছাড়া, ইস্ট

জোনের ডেভলপমেন্ট স্কীম-এর জন্যে পুঁজি লাগবে আমাদের। অন্তত এই মুহূর্তে আমরা প্রোডাকশন কস্ট বাড়াতে পারি না।'

'এতো কথার দরকার কি,' ভারি গলায় বললো রানা। 'যা হবার তা তো হয়েছেই। শ্রমিকরা এখন ধর্মঘটে না গেলেই হয়।'

'ধর্মঘট সামাল দেয়ার উপায়ও আছে। টাকা দিয়ে পুলিসকে বশ করে রেখেছে ময়নিহান, তারা আমাদের পক্ষে কাজ করবে। প্রয়োজনে কিমবারলি থেকে একশো লোক আনতে পারবো আমি।'

'ড্যাম ইট, চার্লি, ইট'স রঙ। তুমিও তা জানো। দুর্বৃত্তসর্বস্ব ওই ব্যাটাও জানে। কিন্তু...আমার কি করার আছে! রীতিমতো অসহায় বোধ করছি আমি!'

'সেকি, ওকে কন্ট্রোলিং পাওয়ার দেয়ার পক্ষে তুমিই না বক্তৃতা রেখেছিলে?' হেসে উঠলো চার্লি। 'দুনিয়াটাকে বদলে দেয়ার চেষ্টা বাদ দিয়ে চলো বাড়ি ফিরি।'

আউটার অফিসে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল ম্যাক আব্রাহাম। চোরের মতো লাগলো তাকে, নার্ভাস ভঙ্গিতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। ওদেরকে দেখে ব্যস্তভাবে এগিয়ে এলো। 'এক্সকিউজ মি, জেন্টলমেন, আপনাদের সাথে একটু কথা বলতে পারি?'

'কে কথা বলছে,' সাথে সাথে জানতে চাইলো চার্লি। 'তুমি, না ময়নিহান?'

'ব্যাপারটা ব্যক্তিগত, মি. উডকক,' গলা অনেকটা খাদে নামালো ম্যাক আব্রাহাম।

'কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না?' তাকে পাশ কাটালো রানা, দরজার দিকে এগোলো।

মরিয়া হয়ে রানার কনুই ধরে ফেললো ম্যাক আব্রাহাম।

'ব্যাপার কি বলো তো, ম্যাক?' জানতে চাইলো চার্লি।

'আপনাদের সাথে একা কথা বলতে হবে আমাকে,' গলাটা আরো নিচু করলো ম্যাক আব্রাহাম। চঞ্চল দৃষ্টিতে তাকালো দরজার দিকে।

'বেশ তো, কি বলবে বলো,' উৎসাহ দিলো চার্লি। 'এখানে তো আমরাই শুধু রয়েছি।'

'এখানে নয়। আপনারা আমার সাথে পরে দেখা করতে পারেন?'

একটা ভুরু উঁচু করলো চার্লি। 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। ম্যাক, তবে কি আমাকে শুনতে হবে যে তুমি আজকাল নোংরা ছবি বিক্রি করছো?'

'মি. ময়নিহান আমার জন্যে হোটেলে অপেক্ষা করছেন। তিনি জানেন ভুল করে ফেলে যাওয়া কিছু কাগজ নিতে এসেছি আমি। ফিরতে দেরি হলে সন্দেহ করবেন।' প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা হলো ম্যাক আব্রাহামের। তার প্রকাণ্ড কণ্ঠা লুকোচুরি খেলছে, বারবার কলারের আড়ালে নেমে গিয়ে আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে। তার কি বলার আছে শোনার জন্যে হঠাৎ খুব-উৎসাহী হয়ে উঠলো চার্লি। 'তুমি চাও না ময়নিহান ব্যাপারটা জানুক?' প্রশ্ন করলো সে।

'মাই গুডনেস, নো!'

'কখন তুমি আমাদের সাথে দেখা করতে চাও?'

'আজ রাতে, দশটার পর মি. ময়নিহান যখন শুতে যাবেন।'

'কোথায়?' জানতে চাইলো চার্লি।

'সুইটস মাইনের লাগ দক্ষিণে একটা সাইড রোড আছে, গুঁড়ো পাথরের পাহাড় রয়েছে যেদিকটায়। রাস্তাটা আজকাল আর ব্যবহার করা হয় না।'

'চিনি,' বললো চার্লি। 'ওখানে আমরা সাড়ে দশটার সময় যাবো।'

'ধন্যবাদ, মি. উডকক—আপনারা হতাশ হবেন না।' ত্রস্ত পায়ে, চোরের মতো, দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ম্যাক আব্রাহাম।

হাতের ছড়িটা দিয়ে রানার বাহুতে বাড়ি মারলো চার্লি। 'গন্ধ শোঁকো.

তারপর বলো জিনিসটা কি।' রানার সাথে সে-ও সশব্দে বাতাস টানলো।

'আমি তো কিছুই পাচ্ছি না,' ঘোষণা করলো রানা।

'বাতাস ভারি হয়ে আছে ওটার গন্ধে, আর তুমি বলছো কিছুই পাচ্ছো না?'

'কিসের গন্ধ?'

'বেঈমানীর মিষ্টি গন্ধ।'

বাগান বাড়ি থেকে ঠিক দশটায় বেরুলো ওরা। চার্লি জেদ ধরলো তার মতো রানাকেও কালো আলখেল্লা পরতে হবে। 'বেশভূষা হতে হবে পরিবেশের সাথে মানানসই, দোস্ত। এ-ধরনের একটা অ্যাডভেঞ্চারে স্যুট বা প্রচলিত পোশাক একেবারেই অচল। অপেরা হাউসে আলখেল্লার কোনো কমতি নেই। ইতিমধ্যে আমি আনিয়েও রেখেছি।'

রানা রাজি হলো না। বললো, 'তুমি পরো, কে মানা করছে। কিন্তু আমি এই স্যুট পরেই যাবো।'

'যদি বলি বেল্টে একটা পিস্তল গুঁজে নাও, তুমি কি তাতেও আপত্তি করবে?' জানতে চাইলো চার্লি।

'করবো।' হেসে উঠলো রানা।

'তুমি বড় বেশি সাহসী, দোস্ত। মানুষের ওপর তোমার বড় বেশি আস্থা।' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো চার্লি। গান র‍্যাক থেকে একটা পিস্তল নিয়ে কোমরে গুঁজলো সে।

আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ওরা। শহরের প্রধান সড়কগুলো এড়িয়ে গেল, দুটো মাঠ পেরিয়ে উঠে এলো অন্ধকার কেপ রোডে। ইতিমধ্যে শহরটাকে পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। কালো আকাশে সরু ও ম্লান এক ফালি চাঁদ দেখা গেল, তবে তারাগুলো খুব উজ্জ্বল, পথ চিনতে অসুবিধে হলো না। গুঁড়ো পাথরের সাদা পাহাড়গুলো চকচক করছে ওদের সামনে। চার্লির মতো রানাও উত্তেজনা বোধ করছে, সন্দেহ নেই

নাটকীয় কিছু একটা ওদেরকে জানাবে ম্যাক আব্রাহাম। তার বক্তব্য যে বার্কলি ময়নিহানের বিরুদ্ধে যাবে, এটা প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছে ও। সেজন্যেই আগ্রহ বোধ করছে। বার্কলি ময়নিহানকে ইতিমধ্যে শত্রু হিসেবে চিনে ফেলেছে রানা, জানে ওদের ক্ষতি করার জন্যে সারাক্ষণ প্যাঁচ কষছে লোকটা।

পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে এগোচ্ছে ওরা, চার্লির আলখেল্লা বাতাসে পত পত করে উড়ছে। বাতাসের প্রবল বেগে রানার মুখে চুরুটের ডগা টকটকে লাল হয়ে আছে।

'লাগাম টেনে ধরো, চার্লি,' সাবধান করলো রানা। 'ঝোপ–ঝাড়ে ঢাকা পড়ে আছে বাঁকটা, দেখতে না পেলে অসুবিধে হবে।'

আস্তে ধীরে এগোলো ঘোড়াগুলো।

'ক'টা বাজে?' জানতে চাইলো চার্লি।

হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ রাখলো রানা। 'দশটা পঁচিশ। সময়ের আগে চলে এসেছি আমরা।'

'আরো আগে থেকে ওখানে অপেক্ষা করছে ম্যাক···এই যে, রাস্তাটা পেয়েছি।' ঘোড়া ঘুরিয়ে রাস্তায় উঠলো চার্লি, রানা তাকে অনুসরণ করলো। তিন নম্বর সুইটস মাইন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে অনেক দিন থেকে, পাশেই মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে গুঁড়ো পাথরের আকাশ ছোঁয়া সাদা পাহাড়। ওটাকে মাঝখানে রেখে ঘুরছে ওরা, গায়ে ছায়া পড়লো। চার্লির ঘোড়া হাঁচি দিলো, তারপর চিঁহি–হিঁ করে ডাকলো একবার, সবশেষে নাচের ভঙ্গিতে গোটা শরীর ঘুরিয়ে নিলো আরেকদিকে। রাস্তার পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো ম্যাক আব্রাহাম।

'আমাদের তাহলে চাঁদের আলোয় দেখা হলো, কেমন, ম্যাক?' চাপা গলায় হেসে উঠলো চার্লি।

'প্লীজ, ঘোড়া দুটোকে রাস্তা থেকে নামিয়ে আনুন,' বললো ম্যাক।

এতকালের অস্থিরতা এখনো ছাড়েনি তাকে।

ঝোপের আড়ালে, ম্যাকের ঘোড়ার পাশে নিজেদের ঘোড়া বাঁধলো ওরা, তারপর হেঁটে এলো ম্যাকের কাছে।

'তারপর, ম্যাক?' জানতে চাইলো চার্লি। 'তোমার ছেলেপুলেরা সব ভালো তো? দ্বিতীয় বউটাকে খুন করার পর আর তো বোধহয় বিয়ে করোনি, তাই না?' ম্যাক আব্রাহামের ছেলেমেয়ে নেই, সে বিয়েই করেনি, চার্লি এ-সব জানে।

'প্রসঙ্গটা তোলার আগে, জেন্টলমেন, আপনাদেরকে কসম খেতে হবে, এ থেকে কোনো ফল পাওয়া যাক বা না যাক, আজ রাতে আপনাদের আমি যা বলবো তার একটি শব্দও কখনো কাউকে বলতে পারবেন না।' মড়ার মতো ফ্যাকাসে লাগলো ম্যাক আব্রাহামের চেহারা, কিংবা হয়তো তারার আলোয় এমন দেখাচ্ছে।

'কথা দিলাম,' বললো রানা।

'খোদার কসম?'

'খোদার কসম।'

'আমিও কথা দিলাম,' বললো চার্লি।

'যীশুর কিরে?'

'যীশুর কিরে।'

কোটের সামনেটা খুললো ম্যাক আব্রাহাম, ভেতর থেকে লম্বা একটা এনভেলাপ বের করলো। 'প্রথমে আপনারা এগুলো দেখুন, তাহলে আমার প্রস্তাবটা ব্যাখ্যা করা সহজ হবে।'

এনভেলাপটা তার হাত থেকে নিলো রানা। 'কি এগুলো, আব্রাহাম?'

'যে চারটে ব্যাংকের সাথে লেন-দেন করেন মি. ময়নিহান, সেগুলোর সবশেষ স্টেটমেন্ট।'

'লাইটার জ্বালো, দোস্ত, লেট দেয়ার বি লাইট,' ব্যগ্র হয়ে উঠলো

'আমার সাথে পেন্সিল টর্চ আছে,' বলে মাটির ওপর উবু হয়ে বসলো ম্যাক আব্রাহাম। দেখাদেখি চার্লি ও রানাও। পেন্সিল টর্চের আলোয় হাঁটুর ওপর রেখে একটা করে কাগজ পরীক্ষা করলো ওরা। গম্ভীর, থমথমে হয়ে উঠলো ওদের চেহারা, এমন উত্তেজিত হয়ে উঠলো যে শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। কাগজগুলো খুঁটিয়ে দেখার সময় একটা কথাও বললো না কেউ।

অবশেষে সিধে হলো রানা, এক পা পিছিয়ে চুরুট ধরালো। 'ভালো লাগার মতো একটা জিনিসই দেখতে পেলাম,' এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো ও, 'অতো টাকা দেনা নেই আমার।' কাগজগুলো ভাঁজ করে এনভেলাপে ভরে রাখলো ও। সাথে সাথে, প্রায় ছোঁ দিয়ে সেটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিলো ম্যাক আব্রাহাম, সযত্নে রেখে দিলো কোটের ভেতরে।

'আর কষ্ট না দিয়ে যা বলার বলে ফেলো, আব্রাহাম,' তাগাদা দিলো রানা।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করলো চার্লি।

হঠাৎ পেন্সিল টর্চটা নিভিয়ে দিলো ম্যাক আব্রাহাম। কথাগুলো অন্ধকারে বলতে পারাটা তার জন্যে সহজ। 'দুই কোম্পানী এক হওয়ার সময় মি. ময়নিহান আপনাদেরকে বিপুল নগদ টাকা দিয়েছেন। ওদিকে নতুন কার্টেল এগ্রিমেন্টের দরুন ডায়মণ্ড মাইন থেকে আউটপুট কমে যায়। ফলে তিনি তাঁর ব্যাংকগুলো থেকে মোটা অঙ্কের টাকা ধার করতে বাধ্য হন।' গলা পরিষ্কার করার জন্যে বিরতি নিলো ম্যাক আব্রাহাম। 'তাঁর দেনার বহর আপনারা দেখেছেন। টাকা ধার দেয়ার নিয়ম মতো ব্যাংকগুলো সিকিউরিটি চেয়েছে। মি. ময়নিহান তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁর সমস্ত টি. এস. সি. শেয়ার।

'ব্যাংকগুলো প্রতিটি শেয়ারের মূল্যসীমা নির্ধারণ করেছে এগারো শো র‍্যাণ্ড। আপনারা জানেন, বর্তমানে টি. এস. সি.-র প্রতিটি শেয়ার

এক্সচেঞ্জে বিক্রি হচ্ছে পঁয়ত্রিশ শো পঁয়ত্রিশ র‍্যাণ্ডে, অর্থাৎ ব্যাংক কোনো ঝুঁকি নিচ্ছে না। তারপরও শেয়ারের দর কোনো কারণে যদি এগারো শো র‍্যাণ্ডে নেমে আসে, ব্যাংক ম্যানেজাররা ওগুলো বিক্রি করে দেবে। অর্থাৎ মি. ময়নিহানের প্রতিটি টি. এস. সি. শেয়ার বাজারে কিনতে পাওয়া যাবে।'

'বলে যাও, ম্যাক,' উৎসাহ দিলো চার্লি। 'তোমার গলার আওয়াজ আমার কানে মধু বর্ষণ করছে।'

'আমার মনে হয়েছে যে মি. ময়নিহান যদি সাময়িকভাবে গোল্ডফিল্ডে অনুপস্থিত থাকেন—ধরুন, নতুন মেশিন কেনার জন্যে ইংল্যাণ্ডে গেলেন তিনি—তাহলে টি. এস. সি.-র দাম এগারো শো র‍্যাণ্ডে নামিয়ে আনা আপনাদের দ্বারা সম্ভব। সব কিছু ঠিকঠাক মতো করা গেলে এতে সময় লাগবে তিন কি চার দিন। আপনারা বাজারে শেয়ার ছাড়তে শুরু করবেন, সেই সাথে বাজারে গুজব ছড়াবেন খনির গভীরে লিডার রীফের কোনো অস্তিত্ব নেই। নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্যে মি. ময়নিহান এখানে থাকবেন না, কাজেই শেয়ারের দাম দ্রুত পড়ে গিয়ে নেমে আসবে এগারো শো র‍্যাণ্ডে, ব্যাংকগুলো তখন নিজিদের স্বার্থেই তাড়াহুড়ো করে তাঁর সব শেয়ার ছেড়ে দেবে বাজারে। এগারো শো র‍্যাণ্ড পানির দর। আপনাদের হাতে রয়েছে নগদ টাকা। আসল দামের চেয়ে অনেক কমে ওগুলো সব আপনারা কিনে নিতে পারবেন। শেয়ারগুলো কেনার পর আপনারাই হবেন থ্রি স্টার কনসলিডেটেড-এর একমাত্র মালিক, সেই সাথে মোটা অঙ্কের টাকাও কামাবেন। ছয় লাখ শেয়ার, প্রতিটি এগারো শো র‍্যাণ্ডে কিনবেন আপনারা, দাম পড়বে ছেষট্টি কোটি র‍্যাণ্ড। এক বা দু'দিন পর ওগুলোই আবার বিক্রি করতে পারবেন দুশো দশ কোটি র‍্যাণ্ডে।'

অনেকক্ষণ কথা বললো না কেউ। তারপর জানতে চাইলো রানা, 'এ থেকে তুমি কি আশা করো, আব্রাহাম?'

'আপনাদের সই করা দশ লাখ র‍্যাণ্ডের একটা চেক, মি. রানা।'

'ইহুদিরা টাকার লোভী হয় জানতাম, কিন্তু কতোটা জানা ছিলো না!' ক্ষোভ প্রকাশ করলো চার্লির কথায়।

'তুমি চুপ করো!' ধমক দিলো রানা, আবছা অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো ম্যাক আব্রাহামের দিকে। 'শুধু এই টাকাটাই চাও তুমি, আব্রাহাম? আর কিছু না? স্পষ্ট করেই বলি, আমার কেন যেন খটকা লাগছে। শুধু টাকার জন্যে মি. ময়নিহানের সাথে তুমি বেঈমানী করছো, এটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। তুমি তো এমনিতেই যথেষ্ট টাকা কামাও।'

ঝট করে ওদের দিকে পিছন ফিরে ঘোড়ার দিকে হাঁটা ধরলো ম্যাক আব্রাহাম। তবে ঘোড়ার কাছে পৌঁছুবার আগেই আবার সবেগে ওদের দিকে ফিরলো সে। চিৎকার করে কথা বললো, তিক্ত কণ্ঠস্বর ভাবাবেগে কেঁপে গেল। 'আপনারা শুধু দেখতে পাচ্ছেন, মি. ময়নিহানের সাথে বেঈমানী করছি আমি। কিন্তু উনি যে আমার কতোটুকু ক্ষতি করেছেন সে-খবর রাখেন কি? মি. চার্লি উডকক, মাফ করবেন, ব্যাপারটা আপনার মনে আঘাত দিতে পারে—ময়নিহানের বোনকে আমিও ভালোবাসতাম। ময়নিহান আমাকে কথা দিয়েছিলেন, তিনি আমাকে তাঁর বোনকে বিয়ে করার অনুমতি দেবেন। শুধু তাই নয়, তিনি কথা দিয়েছিলেন, বিয়ের পর তাঁর ব্যবসার একজন পার্টনারও করে নেবেন আমাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি ঘটলো? আজ লিজ কোথায় আর আমি কোথায়? একটা বুড়ো হাঙরের সাথে তার বিয়ে দিয়েছেন উনি। নিজের দুর্বিষহ জীবনের কথা চিঠি লিখে আমাকে জানাচ্ছে সে। অথচ আমি কিছু করতে পারছি না। এরকম অবস্থায় যার দ্বারা আমাদের দু'জনের জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে তার ক্ষতি করাটাই এখন আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনারা আমাকে ভালোই বলুন আর মন্দই বলুন!' কথা শেষ করে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললো

ম্যাক আব্রাহাম, দু'হাতে মুখ ঢাকলো।

লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলো না রানা, এমনকি চার্লিও চোখ নামিয়ে নিলো। দু'জনেই ওরা বিব্রত বোধ করছে।

খানিক পর নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বললো ম্যাক আব্রাহাম, 'মি. উডকক, কাল যদি আপনি আপনার হলুদ ওয়েস্টকোটটা পরে এক্সচেঞ্জে আসেন, তাহলে আমি ধরে নেবো আপনারা আমার পরামর্শ মেনে নিয়েছেন, রাজি হয়েছেন আমার শর্তে। এরপর আমি মি. ময়নিহানকে বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করবো।' ঘোড়ার বাঁধন খুললো সে, লাফ দিয়ে পিঠে চড়লো, অন্ধকারের ভেতর ফিরে যাচ্ছে কেপ রোডে।

রানা বা চার্লি, কেউই নড়লো না। ম্যাক আব্রাহামের ঘোড়ার পায়ের শব্দ এক সময় মিলিয়ে গেল দূরে। আরো কয়েক সেকেণ্ড পর নিস্তব্ধতা ভাঙলো চার্লি, 'ব্যাংক স্টেটমেন্টগুলো জাল নয়, সইগুলো চিনি আমি। সীলগুলোও নকল নয়।'

'আব্রাহামের ভাবাবেগেও ভেজাল আছে বলে মনে হয়নি আমার।' ঝোপের ভেতর চুরুটটা ফেলে দিলো রানা। 'কারো অভিনয় ক্ষমতা এতোটা ভালো হওয়া সম্ভব নয়। তবে, চার্লি, তার কথা শোনার সময় অসুস্থবোধ করছিলাম, আমার বমি পাচ্ছিলো। এরকম ঠাণ্ডা মাথায় কিভাবে একজন মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে! তার আবেগ নির্ভেজাল বলে মনে হলেও, যে ঘটনার কথা বললো সেগুলো সত্যি বলে মনে হয়নি আমার। তোমার কি ধারণা? ময়নিহান কি আব্রাহামের সাথে তার বোনের বিয়ে দিতে চাইবে? ভুলে যেয়ো না, আব্রাহাম স্রেফ তার একজন কর্মচারী।'

'লাভ দেখলে কর্মচারীর সাথে কেন, লাইটপোস্টের সাথেও বোনের বিয়ে দেবে ওরা—ইহুদিরা। ময়নিহানকে চিনি তো, তাই ম্যাকের কথা আমার মিথ্যে বলে মনে হয়নি। তবে, দোস্ত, ম্যাকের নীতিবোধ আমাদের

আলোচ্য বিষয় নয়। এসো, আমরা ফাস্টস নিয়ে মাথা ঘামাই। গাঙ্কাল ময়নিহানকে কেটে-বেছে, মশলা মাখিয়ে আমাদের সামনে পরিবেশন করা হয়েছে—তার দু'কানে যথেষ্ট পরিমাণে রসুনও পুরে দেয়া হয়েছে। আমি বলি, এসো রান্না করে খেয়ে ফেলি।'

এক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলো রানা, তারপর বললো, 'গোটা ব্যাপারটাই আমার পছন্দ নয়, চার্লি।'

'কেন?' চিৎকার করলো চার্লি।

'উত্তেজিত হয়ো না। আব্রাহামের প্রস্তাবটায় রাজি হবার পিছনে কি যুক্তি আছে সেগুলো আগে দেখাও আমাকে। আমাকে তোমার কনভিন্স করতে হবে। আজ বিকেলের মিটিঙের পর, সে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে জানার পর, আমাকে কনভিন্স করা তোমার জন্যে কঠিন হওয়ার কথা নয়।'

'এক,' একটা আঙুল খাড়া করলো চার্লি। 'ময়নিহানের এটা প্রাপ্য, ও আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।'

মাথা ঝাঁকালো রানা।

'দুই,' চার্লির আরো একটা আঙুল খাড়া হলো, 'নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হাতে পেলে নিজেদের ইচ্ছেমতো ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবো আমরা। নতুন নতুন সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করো তুমি, সেগুলো বাস্তবায়িত করা সহজ হবে। সবচেয়ে বড় কথা, শ্রমিকদের বেতন বাড়াতে পারবে। এবং আবার আমি টপ ম্যান হিসেবে নিজের আসন ফিরে পাবো।'

'হুঁ,' দু'আঙুলে নতুন গজানো গোঁফের প্রান্ত ধরে বার বার টানছে রানা, চিন্তিত।

'তিন। টাকা কামাবার সুযোগ কখনো হাতছাড়া করতে নেই। এ-ধরনের সুযোগ আর কখনো পাবো না আমরা। চার—শত্রুর শেষ রাখতে নেই। পাঁচ, এটাই সবচেয়ে বড় কারণ—দোস্ত, হলুদ ওয়েস্ট কোটে দারুণ

মানায় আমাকে। কাল সকালে ওটা পরা অবস্থায় আমাকে দেখতে পাবার সুযোগ এক হাজার টি. এস. সি. শেয়ারের বিনিময়েও নিশ্চয়ই হারাতে রাজি হবে না তুমি।'

'যুক্তিগুলো জোরালো, সন্দেহ নেই,' বললো রানা। 'তবে নীতিগত-ভাবে তোমার সাথে একমত নই আমি। ময়নিহান আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে তা ঠিক, কিন্তু তাতে তার সফল হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, বিশেষ করে আমরা যদি সতর্ক থাকি। শুধু সুযোগ এসেছে বলে বিজনেস পার্টনারের সর্বনাশ করবো, এতে আমার মন সায় দিচ্ছে না।'

'প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তোমার যুক্তিগুলোও তুমি আমাকে শোনাও,' আহ্বান জানালো চার্লি। 'দেখি সেগুলো কতটা জোরালো।'

'আমার যুক্তি মাত্র দুটো। ময়নিহানকে এতো বড় শত্রু বলে মনে করার দরকার নেই যে তার এরকম ক্ষতি করতে হবে। আর, আব্রাহামের প্রস্তাবের মধ্যে কোথায় যেন একটা ঘাপলা আছে বলে মনে হয়েছে আমার—স্রেফ সন্দেহ, কোনো প্রমাণ দেখাতে পারবো না।'

'তোমার দুটো যুক্তিই অত্যন্ত দুর্বল, ধোপে টেকে না। ময়নিহান যথেষ্ট বড় শত্রু, এবং একমাত্র শত্রুও বটে। তোমার কি মনে হয়, প্রস্তাবটা যদি ময়নিহান পেতো, কি করতো সে? সানন্দে লুফে নিতো না?'

'তা হয়তো নিতো।'

'আর ঘাপলার কথা যেটা বলছো, সেটা মনের ভুল। প্রমাণ ছাড়া, শুধু সন্দেহের কারণে, এরকম একটা সুযোগ আমরা হাতছাড়া করতে পারি না। আমার কাছে তো ম্যাকের প্রস্তাবটা নিরেট ও নিখুঁত বলেই মনে হয়েছে। তোমার কাছেও তাই মনে হয়েছে, অন্তত তুমি কোনো খুঁত বের করতে পারোনি।'

'তুমি যাই বলো, কাজটা অন্যায় হবে। আমি এর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে।'

'তোমার কথা আমি মানলে তো!'

পাঁচ

বার্কলি ময়নিহানকে গোল্ডফিল্ড থেকে কিভাবে সরানো যায় তা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতে হলো না চার্লিকে। কাজ আছে, লণ্ডনে একজনকে যেতেই হবে। নতুন খনির জন্যে মেশিন কিনতে হবে ওখান থেকে, আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে কয়েক শো ব্রিটিশ এঞ্জিনিয়ার চাকরি পাবার আশায় আবেদন–পত্র জমা দিয়েছে, তাদের সাক্ষাৎকারও নিতে হবে। আভাসে–ইঙ্গিতে চার্লি ভাব দেখালো এর আগে প্রতিবারই ময়নিহান বিদেশে গেছে, তাই এবার সে যেতে চায়। ময়নিহান যুক্তি দেখালো, মাইনিং মেশিন সম্পর্কে তার পড়াশোনা ব্যাপক, কাজেই মেশিন কেনার জন্যে তাকেই যেতে হবে। মনে মনে ভারি খুশি হলো চার্লি, যদিও ভাব দেখালো অসন্তুষ্ট ও হতাশ হয়েছে সে।

'একটা ফেয়ারওয়েল পার্টি দেবো আমরা,' সেদিন রাতে ডিনারে বসে রানাকে বললো চার্লি। 'না…মানে, ঠিক ফেয়ারওয়েল পার্টি নয়…আপদ বিদায় হওয়া উপলক্ষ্যে আনন্দভোজ বলতে পারো।' টেবিলে তবলা বাজাতে শুরু করলো সে।

মৃদু হাসলো রানা।

'অনুষ্ঠান হবে সুফিয়ার হোটে…,' শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলো

চার্লি। 'অনুষ্ঠানটা হবে এখানে, আমাদের বাগানবাড়িতে। বিরাট আয়োজন করবো, কাউকে দাওয়াত দিতে বাদ রাখবো না, নাচ-গানের ব্যবস্থাও থাকবে, পরে যাতে ময়নিহান বলতে পারে—শালার আমার সব কেড়ে নিয়েছে বটে, তবে পার্টি একখান দিয়েছিল বটে!'

'পার্টি খুব একটা পছন্দ করে না সে,' বললো রানা।

'বিশেষ করে সেজন্যেই তো দেবো!' হাসতে লাগলো চার্লি।

এক হপ্তা পর, সকালের ট্রেনে চড়ে গোল্ডফিল্ড ত্যাগ করলো মার্ক আব্রাহাম ও বার্কলি ময়নিহান। সান্ধ্য পোশাক পরা অন্তত ত্রিশজন স্টক এক্সচেঞ্জ সদস্য স্টেশনে উপস্থিত থাকলো তাকে বিদায় জানাবার জন্যে। সারারাত মদ খাওয়ার পর কেউই পুরোপুরি সুস্থির নয়। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে নাতিদীর্ঘ একটা ভাষণ দিয়ে ফেললো চার্লি, ময়নিহানের সুস্বাস্থ্য কামনা করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলো সে, ফিরে এসেই সে যেন খবর পায় গোল্ডফিল্ডে আরো একটা সোনার খনি আবিষ্কার করেছে ওরা। সবশেষে ময়নিহানকে এক তোড়া গোলাপ উপহার দিলো সে। ট্রেন ছেড়ে দেয়ার পর প্রধান সড়ক ধরে পায়ে হেঁটে অফিসে ফিরলো চার্লি ও রানা, সবাই সকৌতুকে দেখলো পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে হাঁটছে ওরা, তবে একা শুধু চার্লিই টলছে।

অফিসে ফিরে একটা গ্লাসে ব্র্যান্ডি ঢাললো চার্লি, রানার জন্যে কফি আনার আদেশ করলো। 'কি ব্যাপার, দোস্ত? তুমি অমন গুম মেরে আছো কেন? আজ না আমাদের আনন্দ করার দিন?'

'না, ভাবছি।'

'কি ভাবছো, দোস্ত?'

'ভাবছি কাজটা আমরা ঠিক করছি কিনা।'

'ঠিক করছি না মানে? এখনো তুমি দ্বন্দ্বে ভুগছো? শোনো, পার্টিতে ম্যাকের সাথে গোপনে কথা বলার সুযোগ পাই আমি। সেই নাটাল থেকে

একটা টেলিগ্রাম পাঠাবে ও, ময়নিহানকে নিয়ে জাহাজে চড়ার পর। ওই টেলিগ্রাম না পাওয়া পর্যন্ত এখানে আমরা কিছু শুরু করবো না।'

'এই ব্যাপারটা আমি বুঝলাম না। প্লেন বাদ দিয়ে ওদের জাহাজে চড়ার মানে কি?'

'এর আগেও তো জাহাজে চড়েই ইংল্যাণ্ডে গেছে ময়নিহান,' বললো চার্লি। 'প্লেনে চড়তে ভয় পায়, তার বুক কাঁপে।'

কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে গেল, ইতিমধ্যে প্রায় মাতাল হয়ে গেছে চার্লি। এক সময় রানা বললো, 'চলো, বাড়ি ফিরি এবার। তোমার ঘুম দরকার।'

'অনেক দূর,' জড়ানো গলায় বললো চার্লি। 'আমি এখানেই শোবো।' সোফার ওপর গা এলিয়ে দিলো সে।

জুতো খুলে রানাও একটা সোফায় লম্বা হলো। চার্লিকে এখানে একা রেখে ওরও বাড়ি ফেরা সম্ভব নয়।

কেপটাউনে কিছু কাজ ছিলো, জাহাজে চড়তে দেরি হলো ময়নিহানের। দশ দিন পর ম্যাক আব্রাহামের টেলিগ্রাম পেলো ওরা। নিজেদের ক্লাবে বসে লাঞ্চ খাচ্ছিল রানা ও চার্লি, ওদের টেবিলে ডেলিভারি দেয়া হলো টেলিগ্রামটা। এনভেলাপ খুলে মেসেজটা চার্লিকে পড়ে শোনালো রানা।

'আজ বিকেলে জাহাজে চড়ছি। গুড লাক। ম্যাক।'

'আমি ওর স্বাস্থ্য কামনা করে পান করছি,' বলে ওয়াইনের গ্লাসটা মুখে তুললো চার্লি।

'কাল,' বললো রানা। 'সুফিয়া ডিপ-এ যাবো আমি, আঁন্দ্রে জিদকে বলবো মাইনের বটম লেভেল থেকে সমস্ত লোককে যেন তুলে আনা হয়। কাউকে ওখানে নামতে দেয়া হবে না।'

'চোদ্দ নম্বরের মুখে পাহারা বসাও,' পরামর্শ দিলো চার্লি। 'তাহলে

আরো নিরাপদ মনে হবে।'

'গুড আইডিয়া,' মন্তব্য করলো রানা। 'যা-ই করি না কেন, শয়তানী অন্ততও তাড়াতাড়ি করা উচিত।'

টেবিলের পাশ দিয়ে এক লোককে এগোতে দেখে ঘাড় ফেরালো চার্লি। 'দোস্ত, বলো তো কে ওই লোক?' হঠাৎ হাসতে শুরু করলো সে।

'কার কথা বলছো?' রানা অবাক হলো।

'এইমাত্র লাউঞ্জে ঢুকলো, ওই যে, টয়লেটে যাচ্ছে...।'

'চিনলেন না?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'জার্নালিস্ট ভদ্রলোক?'

'সানডে নিউজের এডিটর।' মাথা ঝাঁকালো চার্লি। 'এসো, দোস্ত, তাড়াতাড়ি।' গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে পড়লো সে।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' রানাও দাঁড়ালো।

'নতুন পাবলিসিটির ব্যবস্থা করতে।'

চার্লির পিছু পিছু ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে এলো রানা, লাউঞ্জ হয়ে ঢুকে পড়লো পুরুষদের টয়লেট এলাকায়। একটা খুপরির দরজা বন্ধ দেখলো ওরা, ওদের পায়ের শব্দ পেয়ে ভেতর থেকে গলা খাঁকারি দিলো কেউ। রানার দিকে ফিরে চোখ মটকালো চার্লি। প্রস্রাব করার জন্যে পাশাপাশি দাঁড়ালো ওরা, বললো, 'এখন শুধু, রানা, আমরা আশা করতে পারি ঈশ্বরের দয়ায় একটা মিরাকল ঘটাবে ময়নিহান। ও ব্যাটা যদি ব্যর্থ হয়—,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করলো সে।

তার কথার খেই ধরে শুরু করলো রানা, 'ওটার ওপর ভরসা রেখে আমরা অযথা সাংঘাতিক ঝুঁকি নিচ্ছি। আমি এখনও বলছি, আর দেরি না করে শেয়ারগুলো বিক্রি করে দিই এসো। আজ সকালে টি. এস. সি.-র দর ছিলো তিন হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ র‍্যাণ্ড, তারমানে খবরটা এখনো ফাঁস হয়নি। কিন্তু ফাঁস হবার পর ওগুলো আর আমরা বিক্রি করার সুযোগ পাবো না। এখনো সময় আছে, চার্লি। আমার কথা শোনো।'

'না,' বললো চার্লি। 'ময়নিহান একটা খবর না পাঠানো পর্যন্ত অপেক্ষা করবো আমরা। জানি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে, তবে ভুলো না, শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ব আছে।' দু'জন একসাথে পিছিয়ে এলো ওরা, তারপর দরজার দিকে এগোলো। 'থ্রি স্টার ধসে পড়লে আমাদের হাজার হাজার লোক বেকার হয়ে যাবে, সে-কথা ভেবেছো?'

বাইরে বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করলো রানা। 'তুমি একটা পাকা বদমাশ, চার্লি,' ফিসফিস করে বললো ও।

'বলতে আনন্দই লাগছে যে তোমার সাথে পুরোপুরি একমত আমি,' চার্লিও ফিসফিস করলো।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার সাথে সাথে উত্তেজনা অনুভব করলো রানা, জানে আজ সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটবে। চুপচাপ শুয়ে থেকে বেশ কিছুক্ষণ উত্তেজনাটুকু উপভোগ করলো ও, মনে মনে উত্তেজনার কারণটা খুঁজছে। তারপর ঝট করে বসলো ও, কফি টেবিলে পড়ে থাকা খবরের কাগজটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিলো। কাগজটার একটা কোণ ধরে ঝাঁকালো, খুলে গেল ভাঁজ। সামনের পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে খবরটা ছেপেছে গোল্ডফিল্ড নিউজ। হেডিং দিয়েছে—'থ্রি স্টার কোম্পানীর সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি? বার্কলি ময়নিহানের রহস্যময় অভিযান।'

থ্রি স্টারকে নিয়ে রীতিমতো রোমাঞ্চকর একটা গল্প তৈরি করা হয়েছে, যদিও কাহিনীর কোথাও নিরেট কোনো তথ্য নেই। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ ও অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, এ ধরনের গৎ ব্যবহার করে পাঠকদের বলার চেষ্টা করা হয়েছে, থ্রি স্টার কনসলিডেটেডের ব্যবসা যে-কোনো মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যাবে।

পায়ে স্যাণ্ডেল গলিয়ে করিডরে বেরিয়ে এলো রানা, চার্লির বেডরুমের দিকে এগোলো।

বিছানা ও চাদরের সবটুকু একাই দখল করে নিয়েছে চার্লি, তার পাশে দ আকৃতি নিয়ে শুয়ে আছে একটা মেয়ে। চার্লি নাক ডাকছে, ঘুমের মধ্যে হাসছে মেয়েটা। ড্রেসিং গাউনের কর্ডটা ধরলো রানা, ডগা দিয়ে সুড়সুড়ি দিলো চার্লির নাকে। নাকের ডগা কুঁচকে উঠলো তার, বন্ধ হলো নাক ডাকা। বিছানায় উঠে বসলো মেয়েটা, রানার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকালো।

'লুকাও, জলদি!' চিৎকার করলো রানা। 'ডাকাত পড়েছে বাড়িতে!'

সরাসরি শূন্যে লাফ দিলো মেয়েটা, বিছানা থেকে তিন ফুট দূরে গিয়ে পড়লো, আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র সে, কাজেই তার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাতে আড়ষ্ট বোধ করলো রানা। 'ঠিক আছে, শান্ত হও,' বললো ও। 'ডাকাতরা পালিয়েছে। কাপড়চোপড় নিয়ে কেটে পড়ো।'

এতোক্ষণে নিজের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হলো মেয়েটা। হাত দিয়ে লজ্জা ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করলো সে, বিছানা থেকে কুড়িয়ে নিলো কাপড়গুলো, এক ছুটে ঢুকে পড়লো বাথরুমে।

চাদরের ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে গোটা ব্যাপারটা দেখলো চার্লি। মেয়েটা বাথরুমে ঢুকতেই হাতজোড় করলো সে। 'এবারের মতো মাফ করে দাও, দোস্ত। আসলে হয়েছে কি জানো, মেয়েটাকে আমি আসতে বলিনি, ও নিজেই কাল রাতে চলে আসে···আমার মনে ছিলো এ-বাড়িতে ওদের ঢোকা নিষেধ, কিন্তু মেয়েটা বললো যে ওর থাকার কোনো জায়গা নেই, অন্তত রাতটুকু যদি তাকে থাকতে দিই···।'

'আমি কোনো ব্যাখ্যা শুনতে চাইনি,' বললো রানা। 'কাজটা তুমি ভালো করোনি, আশা করবো ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা আর ঘটবে না।' কাগজটা চার্লির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বিছানার কিনারায় বসলো ও।

কথা বলার আগে হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো চার্লির মুখ।

'সকালেই আমি একবার এডিটরের অফিসে যাবো, রেগেমেগে গালিগালাজ করে এলে তার সন্দেহ আরো বাড়বে। তুমি, সোহেল, সুফিয়া ডিপ–এ চলে যাও, সবগুলো বটম লেভেল বন্ধ করে দেবে। এক্সচেঞ্জে তোমার সাথে দেখা হবে আমার, খোলার সময়। ভালো কথা, মুখ থেকে হাসি হাসি ভাবটুকু মুছে ফেলতে ভুলো না যেন আবার। দেখে যেন মনে হয়, দুশ্চিন্তায় সারা রাত ঘুম হয়নি তোমার।'

সকাল দশটায় এক্সচেঞ্জের সামনে এসে রানা দেখলো, রাস্তা পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। ভিড়ের ভেতর দিয়েই ধীরে ধীরে এগোলো ঘোড়ার গাড়ি, চিৎকার করে পথ ছাড়ার অনুরোধ করছে ডমরু। গম্ভীর থমথমে চেহারা, নাক বরাবর সোজা তাকিয়ে আছে রানা। চারপাশ থেকে অসংখ্য প্রশ্ন ছুটে এলো, শেয়ার হোল্ডাররা চিৎকার করে জানতে চাইছে থ্রি স্টার–এর ভবিষ্যৎ কি। কারো প্রশ্নের উত্তর দিলো না রানা, কারো দিকে তাকালো না। প্রধান প্রবেশপথের মুখে গাড়ি থামালো ডমরু, ভিড়টাকে ঠেকিয়ে রাখলো ছ'জন পুলিস। পাকা চাতাল পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলো রানা।

ওর খানিক সামনে চার্লিকে দেখা গেল, সদস্য ও ব্রোকাররা চারদিক থেকে ছেঁকে ধরেছে তাকে। রানাকে দেখতে পেয়ে লোকজনের মাথার ওপর দিয়ে ঘন ঘন হাতছানি দিলো সে। ব্যস, আর যায় কোথা, চার্লিকে বাদ দিয়ে লোকগুলো ছুটে এলো রানার দিকে। মারমুখো জনতা বা গণপিটুনি কি জিনিস, রানা জানে। ও কিছু বলার আগেই হ্যাটটা অদৃশ্য হয়ে গেল মাথা থেকে। টান পড়লো কোটে, ছিটকে পড়লো কয়েকটা বোতাম। ওর চোখের সামনে ঘামে ভেজা একটা মুখ দেখা গেল, হিসহিস করে জানতে চাইলো লোকটা, 'ঘটনা কি সত্যি?' তার মুখ থেকে থুথু বেরোচ্ছে। 'সত্যি কিনা জানার অধিকার আছে আমাদের। বলুন...।'

প্রতিবাদে কোনো কাজ হচ্ছে না দেখে হাতের ছড়িটা মাথার ওপর বন

বন করে বার কয়েক ঘোরালো রানা। চিৎকার করে বললো, 'কেউ আহত হলে আমি দায়ী নই!' পরমুহূর্তে ছড়িটা ভিড়ের মাথা লক্ষ্য করে নামিয়ে আনলো। যদিও লাগলো না কাউকে, আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিবশত পিছিয়ে গেছে লোকগুলো।

একা হতেই ছড়িটা বগলে গুঁজে রাখলো রানা, বললো, 'পরে আমি একটা বিবৃতি দেবো। তার আগে পর্যন্ত আমি আশা করবো সবাই আপনারা ভদ্রতার পরিচয় দেবেন।' ভিড়ের দিকে হাত পাতলো ও। 'আমার হ্যাট।'

কে যেন বললো, 'ঘটনা সত্যি হলে শুধু হ্যাট নয়, মাথাটাও চাই আমরা।'

গুঞ্জন উঠলো ভিড়ের মধ্যে থেকে, আবার রানার দিকে এগোতে শুরু করলো লোকজন।

'ইউ বাস্টার্ডস, শাট আপ!' গর্জে উঠলো রানা। বগল থেকে খসে পড়লো ছড়ি, ওর হাতে বেরিয়ে এলো পিস্তল। 'কেউ আর এক পা এগোলেই আমি গুলি করবো।' খালি হাতটা আবার পাতলো ও। 'আমার হ্যাট।'

ভিড় থেকে বেরিয়ে এলো এক যুবক, রানার হাতে তুলে দিলো হ্যাটটা। 'সরি, মি. রানা।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো রানা। মাথায় হ্যাটটা পরে চার্লির দিকে এগোলো ও। লক্ষ্য করলো, চার্লির ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটতে যাচ্ছে। চোখের ভাষায় নিঃশব্দে তাকে সাবধান করলো রানা। বাঘের মতো গম্ভীর চেহারা নিয়ে মেম্বারস' লাউঞ্জে এসে ঢুকলো ওরা।

'তোমার ওদিকের খবর কি?' নিচু গলায় জানতে চাইলো চার্লি।

'ভালো।' চেহারায় বিশ্বাসযোগ্য উদ্বেগ ফুটিয়ে তুললো রানা। 'চোদ্দ নম্বরে সশস্ত্র পাহারা বসিয়ে এসেছি। খবরটা এখানে পৌঁছুতে যা দেরি, লোকগুলো উন্মাদ হয়ে যাবে। তোমার খবর?'

'গোল্ডফিল্ড নিউজের এডিটরকে শুধু মারতে বাকি রেখেছি। কোনো সন্দেহ নেই, আমি চলে আসার পরপরই কাল ছাপার জন্যে রিপোর্ট লিখতে বসে গেছে সে। দোস্ত, শোনো, বিবৃতি দেয়ার সময় এমন সব শব্দ ব্যবহার করবে, লোকে যেন বুঝতে পারে মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছো। মানে লক্ষ্য রাখতে হবে বিবৃতিটা যেন বিশ্বাসযোগ্য না হয়। সব যদি এভাবে এগোয়, কেনা-বেচা শুরু হবার ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে শেয়ারের দাম এগারো শো র‍্যাণ্ডে নেমে আসবে।'

কেনা-বেচা শুরু হবার পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে প্রেসিডেন্টের বক্স-এ দাঁড়ালো রানা। সদস্যদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিলো ও। শোনার সময় মনে মনে ওর প্রশংসা করলো চার্লি। রানার আন্তরিক আশ্বাসবাণী ও ঘটনা এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল লক্ষ্য করে যে-কোনো অটল আশাবাদীও হতাশায় মুষড়ে পড়তে বাধ্য। বক্তৃতা শেষ করে বক্স থেকে নেমে এলো রানা, এই প্রথম বক্তৃতা দেয়ার পর হাততালির শব্দ শোনা গেল না। ঘন্টা বেজে উঠলো, শুরু হলো কেনা-বেচা। ব্রোকাররা একা বা জোট বেঁধে মেঝেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথমেই রোমাঞ্চকর প্রস্তাব শোনা গেল, 'আই সেল টি. এস. সি.।'

কেনার তেমন কোনো আগ্রহ দেখা গেল না। দশ মিনিট পর বোর্ডে একটা বিক্রির কথা লেখা হলো, তিন হাজার পাঁচশো র‍্যাণ্ডে—গতকালের চেয়ে পঁয়ত্রিশ র‍্যাণ্ড কম দরে। রানার দিকে ঝুঁকলো চার্লি। 'ঘটনার চাকা ঘোরাবার জন্যে নিজেদের কিছু শেয়ার বিক্রি করতে হবে আমাদের, তা না হলে সবাই পাঁচিলের ওপর বসে থাকবে, ঝাঁপ দেবে না।'

'হয়তো তাই,' সায় দিলো রানা। 'পরে ওগুলো আমরা পানির দামে কিনে নিতে পারবো। তবে সুফিয়া ডীপের খবরটা ফাঁস না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'

বেলা এগারোটার দিকে ব্যাপারটা ঘটলো। প্রতিক্রিয়া হলো তীব্র,

লোকজন উন্মাদের মতো শেয়ার বিক্রি শুরু করলো, দশ মিনিটের মধ্যে দাম নেমে এলো দু'হাজার র‍্যাণ্ডে। কিন্তু ওই দু'হাজারেই স্থির হয়ে থাকলো, আশা ও সন্দেহের দোলায় সামান্য এদিক ওদিক দুলছে।

'এবার মাঠে নামতে হয় আমাদের,' ফিসফিস করলো চার্লি। 'এরই মধ্যে টান পড়ে গেছে শেয়ারের। আমরা যদি না ছাড়ি, ওখানেই স্থির হয়ে থাকবে দাম।'

রানা অনুভব করলো, ওর হাত কাঁপছে। হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে পকেটে ভরলো ও। নার্ভাস হয়ে পড়ছে চার্লিও, তার মুখের একটা শিরা তড়াক তড়াক করে বার কয়েক লাফালো, চোখ দুটো লালচে হয়ে উঠেছে। জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ও সাফল্য বাজি ধরেছে সে। এতো বড় জুয়া পৃথিবীর ইতিহাসে আর বোধহয় কেউ কখনো খেলেনি।

'বেশি বাড়াবাড়ি করো না, পঞ্চাশ হাজার শেয়ার বিক্রি করো।'

থ্রি স্টারের বাজারদর পঞ্চাশ হাজার শেয়ারের চাপে খানিকটা নামলো, তবে দেড় হাজারে নামার পর আবার স্থির হয়ে গেল। ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে সময়। শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। দর আগের মতোই, কোনো উত্থান-পতন নেই। দেখতে দেখতে এক ঘন্টা পেরিয়ে গেল। রানার গোটা শরীর উত্তেজনায় শক্ত হয়ে উঠেছে। বগলের নিচে ঠাণ্ডা ঘাম অনুভব করলো ও।

'আরো পঞ্চাশ হাজার বিক্রি করো,' নিজেদের ক্লার্ককে নির্দেশ দিলো চার্লি। তার নিজের কানেই বেসুরো শোনালো গলার আওয়াজটা। চুরুটটা ফেলার জন্যে অ্যাশট্রের দিকে হাত বাড়ালো সে, হাত লেগে টেবিল থেকে মেঝেতে পড়ে গেল চীনামাটির অ্যাশট্রে। নিস্তব্ধ হলরুমে ভাঙার শব্দটা হলো বোমা ফাটার মতো। সবাই তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

এখন আর ওদেরকে অভিনয় করতে হচ্ছে না, এমনিতেই উদ্বেগে কাহিল হয়ে গেছে চেহারা। চোদ্দ শো র‍্যাণ্ডে নেমে এলো শেয়ারের দাম, তারপর আর নড়ে না। ঘটনার চাকা ঘোরাবার জন্যে আরো এক লাখ

শেয়ার বিক্রি করলো চার্লি। সাড়ে তেরোশো র‍্যাণ্ডে নামলো দর।

'কেউ কিনছে,' বিড়বিড় করলো রানা। 'চার্লি, ভালো করে খোঁজ নাও—কোথাও বড় রকমের কোনো ঘাপলা আছে বলে মনে হচ্ছে আমার।'

'আরে ধ্যাত্—কিসের ঘাপলা! এ নিশ্চয়ই গ্রীক বানচোত ফানটুসের কাজ: তার খাঁই মেটাতে হলে আরো কিছু শেয়ার ছাড়তে হবে আমাদের, তা না হলে দাম কমবে না।'

বিকেলের দিকে চার্লি ওদের শেয়ার পঞ্চাশ হাজার হাতে রেখে বাকি সবই বিক্রি করে দিলো। তারপরও গোঁয়ারের মতো এগারো শো পঁচাত্তর র‍্যাণ্ডে স্থির হয়ে থাকলো দর। মাত্র পঁচাত্তর র‍্যাণ্ডের জন্যে ভেলকিটা শুরু হচ্ছে না। শেয়ারের দাম এগারো শো র‍্যাণ্ডে নামলেই অপ্রস্তুত বাজারে বন্যা বইয়ে দেবে বার্কলি ময়নিহানের শেয়ার। কিন্তু ইতিমধ্যে চার্লি এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে ইচ্ছে থাকলেও দাম কমাবার জন্যে নতুন শেয়ার বাজারে ছাড়তে পারছে না।

মার্কেট বন্ধ হয়ে গেল। নিজেদের চেয়ারে নেতিয়ে পড়লো রানা ও চার্লি। ধীরে ধীরে খালি হয়ে গেল লাউঞ্জ, তারপরও ওরা দু'জন নড়লো না। আরো অনেকক্ষণ পর সামনের দিকে ঝুঁকে চার্লির কাঁধে হাত রাখলো রানা। 'সব ঠিক হয়ে যাবে,' বললো ও। 'কাল সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা, শক্তি বিনিময় করলো, একজন অপরজনের কাছ থেকে শক্তি সংগ্রহ করার পর, একসাথে হাসলো দু'জন। উঠে দাঁড়ালো রানা। 'চলো, বাড়ি ফেরা যাক।'

ছয়

খেতে বসে কোনো কথা হলো না, ওয়াইন ছাড়া তেমন কিছু খেতেও পারলো না ওরা। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যে যার কামরায় শুতে চলে গেল।

ক্লান্ত হলেও সহজে ঘুম এলো না রানার। মাঝরাত পেরিয়ে যাবার পর যদি বা ঘুম এলো, একের পর এক বিদঘুটে সব স্বপ্ন দেখে বারবার আঁৎকে উঠলো ও। ভোরের আলোয় জানালাগুলো স্পষ্ট হতে দেখে স্বস্তিবোধ করলো রানা। ব্রেকফাস্ট নিয়ে টেবিলে বসে শুধু এক কাপ কফি খেলো ও, বাকি সব খাবার প্লেটেই পড়ে থাকলো, খিদে নেই। দিনটা আজ কেমন যাবে ভাবতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিলো ওর। চার্লিও খুব অস্থির হয়ে আছে, সে—ও সারারাত ঘুমোতে পারেনি। নাস্তার টেবিলে বসে খুব সামান্যই কথা হলো। ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে একচেঞ্জে যাওয়ার সময় কোনো কথাই হলো না।

আজও এক্সচেঞ্জের বাইরে লোকজনকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো ওরা। ভিড় ঠেলে বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকলো দু'জন। লাউঞ্জে নিজেদের চেয়ারে বসলো ওরা, চোখ ঘুরিয়ে সদস্যদের দিকে তাকালো রানা। সবারই ক্লান্ত চেহারা, রাতে ঘুমাতে পারেনি। হেলমুট সোবারকে

হাই তুলতে দেখলো ও। হাই তোলার জন্যে রানাও মুখের সামনে হাত তুললো, লক্ষ্য করলো হাতটা কাঁপছে। কাঁপুনি থামাবার জন্যে চেয়ারের হাতলটা শক্ত করে চেপে ধরলো ও। লাউঞ্জের আরেক মাথা থেকে ওদের দিকে তাকালো রিপ র‍্যাথকিন, রানার সাথে চোখাচোখি হতেই তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো সে, তারপর সে–ও বিশাল একটা হাই তুললো।

রানার দিকে ঝুঁকলো চার্লি। 'কেনা–বেচা শুরু হবার সাথে সাথে শেয়ার ছাড়বো আমরা। সবাইকে আতঙ্কিত করার চেষ্টা করবো। তুমি একমত?'

'সাডেন ডেথ,' বলে মাথা ঝাঁকালো রানা। আরো একটা গোটা দিন মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করার মতো শক্তি নেই ওর। 'আচ্ছা, আমরা কি এক হাজার পঞ্চাশ র‍্যাণ্ডে বিক্রি করার প্রস্তাব দিতে পারি না?'

চার্লির মুখে দেঁতো হাসি দেখা গেল। 'পারি না। সবাই টের পেয়ে যাবে। বাজার দরেই ছাড়তে হবে, শেয়ারের ভারে দর আপনা থেকেই কমবে।'

'কিন্তু যদি না কমে?'

'কমতে বাধ্য,' কেঁপে গেল চার্লির গলা। 'আমাদের শেষ সম্বলটুকু বাজি ধরতে যাচ্ছি আমরা। মার্কেট খোলার সাথে সাথে বাকি সব শেয়ার ছেড়ে দেবো আমরা। তারপরও দর কিভাবে না কমে পারে আমি জানি না।'

মাথা ঝাঁকালো রানা।

হাতছানি দিয়ে নিজেদের ক্লার্ককে ডাকলো চার্লি। লাউঞ্জের ঢোকার মুখে, দরজার কাছে, শান্তভাবে অপেক্ষা করছিল সে। লোকটা কাছে আসতে চার্লি তাকে বললো, 'যতোটা সম্ভব ভালো দামে পঞ্চাশ হাজার টি.এস.সি. বিক্রি করো।'

চোখ মিটমিট করলো ক্লার্ক, তবে প্যাডে সংখ্যাটা লিখে নিয়ে মেইন

ফ্লোরের দিকে চলে গেল তখুনি। এরইমধ্যে অন্যান্য ব্রোকাররা ভিড় জমাতে শুরু করেছে ওখানে। ঘন্টা বাজতে এখনো কয়েক মিনিট দেরি আছে।

'যদি কাজ না হয়?' জিজ্ঞেস করলো রানা। পেটের পেশী এতো বেশি টান হয়ে আছে যে বমি পাচ্ছে ওর।

'কাজ হতে বাধ্য—হতেই হবে,' শুধু রানার উদ্দেশ্যে নয়, নিজের উদ্দেশ্যেও ফিসফিস করলো চার্লি। ছড়ির মাথাটা মুঠোর ভেতর নিয়ে আঙুলগুলো মোচড়াচ্ছে সে, দাঁতে দাঁত চেপে আছে।

চেয়ারে বসে ঘন্টা বাজার অপেক্ষায় রয়েছে ওরা। গোটা পরিবেশ ভৌতিক ও অচেনা লাগছে রানার, যেন একটা স্বপ্নের ভেতর রয়েছে ওরা। ওদের মতো সদস্যরাও খুব কম কথা বলছে, মাঝে মধ্যে যা–ও বলছে তা–ও ফিসফিস করে। খুব একটা হাঁটাচলাও নেই, যে যার চেয়ারে বসে আছে। ওদের দিকে তাকালেও, চোখাচোখি হলেই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে লোকজন।

তারপর এক সময় ঘন্টা বাজলো। প্রায় লাফিয়ে উঠলো চার্লি, সামনের দিকে ঝুঁকে টেবিল থেকে ছোঁ দিয়ে চুরুটের বাক্সটা তুলে নিলো রানা। ক্লার্কের গলা শুনতে পেলো ওরা, তীক্ষ্মস্বরে বলছে, 'আই সেল টি.এস.সি.।' গুঞ্জন শুরু হলো, শুরু হলো কেনা–বেচা। লাউঞ্জের দরজা দিয়ে বোর্ডের দিকে তাকালো রানা, চক দিয়ে লেখা হলো প্রথম বিক্রির দর। 'এগারো শো সত্তর র‍্যাণ্ড।'

চুরুটে লম্বা টান দিলো রানা, চেয়ারে হেলান দিয়ে নিজেকে বাধ্য করলো শান্ত থাকতে। ওর পাশের চেয়ারের হাতলে আঙুল নাচাচ্ছে চার্লি, শব্দটা শুনেও না শোনার ভান করলো ও। বোর্ডের লেখা মুছে ফেলা হলো, নতুন অঙ্ক বসলো সেখানে। 'এগারো শো ষাট র‍্যাণ্ড।'

ফুসফুস খালি করে লম্বা ধোঁয়া ছাড়লো রানা। 'নামছে,' ফিসফিস

করলো ও।

আঙুল নাচানো বন্ধ হলো চার্লির, চেয়ারের হাতলটা শক্ত করে চেপে ধরলো সে, আঙুলের ডগা সাদা হয়ে গেল।

'এগারো শো পঞ্চাশ।' উত্তেজনায় হাঁসফাঁস করছে রানা। লক্ষ্যই করলো না, মেইন ফ্লোর থেকে ফিরে এসেছে ওদের ক্লার্ক।

টেবিল থেকে পানির গ্লাসটা তুলে নিয়েও রেখে দিলো চার্লি, নিজের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না, সন্দেহ হচ্ছে বিষম খাবে।

'এগারো শো পঁচিশ।' ঠোঁট নড়ে উঠলো রানার, আওয়াজটা শুধু নিজে শুনতে পেলো ও।

আরো দশ মিনিট পেরিয়ে গেল। এগারো শো দশে স্থির হয়ে থাকলো দর।

চার্লির নির্দেশ পেয়ে আবার ছুটে গেল ক্লার্ক। আরো পঞ্চাশ হাজার শেয়ার বিক্রি করতে বলা হয়েছে তাকে।

'এগারো শো পাঁচ,' বিড়বিড় করলো রানা।

ত্রিশ সেকেণ্ডও পেরুলো না, থ্রি স্টার শেয়ারের দাম নেমে এলো এগারো শো র‍্যাণ্ডে।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো চার্লি। 'এবার! ভেলকি শুরু হলো বলে, দোস্ত! এবার ব্যাংক আসবে। তৈরি হও, দোস্ত, তৈরি হও!'

রেকর্ডার বোর্ডে লিখলো, 'এক হাজার নব্বুই র‍্যাণ্ড।'

'এবার ওদেরকে আসতেই হবে,' আবার বললো চার্লি। 'সত্যিকার ধনী হবার জন্যে তৈরি হও, দোস্ত।'

ওদের ক্লার্ককে ফিরে আসতে দেখা গেল। লাউঞ্জে ঢুকে ওদের সামনে দাঁড়ালো সে। 'ওগুলো আমি বিক্রি করতে পেরেছি, স্যার।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল চার্লির। 'এতো তাড়াতাড়ি!' জানতে চাইলো সে।

'জ্বী, স্যার। পঞ্চাশ হাজার শেয়ার মাত্র তিনজনে ভাগ করে কিনে নিলো। তবে, স্যার, শেষ পনেরো হাজার বিক্রি করতে হয়েছে এক হাজার নব্বুই র‍্যাণ্ডে।'

ওদের কথায় কান নেই রানার, গভীর মনোযোগের সাথে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে আছে ও। চার্লিও সেদিকে তাকালো। এখনো সেখানে লেখা রয়েছে এক হাজার নব্বুই র‍্যাণ্ড।

'চার্লি, আমরা জানি না এমন কিছু একটা ঘটছে এখানে,' বললো রানা। 'ব্যাংকগুলো এখনো আসেনি কেন?'

'শেয়ার ছাড়তে ওদেরকে আমরা বাধ্য করবো,' চার্লির গলা অস্বাভাবিক কর্কশ। 'বেজন্মাগুলোকে বাধ্য করবো!' চেয়ার ছেড়ে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়লো সে। খেঁকিয়ে উঠলো ক্লার্কের উদ্দেশ্যে, 'এক হাজার পঞ্চাশ র‍্যাণ্ড দরে আরো এক লাখ···না, আরো দু'লাখ শেয়ার বিক্রি করো।' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল লোকটা। 'জলদি, জলদি! আমার কথা শুনতে পাচ্ছো না? দাঁড়িয়ে আছো কি মনে করে?' চার্লির সামনে থেকে সভয়ে পিছিয়ে গেল ক্লার্ক, ঘুরেই ছুটল মেইন ফ্লোরের দিকে।

'চার্লি, ফর গডস সেক!' আঁতকে উঠে তার বাহু খামচে ধরলো রানা। 'তুমি কি পাগল হলে?'

'ওদেরকে আমরা বাধ্য করবো,' বিড়বিড় করলো চার্লি। 'শেয়ার ছাড়তে বাধ্য হবে ওরা।'

'আমাদের হাতে আর কোনো শেয়ারই নেই, দু'লাখ বিক্রি করছো কিভাবে?' লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়লো রানা। 'ওকে বারণ করে আসি!' লাউঞ্জ ধরে ছুটলো ও, কিন্তু দরজার কাছে পৌঁছুবার আগেই বিক্রির হিসাবটা বোর্ডে লেখা হয়ে গেল—এক হাজার পঞ্চাশ র‍্যাণ্ড। ভিড় ঠেলে ক্লার্কের পাশে চলে এলো রানা। 'আর বেচো না,' ফিসফিস করলো ও।

হতভম্ব দেখালো লোকটাকে। 'কিন্তু স্যার আমি তো এরইমধ্যে বিক্রি

কিনে ফেলেছি?'

'পুরো দু'লাখ?'

'জ্বী, স্যার। এক লোক সবগুলো কিনে নিলো।'

চার্লির কাছে ফিরে এলো যেন একটা মাতাল, টলতে টলতে। বসলো না, চেয়ারটার ওপর ধপাস করে পড়ে গেল। 'ওগুলো বিক্রি হয়ে গেছে,' এমন সুরে বললো রানা, যেন নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

'ওদেরকে আমরা বাধ্য করবো, শেয়ার ছাড়তে বাধ্য হবে ওরা,' আবার চার্লিকে বিড়বিড় করতে শুনে সচকিত হয়ে ঘাড় ফেরালো রানা। দরদর করে ঘামছে চার্লি, তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'চার্লি, ফর গড'স সেক,' নিচু গলায় বললো রানা। 'শান্ত হও, ভাই।' রানা জানে, লাউঞ্জের সবাই তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। কৌতূহলে ভরপুর মুখগুলো অকস্মাৎ আকারে বাড়তে শুরু করলো, যেন টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে দেখছে ও। তাদের গুঞ্জন ওর কানে প্রতিধ্বনি তুলছে। দিশেহারা বোধ করলো রানা—যেন দুঃস্বপ্নের ভেতর সব কিছু অত্যন্ত ধীরে ঘটছে। আবার একবার মেইন ফ্লোরের দিকে তাকালো ও। বোর্ডের গায়ে টি.এস.সি.-র পাশে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে, এক হাজার পঞ্চাশ র‍্যাণ্ড। ব্যাংকগুলো কোথায়? তারা বিক্রি করেনি কেন?

'ওদেরকে আমরা বাধ্য করবো, শেয়ার ছাড়তে বাধ্য হবে ওরা,' চার্লিকে আবার বলতে শুনলো রানা। উত্তর দিতে চাইলো রানা, কিন্তু গলা থেকে কোনো শব্দ বেরুলো না। মেইন ফ্লোরের দিকে চোখ পড়লো ওর। এতোক্ষণে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো, সত্যিই ওরা একটা দুঃস্বপ্নের ভেতর রয়েছে। ওখানে ম্যাক আব্রাহাম আর বার্কলি ময়নিহানকে দেখতে পেলো ও। দরজা দিয়ে লাউঞ্জে ঢুকছে।

সাত

ওদেরকে ঘিরে ভিড় জমে গেল। ময়নিহান হাসছে। তার হাত তোলার ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল সবাই একযোগে প্রশ্ন করায় থামতে বলছে সে। দরজা পেরিয়ে লাউঞ্জে ঢুকলো ওরা, ফায়ারপ্লেসের সামনে নিজের চেয়ারে বসলো ময়নিহান। বিশাল ভুঁড়ির ওপর টান টান হয়ে উঠলো ওয়েস্টকোট। সারাক্ষণ হাসছে সে, দেখে রানার মনে হলো এরকম স্নায়ু-বিধ্বংসী হাসি জীবনে কখনো দেখেনি ও। গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ওর, পাশে বসা চার্লির অবস্থাও একইরকম, যেন বজ্রাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেছে। ময়নিহানের সাথে দ্রুত কথা বললো ম্যাক আব্রাহাম, ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালো ময়নিহান। দাঁড়ালো ম্যাক, এগিয়ে আসছে রানা ও চার্লির দিকে।

লাউঞ্জের সবাই ঘাড় ফেরালো ওদের দিকে।

রানা ও চার্লির সামনে এসে দাঁড়ালো ম্যাক আব্রাহাম। 'ক্লার্ক আমাদেরকে জানালো আপনারা টি.এস.সি.-র সাড়ে পাঁচ লাখ শেয়ার বিক্রি করার জন্যে চুক্তি করেছেন।' তার চোখের পাতা ও পাপড়ি চোখ ছাড়িয়ে ইঞ্চিখানেক নিচে নেমে এলো, যেন শোকে কাতর হয়ে আছে সে। 'টি.এস.সি.-র সর্বমোট শেয়ার, আপনারা জানেন, দশ লক্ষ। ছয় লক্ষের মালিক মি. বার্কলি ময়নিহান, তিন লক্ষের মালিক আপনারা, বাকি এক

লক্ষ সাধারণ সদস্যদের মধ্যে বিক্রি করা হয়। গত দু'দিনে মি. বার্কলি ময়নিহান আপনাদের বিক্রি করা শেয়ারগুলো কিনে নিয়েছেন, কিনে নিয়েছেন সাধারণ সদস্যদের বিক্রি করা বাকি সব শেয়ারও, অর্থাৎ এখন তিনি সাড়ে বারো লক্ষ টি.এস.সি. শেয়ারের মালিক। এর অর্থ হলো, অস্তিত্ব নেই এমন আড়াই লক্ষ শেয়ার আপনারা বিক্রি করেছেন। মি. বার্কলি ময়নিহান ধারণা করছেন, চুক্তি পূরণ করতে আপনাদের অসুবিধেয় পড়তে হবে।'

রানা ও চার্লি তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো। ফেরার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো ম্যাক আব্রাহাম। পিছন থেকে হড় বড় করে বললো চার্লি, 'কিন্তু ব্যাংকগুলো—ব্যাংকের শেয়ারগুলো বাজারে এলো না কেন?'

শোক বিহ্বল চেহারা, ম্লান হাসলো ম্যাক আব্রাহাম। 'পোর্ট নাটালে পৌঁছেই মি. বার্কলি ময়নিহান তাঁর ওখানকার অ্যাকাউন্ট থেকে যথেষ্ট পরিমাণে টাকা ট্র্যান্সফার করেন গোল্ডফিল্ডে, ব্যাংকের দেনাগুলো শোধ করার জন্যে। টাকা ট্র্যান্সফার করার পর দৈহিক ও মানসিক প্রশান্তির জন্যে ক'টা দিন নৌ-বিহারে কাটান তিনি। তারপর তিনি আপনাদেরকে ওই টেলিগ্রামটা পাঠান। ঘন্টাখানেক আগে গোল্ডফিল্ডে ফিরে এসেছি আমরা।'

'কিন্তু···তুমি···তুমি মিথ্যে···আমাদের ঠকিয়েছো তুমি!'

ওপর-নিচে মাথা দোলালো ম্যাক আব্রাহাম। 'মি. চার্লি উডকক, সততা নিয়ে এমন কোনো লোকের সাথে আলোচনা করতে রাজি নই আমি যে শব্দটার অর্থ জানে না।' বার্কলি ময়নিহানের পাশে ফিরে গেল সে। লাউঞ্জে উপস্থিত প্রতিটি প্রাণী তার কথা শুনতে পেয়েছে।

অঢেল ঐশ্বর্য ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, সেই ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে বসে আছে রানা ও চার্লি। ওদিকে মেইন ফ্লোরে শুরু হয়ে গেছে টি.এস.সি. শেয়ার কেনার ধুম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে দর চড়লো তিন হাজার পঞ্চাশ র‍্যাণ্ডে, প্রতি মুহূর্তে আরো উঠছে। দর চার হাজারে চড়ার

পর চার্লির বাহু স্পর্শ করলো রানা। 'চলো, ফেরা যাক।'

একসাথে উঠে দাঁড়ালো ওরা, পাশাপাশি এগোলো লাউঞ্জের দরজার দিকে।

ময়নিহানের পাশ দিয়ে হাঁটছে ওরা, ময়নিহান কথা বলে উঠলো, 'ইয়েস, মি. চার্লি উডকক, তুমি সব সময় জিততে পারো না।' কোথাও আটকালো না, প্রায় স্পষ্ট কণ্ঠেই উচ্চারণ করলো সে, শুধু দু-একটা শব্দ উচ্চারণের চেষ্টা না করে বাদ দিয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে পড়লো চার্লি, ময়নিহানের দিকে ফেরার জন্যে ঘুরলো, জবাবে কিছু বলার জন্যে হ্যাঁ করলো। তার ঠোঁট নড়ছে, শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না। কাঁধ দুটো ঝুলে পড়লো, মাথাটা নাড়লো বার কয়েক, মুখটা ফিরিয়ে নিলো অন্যদিকে। তাকে টেনে নিয়ে আসছে রানা, পরিষ্কার মেঝেতে তবু একবার হোঁচট খেলো সে। ব্রোকারদের ভিড় ঠেলে এগোলো ওরা। কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে পথ তৈরি করে নিলো রানা, অপর হাত দিয়ে ধরে আছে চার্লিকে। নিজেরাও জানে না, কখন যেন ফুটপাথে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। আশপাশে প্রচুর লোক, কিন্তু কেউ ওদের সাথে কোনো কথা বললো না। হাত তুলে ডমরুকে ডাকলো রানা। গাড়ি নিয়ে ওদের সামনে চলে এলো সে। গাড়িতে উঠে বসলো ওরা। ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারলো ডমরু।

নিজেদের বাগান বাড়িতে ফিরে এলো ওরা। ড্রইংরুমে বসলো।

'আমাকে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি দাও, প্লীজ, রানা।' নীল হয়ে গেছে চার্লির চেহারা, মুখটা ঝুলে পড়েছে। দুটো গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে সোফায় ফিরে এলো রানা, একটা ধরিয়ে দিলো চার্লির হাতে।

দুই চুমুকে গ্লাসটা শেষ করলো চার্লি, খালি গ্লাসের ভেতর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো। 'আমি দুঃখিত—মাথাটা ঠিক রাখতে পারিনি। ভেবেছিলাম ব্যাংকের শেয়ার বাজারে ছাড়া মাত্র পানির দরে ওগুলো কিনে

নিতে পারবো।'

'কিছু এসে যায় না,' ক্লান্তস্বরে বললো রানা। 'ওই ঘটনার আগেই সর্বনাশ যা হবার হয়ে গিয়েছিল। খোদা! কী নিখুঁত একটা ফাঁদ!'

'বোঝার কোনো উপায় ছিলো না, ছিলো কি, রানা? এমন কৌশলে কাজটা করা হয়েছে, ধরতে পারার কথা নয়, তাই না?' নিজেকে ক্ষমা করার অজুহাত খুঁজছে চার্লি।

পা ছুঁড়ে জুতো খুললো রানা, শার্টের কয়েকটা বোতাম আলগা করলো। 'সেদিন রাতে, পরিত্যক্ত সুইটস মাইনের পাশে...আমি আমার জীবন বাজি ধরতে রাজি ছিলাম—ম্যাক আব্রাহাম মিথ্যে কথা বলছে না।' চেয়ারে আধ-শোয়া ভঙ্গিতে গা এলিয়ে দিলো ও, চুমুক দিলো গ্লাসে। 'ওহ গড, আমাদেরকে সর্বস্বান্ত হতে দেখে কি হাসাটাই না হাসছে ওরা!'

'কিন্তু আমরা একেবারে শেষ হয়ে যাইনি, রানা, গেছি কি?' কেমন যেন করুণ শোনালো চার্লির গলা। আশার সামান্য একটু আলো দেখতে পাবার জন্যে কাঙাল হয়ে উঠেছে সে। 'এই বিপদ থেকে ঠিকই আমরা উদ্ধার পাবো, তুমিও তা জানো, তাই না? আবার শুরু করার জন্যে ধ্বংসস্তূপ থেকে কিছু পুঁজি ঠিকই আমরা বের করে নিতে পারবো, কি বলো? আবার আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াবো, দোস্ত, তাই না?'

'নিশ্চয়ই,' নিষ্ঠুরভাবে হেসে উঠলো রানা। 'ড্যাফোডিল বারে থালা-বাসন ধোয়ার একটা চাকরি পেতে পারো তুমি। আর অপেরা হাউসে পিয়ানো বাজানোর কাজ নেব আমি।'

'কিন্তু...কিন্তু...আমরা পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে যাইনি! দু'চার লাখ র‍্যাণ্ডও কি পাবো না? কেন, এই বাড়িটা বিক্রি করতে পারি...।'

'স্বপ্ন দেখো না, চার্লি। এই বাড়ির মালিক এখন বার্কলি ময়নিহান। আমাদের যা কিছু ছিল সব এখন তার।' শেষ একটা চুমুক দিয়ে গ্লাসটা খালি করলো রানা। দাঁড়ালো, দ্রুত হেঁটে গেল বার-এর দিকে। 'ব্যাখ্যা

করেছি সব। আমাদের কাছে আড়াই লাখ শেয়ার পাবে ময়নিহান। বাজার থেকে কিনে দিতে হবে আমাদের। কে বেচবে? একমাত্র ময়নিহানের কাছে অতোগুলো শেয়ার আছে। কিনতে হলে তার নির্ধারিত দামে কিনতে হবে আমাদের। তারমানে প্রতিটি শেয়ার কমপক্ষে চার হাজার র‍্যাণ্ডে কিনবো আমরা। আড়াই লাখ শেয়ার, প্রতিটি চার হাজার র‍্যাণ্ড—কতো টাকার ব্যাপার, হিসেব করেছো?'

'এ-এক শো কোটি র‍্যাণ্ড…।'

'আমাদের অতো টাকা নেই, কাজেই ময়নিহানের পাওনা শেয়ার আমরা দিতে পারবো না। অর্থাৎ, সর্বস্বান্ত তো হয়েইছি, জালিয়াতির অভিযোগে জেল খাটতেও হতে পারে। ছিলাম রাজা, হলাম পথের ফকির।' নিজের গ্লাসে ব্র্যান্ডি ঢাললো রানা, খানিকটা ছলকে পড়লো কার্পেটে। 'এই যে ব্র্যান্ডি খাচ্ছি, এটাও ময়নিহানের। কার্পেটটা যে ভিজে গেল, ময়নিহান চোখ রাঙাতে পারে।' ড্রইংরুমের ফার্নিচারগুলোর দিকে হাত তুললো ও। 'সব ভালো করে দেখে নাও শেষবারের মতো। কাল সকালে পুলিস এসে ঘাড় ধরে বের করে দেবে আমাদের। আইন তার নিজস্ব পথে চলবে, যথা সময়ে এই বাড়ি ও আমাদের যা কিছু আছে সবই তুলে দেয়া হবে ময়নিহানের হাতে।' নিজের চেয়ারের দিকে পিছু হটতে শুরু করলো রানা, পরমুহূর্তে অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। 'আইন তার নিজস্ব পথে চলবে,' নরম সুরে পুনরাবৃত্তি করলো ও। 'ভাবছি…কাজ হলেও হতে পারে।'

চেহারায় ব্যাকুল ভাব, চেয়ারে সিধে হলো চার্লি। 'কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছো, রানা?'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'পাচ্ছি, তবে কাজ হবে কিনা জানি না। শোনো, চার্লি, আমি যদি কোনোভাবে লাখ খানেক র‍্যাণ্ড আদায় করতে পারি, তুমি কি রাজি হবে—এই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে?'

'কোথায়…কোথায় যাবো আমরা?'

'কনসেশন ভাড়া নেয়া আছে আমাদের, মনে আছে? লিমপোপো নদীর ওপারে, বতসোয়ানায় অনেক হাতি আছে—আপাতত চলো শিকার করে সময় কাটাই। ধাক্কাটাও সামলানো হবে।'

'কিন্তু এখানে থাকতে অসুবিধে কি আমাদের? ষ্টক মার্কেটের কেনা-বেচায় ভালোই তো লাভ হয়, আমরাও নাহয় তাই শুরু করবো।' চেহারায় অনিশ্চিত ভাব চার্লির, প্রায় আতঙ্কিত দেখালো তাকে।

'দুত্তোরি, চার্লি, তুমি বুঝতে চাইছো না কেন! এখানকার পাট শেষ হয়েছে আমাদের। তোমার কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা থাকলে ষ্টক মার্কেটের কেনা-বেচায় মাতব্বরি ফলানো কঠিন নয়। কিন্তু মাত্র এক লাখ র‍্যাণ্ড নিয়ে নামলে কোনো পাত্তাই পাবে না—ময়নিহানের টেবিলের তলায় পড়ে থাকা হাড্ডি নিয়ে একদল কুকুর কামড়াকামড়ি করবে, তাদের সাথে পাল্লা দিতে হবে আমাদেরও।'

চুপ করে থাকলো চার্লি।

'আমার নিজের জন্যে চিন্তা করি না,' নরম সুরে বললো রানা। 'চিন্তা তোমার জন্যে। ভেবে-চিন্তে যাহোক কিছু স্থির করতে হবে। আপাততঃ কালাহারি মরুভূমিতে যাই চলো, ওখানে লোকবসতি নেই। গভীর জঙ্গলে কিছুদিন থাকলে মনটা হালকা হয়ে যাবে, সেই সাথে হাতি শিকারও করা হবে।'

'কিন্তু এর মানে হলো এতোদিন ধরে যা কিছু অর্জন করেছি আমরা সব ফেলে যাওয়া!' আহত পশুর মতো প্রায় গুঙিয়ে উঠলো চার্লি।

'হায় খোদা! চার্লি, তুমি বুঝতে পারছো না, নাকি বুঝতে চাইছো না?' ঝাঁঝালো গলায় বললো রানা। 'এখানকার কোনো জিনিসই তোমার নয়, যা তোমার নয় তা তুমি ফেলে যাও কিভাবে? ময়নিহানের কাছে যাচ্ছি আমি, দেখি তার সাথে সমঝোতায় আসতে পারি কিনা। তুমি আসছো?'

রানার দিকে তাকালো চার্লি, যদিও রানাকে দেখতে পাচ্ছে না। তার

ঠোঁট কাঁপছে, মাথা নড়ছে। অবশেষে নিজেদের অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেছে সে, ভয়ে আচ্ছন্ন বোধ করছে।

'ঠিক আছে,' বললো রানা। 'এখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করো।'

ময়নিহানের স্যুইটে প্রচুর লোকজন ভিড় করেছে, হাসাহাসি করছে সবাই। ওদের প্রায় সবাইকেই চেনে রানা, চার্লিকে নিয়ে যে সিংহাসনে বসতো ও, সেটার আশপাশে মোসাহেবদের মতো ঘুর ঘুর করতো। রাজা মারা গেছেন, রাজা দীর্ঘজীবী হোন! ওরা ওকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। কথা ও হাসির শব্দ ধীরে ধীরে থেমে গেল। রানা দেখলো, দ্রুত পায়ে একটা ডেস্কের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো ম্যাক আব্রাহাম, দেরাজ খুলে হাত ঢোকালো ভেতরে। এই ভঙ্গিতে স্থির হয়ে মুখ তুলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো সে। এক এক করে গোল্ডফিল্ডের ব্যবসায়ীরা নিজেদের হ্যাট নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। তাদের কেউ কেউ রানাকে পাশ কাটানোর সময় বিড়বিড় করে শুভেচ্ছা জানালো, কেউ হাসি চাপার ব্যর্থ চেষ্টা করলো। এক সময় কামরায় থাকলো শুধু ওরা তিনজন। দোরগোড়ায় শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে রানা, ডেস্কের পিছনে দাঁড়িয়ে পিস্তল ধরে আছে ম্যাক আব্রাহাম, ফায়ারপ্লেসের সামনে চেয়ারে বসে আধবোজা হলুদ চোখে রানার দিকে তাকিয়ে আছে বার্কলি ময়নিহান।

'তুমি আমাকে ভেতরে ডাকবে না, আব্রাহাম?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

দ্রুত ময়নিহানের দিকে তাকালো ম্যাক। ময়নিহান ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো। আবার রানার দিকে ফিরলো ম্যাক। 'ইয়েস, মি. রানা—প্লীজ, কাম ইন।'

ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো রানা। 'পিস্তলটা তোমার দরকার নেই, আব্রাহাম—খেলা শেষ হয়ে গেছে।'

'আমরা জিতেছি, তাই না, মি. রানা?'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'হ্যাঁ, তোমরাই জিতেছো। আমাদের হাতে

যতোগুলো শেয়ার আছে সব আমরা তোমাদের হাতে তুলে দিতে রাজি আছি, আব্রাহাম।'

ম্লান মুখে মাথা নাড়লো ম্যাক। 'আমি দুঃখিত, মি. রানা। ব্যাপারটা অতো সহজ নয়। আপনারা নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার বিক্রি করার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন আমাদের সাথে। চুক্তি অনুসারে সবগুলো শেয়ার পেতে চাই আমরা।'

'কোথেকে পাবো বলে দিতে পারো?'

'স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে কিনতে পারেন।'

'তোমাদের কাছ থেকে?'

কাঁধ ঝাঁকালো ম্যাক আব্রাহাম, জবাব দিলো না।

'তারমানে ছুরিটা মোচড়াতে চাইছো?'

'আপনার ভাষার মাধুর্য কবিতা লেখায় দারুণ সহায়ক হবে,' মন্তব্য করলো ম্যাক আব্রাহাম।

'আমাদেরকে দেউলিয়া হতে বাধ্য করার পরিণতি সম্পর্কে ভেবে দেখেছো কি, আব্রাহাম?'

'আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবো, আপনাদের পরিণতি সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই।'

মৃদু হাসলো রানা। 'তুমি আমাকে ভুল বুঝছো, আব্রাহাম। আমি তোমাদের সুবিধে-অসুবিধের কথা আলোচনা করছি। যৌথ ব্যবসা থেকে একজনকে সরিয়ে দিতে হলে দায়-দায়িত্ব ভাগ করতে হবে, আলাদা করতে হবে সয়-সম্পত্তি, মিটিং করতে হবে পাওনাদারদের সাথে। তুমি নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে পারো, সচিব পর্যায়ের কাউকে লিকুইডেটর নিয়োগ করা হবে। কেস হবে, কোর্টে দাঁড়াতে হবে তোমাদের, রায়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছরও কেটে যেতে পারে। শুধু উকিলের পিছনে কতো খরচ পড়বে, হিসেব করে

দেখেছো?'

চোখ দুটো সরু হয়ে গেল ম্যাক আব্রাহামের। খানিকটা অসহায় ভঙ্গিতে ময়নিহানের দিকে তাকালো সে। তার অবস্থা লক্ষ্য করে সামান্য স্বস্তিবোধ করলো রানা। 'তারচেয়ে আমার পরামর্শ শোনো, অনেক ঝামেলা থেকে বেঁচে যাবে। আমাদেরকে পাঁচ লাখ র‍্যাণ্ড নগদ নিয়ে যেতে দেবে তোমরা। ঘোড়া ও ব্যক্তিগত জিনিস–পত্রও থাকবে আমাদের সাথে। বিনিময়ে বাকি সব তোমাদেরকে ছেড়ে দেবো আমরা—শেয়ার, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, সম্পত্তি, সবকিছু। আমাদেরকে দেউলিয়া হতে বাধ্য করলে এরবেশি কিছু পাবার আশা করতে পারো না।'

ম্যাককে চোখ নাচিয়ে সংকেত দিলো ময়নিহান।

রানার দিকে ফিরলো ম্যাক। 'আপনি কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করবেন, প্লীজ? আপনার প্রস্তাবটা নিয়ে আলোচনা করবো আমরা।'

'নিচে নেমে বারে বসছি আমি,' বললো রানা। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালো। 'বিশ মিনিট পরে আসি?'

'ঠিক আছে, মি. রানা।'

বারে প্রচুর লোক, তবে খালি একটা টেবিল পাওয়া গেল পিছন দিকে। বসার পর লক্ষ্য করলো রানা, আশপাশের টেবিল খালি হয়ে যাচ্ছে, পরিচিত লোকজন ওর কাছ থেকে সরে গিয়ে অন্য টেবিলে বসছে। সবাই কথা বলছে, তবে রানার সাথে নয়। কেউ ওর দিকে ভুলেও একবার তাকালো না। নিজেদের আলোচনা থেকেও সযত্নে বাদ রাখলো ওকে তারা। কফির কাপে চুমুক দিয়ে ভাবলো রানা, এরা সবাই তার পুরানো বন্ধু, অন্তত ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে সবার সাথে, এদের অনেকেই বিপদে পড়ে ওর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে—এখন যদি উল্টোটা ঘটে, অর্থাৎ ওদের কাছে ধার চায় ও, প্রতিক্রিয়াটা কি হবে? হাসি পেলো রানার। ওরা বোধহয় ওর কথা শুনতে না পাবার ভান করবে।

হাতঘড়ি দেখলো রানা। বিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। কাউন্টারের পাশ দিয়ে দরজার দিকে এগোলো ও। হেলমুট ডোবার ও তার ভাই হেলমুট সোবার ওকে আসতে দেখলো। অকস্মাৎ মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কাউন্টারের পিছনের দেয়ালে শেলফের ওপর সাজিয়ে রাখা বোতলগুলোর দিকে তাকালো তারা, যেন বোতল গুণছে। সোবারের পাশে দাঁড়িয়ে খুক করে কাশলো রানা, বললো, 'সোবার, তোমার সাথে একটু কথা বলতে পারি?'

ধীরে ধীরে ঘুরলো সোবার। 'আরে, রানা, তুমি! হ্যাঁ, কি ব্যাপার?'

'আমি আর চার্লি গোল্ডফিল্ড ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তোমাকে একটা জিনিস দিতে চাই আমি, যাতে আমাদের কথা মনে থাকে তোমার। আমি জানি, চার্লিও জিনিসটা তোমাকে দিতে চাইবে।'

বিব্রত দেখালো সোবারকে, লালচে হয়ে উঠলো মুখ। 'এসবের কোনো দরকার নেই, রানা,' বলে কাউন্টারের দিকে ঘুরতে শুরু করলো সে।

'প্লীজ, সোবার।'

'ঠিক আছে, এতো করে যখন বলছো,' সোবারের গলায় অস্বস্তি। 'জিনিসটা কি?'

'এটা,' বলে সামনে বাড়লো রানা। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘুসি মারলো সোবারের মুখে। সোবারের বিশাল নাকটাকে অরক্ষিত টার্গেট হিসেবে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। কাউন্টারের ওপর ডিগবাজি খেয়ে ওপাশে গিয়ে পড়লো সোবার। তার গ্লাসটা তুলে নিয়ে ডোবারের মাথার ওপর খালি করলো রানা। 'পরের বার দেখা হলে হাসবে তোমরা, হ্যালো বলবে,' ডোবারকে পরামর্শ দিলো ও। 'তার আগে পর্যন্ত—অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকবে।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো রানা, নক করে ময়নিহানের স্যুইটে ঢুকলো। ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল তারা। 'কি ঠিক করলে তোমরা?' সরাসরি

জানতে চাইলো রানা।

'মি. বার্কলি ময়নিহান অত্যন্ত উদারতা দেখিয়ে জানিয়েছেন...।'

'কতো?' তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিলো রানা।

'মি. বার্কলি ময়নিহান আপনাদেরকে বিশ হাজার র‍্যাণ্ড নিয়ে যেতে দেবেন। আপনাদের ব্যক্তিগত জিনিস-পত্রও নিয়ে যেতে পারবেন আপনারা। চুক্তিতে লেখা থাকবে, আগামী তিন বছর গোল্ডফিল্ডের কোনো ব্যবসায়ে আপনারা হাত দিতে পারবেন না।'

'নিষেধাজ্ঞাটা খুব কম সময়ের জন্যে হয়ে গেল,' বললো রানা। 'টাকাটা কম করেও এক লাখ র‍্যাণ্ড হওয়া উচিত। ভেবে দেখো, চুক্তিতে সই করেই তাহলে বাড়ি ফিরি।'

'প্রস্তাবটা আলোচনাযোগ্য নয়,' জানিয়ে দিলো ম্যাক আব্রাহাম।

রানা বুঝলো, ওদেরকে টলানো যাবে না। 'ঠিক আছে, আমি রাজি।'

'মি. বার্কলি ময়নিহান তাঁর লইয়ারকে খবর পাঠিয়েছেন। আপনি অপেক্ষা করবেন তো, মি. রানা?'

'কেন অপেক্ষা করবো না—তুমি ভুলে গেছো, অবসর নেয়ার পর অলস সময় কাটাচ্ছি আমি।'

•

বাগান বাড়ির ড্রইংরুমে যে চেয়ারে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল, ফিরে এসে সেই চেয়ারেই চার্লিকে বসে থাকতে দেখলো রানা। শক্ত মুঠোর ভেতর ধরা ব্র্যাণ্ডির বোতলটা খালি হয়ে গেছে, জ্ঞান প্রায় নেই বললেই চলে। ওয়েস্টকোটের সামনেটা ব্র্যাণ্ডি পড়ে ভিজে গেছে, তিনটে বোতাম খোলা হয়নি। বড় চেয়ারটায় কুঁকড়ে বসে আছে সে, যেন আকারে ছোটো হয়ে গেছে শরীরটা, তার মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল কপালের ওপর নেমে আসায় মুখের রেখাগুলো চাপা পড়ে গেছে। মুঠো থেকে বোতলটা বের করে নিলো রানা, অস্থিরভাবে নড়েচড়ে উঠলো চার্লি, বিড়বিড় করে কি যেন বললো.

মাথা নাড়লো একবার।

'বাচ্চাদের এখন শোবার সময়,' বললো রানা। চেয়ার থেকে একটানে কাঁধে তুলে নিলো তাকে।

গলগল করে বমি করলো চার্লি।

'এই তো চাই, ময়নিহানকে বুঝিয়ে দাও তার কার্পেট সম্পর্কে তোমার কি ধারণা,' উৎসাহ দিলো রানা। 'আরো একবার বমি করো, তবে আমার জুতোর ওপর নয়।'

ওকে কাঁধে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো রানা। সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো ও, নিজের অনুভূতি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলো। কী আশ্চর্য, তার আনন্দই তো লাগছে! ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এরকম আনন্দ অনুভব করা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার। করিডর ধরে এগোলো রানা, চার্লির বেডরুমে ঢোকার পরও নিজের অনুভূতি নিয়ে, চিন্তা-ভাবনা করছে। চার্লিকে বিছানায় শুইয়ে দিলো ও, কাপড়চোপড় খুলে নিলো, ঢেকে দিলো একটা চাদরে। বাথরুম থেকে প্লাস্টিকের একটা বালতি এনে রাখলো বিছানার পাশে। 'এটা তোমার দরকার হতে পারে। লম্বা ঘুম দাও, দোস্ত। কাল আমাদের অনেক পথ যেতে হবে।'

সিঁড়ির মাথায় আবার একবার থামলো রানা, সাদা-কালো মার্বেল ধাপগুলোর দিকে তাকালো, নেমে গেছে লবিতে। গোল্ডফিল্ডে যা কিছু অর্জন করেছে ওরা তার সবই পিছনে ফেলে চলে যেতে হচ্ছে, এর মধ্যে আনন্দিত হবার কিছু নেই। সশব্দে হেসে উঠলো রানা। এমন হতে পারে, একেবারে সর্বস্বান্ত হবার পর নিজেদের জন্যে সামান্য পথ খরচা সংগ্রহ করতে পেরেছে বলে মনটা এতো খুশি হয়ে আছে। ওদের কপালে আরো অনেক খারাপ কিছু ঘটতে পারতো, সেটা থেকে উদ্ধার পাওয়াটাই হয়তো খুশির কারণ। তাই কি? আপনমনে মাথা নাড়লো রানা, উপলব্ধি করলো ব্যাপারটা পুরোপুরি সত্যি নয়। আনন্দের পাশাপাশি আরো একটা অনুভূতি

কাজ করছে ওর ভেতর। নিজেকে হালকা লাগছে ওর, আবার যেন স্বাধীন হতে পেরেছে ওর আত্মা। হ্যাঁ, এটাই আসল কারণ, বাঁধন ছিঁড়ে নিজেকে মুক্ত করেছে ও। সোনার খনি, বাগান বাড়ি, ব্যাংক-ব্যালেন্স, প্রভাব-প্রতিপত্তি—এসবই এক একটা শক্ত বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছিল ওকে। সব হারিয়ে রানা এখন মুক্ত, স্বাধীন।

গভীর অরণ্য ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। চার্লিকে নিয়ে এমন এক জায়গায় চলে যাবে, যেখান থেকে সভ্যতা অন্তত পাঁচ-সাত শো মাইল দূরে। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নামলো রানা, কিচেন হয়ে চলে এলো আস্তাবলের সামনে। 'ডমরু!' চিৎকার করলো ও। 'বলি কোথায় গেলে তুমি?'

দোচালার ভেতর একটা টুল উল্টে পড়ার শব্দ হলো, দড়াম করে খুলে গেল একটা দরজা। 'বস্, এই তো আমি!' রানার গলার জরুরী ভাব উত্তেজিত করে তুলেছে ডমরুকে।

'কোন্ ছ'টা আমাদের সেরা ঘোড়া?' জানতে চাইলো রানা।

নামগুলো এক এক করে উচ্চারণ করলো ডমরু, চেহারায় উপচে পড়া কৌতূহল গোপন রাখার কোনো চেষ্টাই করলো না।

'সম্পূর্ণ সুস্থ ওগুলো?'

'সম্পূর্ণ, বস্।'

'গুড। কাল ভোরে রওনা হবো আমরা। দুটোর পিঠে জিন চড়াবে, বাকিগুলো মাল বইবে।'

দাঁত বের করে হাসলো ডমরু। 'বস্, জানতে ইচ্ছে করে, আমরা কি শিকারে বেরুচ্ছি?'

'অসম্ভব নয়,' হাসিমুখে জবাব দিলো রানা।

'কতোদিনের জন্যে যাচ্ছি আমরা, বস্?'

'কতোদিনে চিরকাল হয়? যে-সব মেয়েদের সাথে তোমার পরিচয়

হয়েছে, তাদের কাছ থেকে আজ রাতেই বিদায় নিয়ে নাও। গোল্ডফিল্ডে তোমার আর ফেরা না-ও হতে পারে। ছুরি আর বর্শাটা সাথে নিতে ভুলো না, জঙ্গলে ওগুলো কাজের জিনিস। রওনা তো হই আগে, তারপর দেখা যাবে পথ আমাদের কোথায় নিয়ে যায়।'

নিজের বেডরুমে ফিরে এসে ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিলো রানা। খুব সামান্যই নিলো ও, তারপরও দুটো চামড়ার ব্যাগ ফুলে উঠলো। গান র‍্যাক থেকে একজোড়া শটগান নিলো, রাইফেল নিলো চারটে। কাজ শেষ করে সুফিয়ার কাছে বিদায় নিতে এলো ও।

নিজের স্যুইটে ছিলো সুফিয়া, নক করতেই খুলে দিলো দরজা।

'শুনেছো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'হ্যাঁ, শহরের সবাই জানে। ওহ্! রানা, সাংঘাতিক দুঃখ পেয়েছি আমি-প্লীজ, ভেতরে এসো।' দরজার কবাট ধরে একপাশে সরে দাঁড়ালো সুফিয়া। 'চার্লি কেমন আছে?'

'ভালোই থাকবে ও-এই মুহূর্তে নেশা করে ঘুমিয়ে আছে।'

'ওর কাছে যাবো আমি,' দ্রুত বললো সুফিয়া। 'এখন ওর আমাকে দরকার।'

জবাবে একটা ভুরু সামান্য উঁচু করলো রানা, ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে এক সময় মাথাটা নিচু করলো সুফিয়া।

'না, বোধহয় তোমার কথাই ঠিক...উচিত হবে না। অন্তত এখুনি নয়। পরে যখন প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠবে, তখন যাবো।' চোখ তুলে তাকালো সুফিয়া, কি যেন খুঁজলো রানার মুখে। তারপর মিষ্টি হেসে বললো, 'তোমার বোধহয় গলা ভেজানো দরকার। ব্যাপারটা তোমার জন্যেও তো কম আঘাত নয়।' দ্রুত পায়ে বার-এর দিকে এগোলো সে। নীল ড্রেসিং গাউন পরে আছে সুফিয়া, হাঁটার সময় ঘন ঘন ঝাঁকি খেলো নিতম্ব ও স্তন। হাতে গ্লাস নিয়ে ফেরার সময় তার দিকে তাকিয়ে থাকলো

রানা। মেয়েটা সত্যিই সুন্দরী, আবারও ভাবলো ও। সুন্দরী আর একা। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো ও।

সুফিয়ার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে সামান্য উঁচু করলো রানা। 'যতোদিন না আবার দেখা হয়, সুফিয়া।'

চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো সুফিয়ার। 'বুঝলাম না। এ-কথা কেন বললে?'

'কাল সকালে আমরা চলে যাচ্ছি।'

'কি! না! তুমি ঠাট্টা করছো!' যদিও মনে মনে জানে, ঠাট্টা নয়। এরপর আর বেশি কিছু বলার থাকলো না। নিজের গ্লাসটা শেষ করলো রানা, টুকটাক কিছু কথা হলো, তারপর সুফিয়াকে চুমো খেলো রানা।

'সুখী হও,' আদর-মাখা নির্দেশ দিলো রানা, 'প্লীজ।'

'চেষ্টা করবো। খুব শিগগিরই একদিন ফিরে এসো। এসে দেখবে তোমার কামরাটা এখনকার মতোই খালি পড়ে আছে।'

'যদি অনেক বছর পর ফিরি—এক যুগ বা আরো অনেক পরে?'

'তখনও খালি থাকবে কামরাটা, ঠিক যেমন খালি থাকবে আমার বুক। যদি কোনদিন ফেরো, আমি বুঝবো তুমি আমার কাছে ফিরে এসেছো—শুধু আমারই কাছে।'

'ফিরবো, শুধু যদি কথা দাও ফিরে এসে দেখবো সুদর্শন এক যুবককে বিয়ে করেছো তুমি।'

রানার বুকে আলতোভাবে ঘুসি মারলো সুফিয়া। 'সময় থাকতে পালাও, রানা—আমি হয়তো তোমাকেই পছন্দ করে জেদ ধরে বসবো...।'

সত্যি সত্যি পালিয়ে এলো রানা, কারণ জানে এরপর আর কান্নাটা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না সুফিয়া—সেটা ও দেখতে চায় না।

আট

প্রথম দিন পনেরো মাইল এগোলো ওরা। ছোট্ট একটা পাহাড়ী ঝর্ণার ধারে ক্যাম্প ফেলা হলো। অনেকদিন ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস নেই, সারা শরীর ব্যথা করছে রানার। আগুনের ধারে বসে একটা চুরুট ধরালো ও তাকালো চার্লির দিকে।

সারা দিন কারো সাথে কথা বলেনি চার্লি। এই মুহূর্তে তাকে ক্লান্ত ও নির্লিপ্ত লাগলো রানার।

রানার নির্দেশে বারোজন জুলুকে ভাড়া করেছে ডমরু, তাদের সাহায্য নিয়ে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠলো সে। আকাশে, গাছপালার মাথায়, চাঁদ উঠলো। সুর করে গান ধরলো জুলুরা।

রানার সাথে ম্যাপ আছে, আগুনের আলোয় সেটা মেলে ধরলো ও। প্রথম দিনেই জঙ্গলের সীমানায় পৌঁছে গেছে ওরা, সামনে ছোটোখাটো কয়েকটা শহর পড়বে। রানার ইচ্ছে, শহরগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া। শহুরে পরিবেশ দেখলেই গোল্ডফিল্ডের কথা মনে পড়ে যাবে চার্লির।

জুলুদের সুরেলা গানে বাধার সৃষ্টি করলো শেয়ালের ডাক, তবে দূরেই থাকলো ওগুলো, কাছাকাছি এলো না। খাওয়াদাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লো ওরা। ভোর অন্ধকার থাকতে কাল আবার রওনা হতে হবে।

পরের দু'দিন পঞ্চাশ মাইল পেরিয়ে এলো ওরা। রানার ভাব দেখে মনে হলো, যেন কোথাও পৌঁছুবার জন্যে জরুরী তাগাদা অনুভব করছে ও। এক সকালে মাথা চুলকাতে চুলকাতে ওর সামনে এসে দাঁড়ালো ডমরু, সবিনয়ে জানতে চাইলো, 'আমরা কি কারো সাথে দেখা করতে যাচ্ছি, বস্?'

'না। কেন জানতে চাইছো?'

'কোনো লোক যখন তাড়াহুড়ো করে, তার পিছনে সাধারণত একটা কারণ থাকে—আমাদের ব্যস্ততার কারণটা খুঁজছি আমি।' নেংটি পরা জুলুদের যতোই অসভ্য মনে হোক, ওদের কথাবার্তায় দার্শনিকসুলভ গভীরতা আছে।

'কারণটা হলো...' থেমে গেল রানা। চারদিকে তাকালো, যেন কারণটা খুঁজছে। তারপর গলা পরিষ্কার করে নাকের পাশটা চুলকালো, '...কারণটা হলো, আমরা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব হারিয়ে যেতে চাই।' ডমরুর দিকে পিছন ফিরে নিজের ঘোড়ার দিকে এগোলো ও।

সেদিন ঘোড়ার গাড়িগুলোকে পিছনে রেখে দু'তিন মাইল এগিয়ে থাকলো রানা ও চার্লি। পথ থেকে সরে এলো ওরা, দলের দেখা পাবার জন্যে পিছিয়ে যাবার কোনো ইচ্ছে নেই। রানা বললো, 'চলো, ওই পাহাড়টায় চড়ি। ঘোড়াগুলো নিচে বাঁধা থাক।'

'কেন?' জানতে চাইলো চার্লি।

'দূর ব্যাটা, আয় না!'

ঘোড়াগুলো একটা গাছের সাথে বেঁধে পাথুরে ঢাল বেয়ে চূড়ায় উঠে এলো ওরা। ইতিমধ্যে ঘেমে গোসল হয়ে গেছে দু'জনেই। সামান্য হাঁপাচ্ছে চার্লি। চূড়ায় পৌঁছে একটা বিশাল বোল্ডারের ছায়ায় দাঁড়ালো ওরা, তারপর মসৃণ পাথরের ওপর বসে পড়লো। চার্লির দিকে একটা চুরুট ছুঁড়ে দিলো রানা। চুরুটে টান দিয়ে তাকিয়ে থাকলো নিচে, খোলা ম্যাপের মতো

ওদের সামনে পড়ে রয়েছে বিশাল বনভূমি।

বহুদূর পর্যন্ত শুধু ঘাসবন চোখে পড়লো। মাঝে মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে আছে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে গাছপালার ঘন সারি। আরো অনেক দূরে, সবুজ রেখা দেখে নদীর দু'পাশের গাছপালা চিনতে পারা গেল। তারপরই শুরু হয়েছে ধূসর রঙের বিস্তৃতি। কালাহারি মরুভূমির কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। নদীটা ওরা কাল পেরুবে। তারপর সীমান্ত। তারপর বতসোয়ানা। রানার যতোদূর ধারণা, সীমান্তে কোনো পাহারার ব্যবস্থা নেই।

দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে ঘাসবনের ভেতর তাকালো রানা। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে দু'একটা হরিণ বা জিরাফ চোখে পড়ে। হাসি পেলো রানার, দিনের বেলাও শিয়াল ডাকছে।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভাঙলো চার্লি, বললো, 'এই বিশাল জঙ্গলে নিজেকে আমার বড়ই ক্ষুদ্র বলে মনে হচ্ছে। তবে নিরাপদও লাগছে—এখানে কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে না।' গোল্ডফিল্ড ছাড়ার পর এই প্রথম একটু হাসলো সে।

রানা লক্ষ্য করলো, চার্লির মুখে মানসিক যন্ত্রণার ছাপগুলো এখন অনেক কম। মনে মনে স্বস্তিবোধ করলো ও। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো ওরা, হেলান দিলো বোল্ডারের গায়ে। গাড়িগুলোকে দেখতে পেলো এক সময়, ওদের ঘোড়াগুলোকে গাছের সাথে বাঁধা দেখে সবাইকে থামার নির্দেশ দিলো ডমরু। ঘোড়া ও কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেয়া হলো। ঘাসবনের ভেতর ছুটোছুটি শুরু করলো কুকুরগুলো। এক সময় পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে এলো ওরা।

সেদিন রাতে আগুনের ধারে অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকলো রানা ও চার্লি। আজ কিছু কথাবার্তাও হলো। ধীরে ধীরে পুরানো অনুভূতিগুলো ফিরে আসছে ওদের মধ্যে। নতুন একটা রীফ আবিষ্কার করেছে ওরা, যার

নাম বন্ধুত্ব। ওদের এই বন্ধুত্ব সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তো বটেই, উদার প্রকৃতি ও মূল্যবান সময় সম্পর্কটাকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

আরো এক হপ্তা পর কালাহারি মরুভূমির কিনারায় পৌঁছুলো ওরা। এই প্রথম হাতির চিহ্ন দেখতে পেলো রানা—গাছপালা ভেঙে রেখে গেছে। ভাঙা ডালগুলো এরইমধ্যে শুকিয়ে গেছে, তারমানে অন্তত এক মাস আগের ঘটনা—তবু রোমাঞ্চ অনুভব করলো ও, সেদিন রাতে এক ঘন্টা ধরে পরিষ্কার করলো রাইফেলগুলো। মরুভূমির সীমানায় পৌঁছুলেও, এদিকটা জঙ্গল এখনো খুব ঘন ও গভীর। খোলা উপত্যকায় বুনো মোষের পাল দেখতে পেলো ওরা। সারাদিন মাথার ওপর উড়ে বেড়ায় ঝাঁক ঝাঁক পাখি। নদীর কিনারায় প্রচুর শিকার, বিশেষ করে জেব্রা ও হরিণের কোনো কমতি নেই।

গোন্ডফিল্ড থেকে রওনা হবার পর পাঁচশো মাইল পেরিয়ে এসেছে ওরা। ম্যাপ দেখে নিশ্চিত হয়েছে রানা, চারদিকে পাঁচ–সাত শো মাইলের মধ্যে কোনো শহর নেই।

ডমরুকে নিয়ে সেদিন মাইল খানেক এগিয়ে থাকলো রানা। কথা বলতে বলতে এগোচ্ছিল, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো ডমরু। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে কয়েকটা ভাঙা ডালের দিকে তাকালো রানা। ডালগুলো সদ্য ভাঙা হয়েছে, এখনো রস বেরুচ্ছে ক্ষত থেকে। তারপরই চোখে পড়লো মাটির ওপর পায়ের ছাপ। 'তিনটে মদ্দা,' বললো ডমরু। 'একটা খুব বড়।'

পেনডুলার কথা মনে পড়ে গেল রানার, ওর প্রিয় ট্র্যাকার। 'অপেক্ষা করো এখানে,' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরতি পথ ধরলো ও।

কনভয়ের কাছে ফিরে এলো রানা, দেখলো প্রথম গাড়িতে কোচোয়ানের আসনে শুয়ে আছে চার্লি, হ্যাট দিয়ে মুখ ঢাকা, হাত দুটো মাথার পিছনে। গাড়ি চলছে, ফলে অদ্ভুত এক ছন্দে দোল খাচ্ছে চার্লি।

'চার্লি! হাতি!' চিৎকার করলো রানা। 'নাগাল পেতে মাত্র ঘন্টাখানেক লাগবে। ঘোড়ায় জিন চাপাও, দোস্ত!'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল চার্লি। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল ডমরু, এরইমধ্যে ছাপগুলো কোনদিকে গেছে জেনে নিয়েছে সে। তাকে অনুসরণ করলো ওরা।

'তুমি তো আগেও হাতি শিকার করেছো, তাই না, রানা?' জিজ্ঞেস করলো চার্লি।

'অনেকবার,' আশ্বস্ত করলো রানা।

'স্বস্তি বোধ করছি,' বললো চার্লি। 'আশা করি কোনো বিপদ হবে না।'

'বস্, কথা বলা উচিত হবে না এখন,' সাবধান করলো ডমরু।

হাসি চেপে চার্লির দিকে তাকালো রানা, ঠোঁটে একটা আঙুল রাখলো। খানিক পর হাঁটু সমান উঁচু হলুদ বিষ্ঠার স্তূপ দেখলো ওরা, এখনো বাষ্প উঠছে। ওটাকে পাশ কাটিয়ে ধীর গতিতে এগোলো ওদের ঘোড়া, সামনে দেখা যাচ্ছে হাতির পায়ের তাজা ছাপ।

শিরদাঁড়া খাড়া করে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে রানা, রাইফেলটা কোলের ওপর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের জঙ্গলে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো ডমরু, দ্রুত রানার পাশে চলে এলো। 'এখানে ওরা প্রথম বার থেমেছে,' বললো সে। 'রোদে গরম হয়ে ছিলো জায়গাটা, তাই পছন্দ হয়নি, আবার এগিয়েছে। একটু পরই দেখতে পাবো আমরা।'

'কিন্তু জঙ্গলটা বড় বেশি ঘন হয়ে উঠছে,' বললো রানা। কাঁটাঝোপগুলোর দিকে তাকালো। 'মালাবিকে ডাকো, ঘোড়াগুলো পাহারা দিক সে। আমরা হেঁটে এগোবো।'

'দোস্ত, বেশ তো আরামেই আছি, আবার হাঁটতে বলছো কেন!'

'নামো!' ধমক দিলো রানা, ইশারায় পথ দেখাতে বললো ডমরুকে।

পায়ে হেঁটে এগোলো ওরা। ঘামছে রানা, ফোঁটাগুলো ভুরু থেকে ঝুলে আছে। উত্তেজনায় গলার ভেতরটা শুকিয়ে গেছে ওর।

ঠোঁটে হাসি, রানার পাশে রয়েছে চার্লি। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে সে। হাত–ইশারায় ওদেরকে সাবধান করলো ডমরু, দাঁড়িয়ে পড়লো ওরা।

ধীরে ধীরে পেরিয়ে গেল কয়েকটা মিনিট। তারপর আবার হাত ঝাঁকালো ডমরু। সংকেতটা ধরতে পারলো রানা। 'ফলস অ্যালার্ম! পিছু নিন।'

আবার এগোলো ওরা। রানার চোখের কোণে ভিড় জমে গেছে ঝোপানি মাছির। চোখ মিটমিট করে সেগুলোকে তাড়ালো ও। মাছিগুলো এতো জোরে ভন ভন করছে, সন্দেহ হলো হাতিগুলোও শুনতে পাচ্ছে। শুধু দৃষ্টিশক্তি নয়, রানার ঘ্রাণশক্তিও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো—বুনো ফুল ও ডমরুর গায়ের গন্ধ চিনতে পারলো ও। অকস্মাৎ ওর সামনে আবার স্থির হয়ে গেল ডমরু। হাত–ইশারায় সংকেত দিলো সে। 'হাতিগুলো এখানে আছে।'

ডমরুর পিছনে ওত পেতে বসে থাকলো ওরা। সবুজ ঝোপ ও ছাই রঙা ছায়া ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে ওরা, চার্লি এখন আর হাসছে না। ধীরে ধীরে হাত তুলে ওদের সামনে লতা–পাতার একটা পাঁচিল দেখালো ডমরু।

পাঁচিলটার গায়ে চোখ বুলালো ওরা। কিন্তু কোথায় হাতি?

অলস ভঙ্গিতে নড়ে উঠলো একটা কান, পরমুহূর্তে পরিষ্কার ফুটে উঠলো একটা আকৃতি। হাতিটা প্রকাণ্ড, ছাই রঙের ছায়ার ভেতর ছাই রঙা গা। ডমরুর বাহু স্পর্শ করলো রানা, অর্থ হলো, 'আমিও দেখতে পেয়েছি।'

ধীরে ধীরে আবার হাত তুললো ডমরু। আবার শুরু হলো অপেক্ষার পালা। রুদ্ধশ্বাসে খুঁজছে ওরা। হঠাৎ বিদঘুটে একটা শব্দ হলো, চমকে উঠলো ওরা। শব্দটা চিনতে পারলো রানা—হাতির পেট থেকে বেরিয়েছে।

প্রকাণ্ড একটা পেট, প্রায় হজম হওয়া লতাপাতায় অর্ধেকটা তার ভরা। গভীর নিস্তব্ধতার ভেতর এমন অদ্ভুত শোনায় আওয়াজটা, গলা ছেড়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করলো রানার। দ্বিতীয় হাতিটাকে দেখতে পেলো ও, এটাও গাছ ঝোপের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে। হলদেটে আইভরি অসম্ভব লম্বা। হাতিটার চোখ দুটো বন্ধ।

চার্লির কানে ঠোঁট ঠেকালো রানা। 'দ্বিতীয়টা তোমার,' ফিসফিস করলো ও। 'প্রথমটাকে ভালোমতো পাবার জন্য পজিশন নিই আমি, অপেক্ষা করো।' এক পাশে সরে যাচ্ছে ও। যতই সরলো রানা, ততই পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠলো প্রথম হাতির আকৃতি। এক সময় হাতির কাঁধ স্পষ্ট দেখতে পেলো ও। ওর এই পজিশন থেকে হৃৎপিণ্ডে গুলি করা সম্ভব। চার্লির উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালো ও, রাইফেলটা তুললো, তারপর গুলি করলো।

কাঁটাঝোপের ভেতর গুলির শব্দ হলো অত্যন্ত জোরালো। হাতির কাঁধ থেকে ধুলো উড়তে দেখলো রানা। গুলির সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো সে। ওটার সামনে দাঁড়ানো তৃতীয় হাতিটার ঘুম ভেঙে গেল, সাথে সাথে ছুটলো সে। দ্রুত হাতে রাইফেল রিলোড করলো রানা, আবার ট্রিগার টানলো। গুলিটা লাগতে দেখলো ও, বুঝতে পারলো আঘাত খুব গুরুতর। একযোগে ছুটলো হাতি দুটো, তাদের সামনে ঘুরে গেল জঙ্গল, ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা। আহত অবস্থায় বাধ্য কতদূরই পালাতে পারবে না, পিছু ধাওয়া করলো রানা।

ওর পাশ থেকে চিৎকার করলো ডমরু, 'এদিকে, বস! জলদি, তা না হলে ধরতে পারবো না!'

পলায়নের শব্দ অনুসরণ করে ছুটলো ওরা। একশো গজ পেরিয়ে এলো, তারপর দুশো গজ। প্রচণ্ড রোদে পুড়ে যাচ্ছে গায়ের চামড়া। হাঁপাচ্ছে দু'জনেই। আচমকা কাঁটা-ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, সামনে নদী,

মনে হলো শুকনো খটখটে।

নদীর কিনারায় পৌঁছুলো ওরা, দেখলো মাঝখানে সামান্য পানি রয়েছে। একটা হাতি এরইমধ্যে মারা গেছে, ক্ষীণ স্রোতের মধ্যে স্থির হয়ে রয়েছে শরীরটা, রক্তে লাল হয়ে উঠছে পানি। অপর হাতিটা উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। প্রায় খাড়া ঢাল, বারবার পিছলে যাচ্ছে পা। হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকালো হাতি, হড়কে আরো খানিক পিছিয়ে এসে ঘুরে দাঁড়ালো, তারপর ছুটে এলো আক্রমণ করার জন্যে।

সাবধানে রাইফেল তুললো রানা। লক্ষ্যস্থির করে গুলি করলো। নরম বালির ওপর পড়ে গেল হাতি। মগজ ভেদ করে গেছে বুলেটটা।

ঢাল বেয়ে নিচে নামলো ওরা। মরা হাতির গায়ে হাত বুলালো রানা। 'চার্লি কোথায়?' হঠাৎ তার কথা মনে পড়ে গেছে ওর। 'সে-ও কি লাগাতে পেরেছে?' উত্তেজনার মধ্যে খেয়ালই করেনি গুলির আর কোনো শব্দ হয়েছে কিনা।

মাথা নাড়লো ডমরু। 'উনি গুলি করেননি,' বললো সে।

'কি!' ঝট করে ডমরুর দিকে ফিরলো রানা। 'কেন?'

নাকের ভেতর এক চিমটি নস্যি ভরে হাঁচি দিলো ডমরু, তারপর কাঁধ ঝাঁকালো। হাতির গায়ে হাত বুলালো সে, বললো, 'এটার দাঁত বেচে অনেক টাকা পাবো আমরা, বস্।'

'চলো চার্লিকে খুঁজি,' রাইফেলটা তুলে নিয়ে ছুটলো রানা। ওকে অনুসরণ করলো ডমরু।

কাঁটাঝোপের ভেতর একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখলো ওরা চার্লিকে, রাইফেলটা পায়ের সামনে পড়ে আছে, বোতল থেকে ওয়াইন খাচ্ছে সে। রানাকে দেখে মুখ থেকে বোতলটা নামালো। 'স্বাগতম, বিজয়ী বীরকে স্বাগতম—হে মহান শিকারী, সকল প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য!' তার চোখে কি যেন একটা রয়েছে, চিনতে পারলো না

রানা।

'তুমি গুলি করোনি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'না, করিনি,' বললো চার্লি। 'করতে পারিনি।' বোতলটা তুলে আবার ওয়াইন খেলো সে।

চার্লি নিজেকে কাপুরুষ ভাবছে বুঝতে পেরে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করলো রানা। লজ্জায় চোখ দুটো নামিয়ে নিলো ও, মনের ভাব গোপন করার জন্যে। 'চলো, গাড়ির কাছে ফিরে যাই,' বললো ও। 'দাঁতগুলো নেয়ার জন্যে ঘোড়া নিয়ে ফিরে আসবে ডমরু।'

আসার পথে পাশাপাশি ছিলো ওরা, ফেরার পথে থাকলো না।

নয়

ক্যাম্পে ফিরে আসতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেল। জুলুদের একজনের হাতে লাগাম ধরিয়ে দিয়ে বালতি থেকে পানি নিয়ে হাত-মুখ ধুলো ওরা, তারপর আগুনের পাশে এসে বসলো। একা শুধু রানাকে কফি দেয়া হলো, চার্লির হাতে ওয়াইনের বোতলটা রয়েছে এখনো। তার দিকে তাকাতে পারছে না রানা, কফির কাপটা অহেতুক নাড়াচাড়া করছে। আড়ষ্ট বোধ করছে ও। বিষয়টা নিয়ে কথা হওয়া দরকার, প্রসঙ্গটা কিভাবে তোলা যায় ভাবছে। শিকারে বেরিয়ে, শিকার নাগালের মধ্যে পেয়ে, গুলি করতে না পারাটাকে

কাপুরুষতা বলেই ধরে নেয়া হয় সাধারণত। চার্লির পক্ষ অবলম্বন করলো রানা, মনে মনে একের পর এক অজুহাত তৈরি করছে। ওর গুলির শব্দে চার্লির মনোযোগ হয়তো ছুটে গিয়েছিল। কিংবা হয়তো হাতিটাকে আরো ভালো পজিশন থেকে গুলি করতে চেয়েছিল সে, সময় বেশি নেয়ায় ছুটে পালাবার সময় পেয়েছে। যাই ঘটুক না কেন, ব্যাপারটাকে এভাবে ঝুলে থাকতে দেবে না রানা—দু'জনের মাঝখানে তিক্ত একটা গাম্ভীর্যের পাঁচিল মাথাচাড়া দিয়েছে, ওটাকে সরাতে হবে। খোলাখুলি কথা বলবে ওরা, তারপর ভুলে যাবে।

উঠে গিয়ে একটা গ্লাস আনলো রানা, বাড়িয়ে দিলো চার্লির দিকে, মৃদু হাসলো। 'এটায় ঢেলে খাও।'

'বেশ—বেশ, হাসি দিয়ে আড়াল করে রাখো!' রানার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে বললো চার্লি, খানিকটা ওয়াইন ঢেলে গ্লাসটা উঁচু করলো। 'আমাদের দুঃসাহসী শিকারী, বিজয়ী বীরের স্বাস্থ্য কামনা করছি। ড্যাম ইট, দোস্ত, এ কাজ তুমি করো কিভাবে?'

চার্লির দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। 'কি বলতে চাও?'

'খুব ভালো করেই জানো কি বলতে চাই। তোমার অপরাধবোধ এতোই প্রবল যে আমার দিকে তাকাতেই পারছো না। হাতি কি? বনভূমির সৌন্দর্য। কিভাবে ওদের খুন করতে পারো তুমি? আরো ভীতিকর ব্যাপার হলো, খুন করে আনন্দ পাও কি করে?'

নিজেকে দুর্বল লাগলো রানার, ধীরে ধীরে চেয়ারটায় বসে পড়লো। ঠিক বুঝতে পারলো না মনে কোন্ অনুভূতিটা প্রবল হয়ে উঠেছে—স্বস্তি নাকি বিস্ময়।

আবার মুখ খুললো চার্লি। 'জানি কি বলতে চাইবে তুমি। এ-সব যুক্তি আমি আমার পিতৃদেবের কাছ থেকে অনেক শুনেছি। আমরা একটা অসহায় শিয়ালকে তাড়া করে মারলাম, এরপর শিকারের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা

করে শোনানো হলো আমাকে। আমরা, মানে বিশজন ঘোড়সওয়ার ও চল্লিশটা হাউণ্ড।'

উকিলের ভূমিকা নেয়ার প্রস্তুতি ছিলো রানার, হঠাৎ নিজেকে আসামীর কাঠগড়ায় আবিষ্কার করে হতভম্ব হয়ে পড়েছে। 'তুমি শিকার পছন্দ করো না?' রানার গলায় অবিশ্বাস, যেন জানতে চাইছে, 'তুমি খেতে পছন্দ করো না?'

'শিকার কি জিনিস আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তোমার উত্তেজনা আমার ভেতরও ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু যেই তুমি খুন করতে শুরু করলে অমনি সব মনে পড়ে গেল আমার।' গ্লাসে চুমুক দিয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকলো চার্লি। 'ওদের কোনো সুযোগই দেয়া হয়নি। বেচারিরা আরাম করে ঘুমোচ্ছিল, চোরের মতো এগিয়ে গিয়ে একেবারে কাছ থেকে গুলি করে মারলে তুমি ওদের—ঠিক যেমন হাউণ্ডগুলো শিয়ালটাকে ফেড়ে ফেলে। ওদের তুমি কোনো সুযোগই দাওনি।'

'কিন্তু, চার্লি, শিকার মানে প্রতিযোগিতা নয়…।'

'হ্যাঁ, জানি, আমার প্রিয় বাবা তাও ব্যাখ্যা করেছিল। আপন অস্তিত্ব রক্ষার প্রবণতাকে যদি অস্ত্র বলা যায়, শিকার হলো সেই অস্ত্রে বা ছুরিতে শান দেয়া। আরো ব্যাখ্যা আছে, জানি। স্রেফ শখ, কিংবা নিজের শক্তি-সামর্থ্য যাচাই। বাবার আসলে উচিত ছিলো আমাকে বাদ দিয়ে শিয়ালটাকে এসব ব্যাখ্যা করে শোনানো।'

এবার রেগে উঠেছে রানা। 'তুমি ভুল বুঝছো।'

'যদি বলো হাতিগুলোকে তুমি শখের বশে খুন করেছো, আমি তোমাকে মিথ্যেবাদী বলবো। শিকার তুমি ভালোবাসো, দোস্ত। এ তোমার একটা নেশা। গড, গুলি করার সময় যদি নিজের মুখটা তুমি দেখতে পেতে!'

'বেশ, তবে শোনো—শিকার করতে ভালোবাসে না এমন একজন

লোককেই চিনি আমি। সে একটা কাপুরুষ!' চার্লির উদ্দেশ্যে চিৎকার করলেন রানা।

ম্লান হয়ে গেল চার্লির চেহারা, রানার দিকে মুখ তুললো সে। 'কি বলতে চাইছো তুমি?' এতো নিচু গলায় ফিসফিস করলো, কোনো রকমে শুনতে পেলো রানা।

নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, এই নিস্তব্ধতার ভেতর এখনই রানাকে বেছে নিতে হবে—রাগটাকে বাড়তে দেবে, নাকি সামলে নিয়ে আপোষে আসবে। ঠোঁটে ভিড় জমিয়েছে এমন সব শব্দ, যা উচ্চারণ করলে চিরকালের জন্যে শেষ হয়ে যাবে ওদের সকল সম্পর্ক। শক্তভাবে চেয়ারের হাতল ধরা হাত দুটোকে শিথিল করলো রানা। 'কথাটা আমি বলতে চাইনি…বলিনি।'

'আমারও তাই ধারণা।' কথার আগেই ঠোঁটে ফিরে এলো চার্লির আগের সেই নিঃশব্দ হাসি। 'বলো তো, দোস্ত, কেন তুমি শিকার ভালোবাসো? বোঝার চেষ্টা করবো, তবে আশা কোরো না আর কখনো তোমার সাথে আমি শিকারে যাবো।'

এ যেন এক জন্মান্ধকে রঙ চেনানো। একজন শিকারীর আকুল আকাঙ্ক্ষা তাকে কি ব্যাখ্যা করে বোঝানো সম্ভব, যে এই আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই জন্মেছে? তবু ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করলো রানা। ওকে বাধা না দিয়ে চুপ করে থাকলো চার্লি। রানা বললো, শিকার মানে উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ, এই উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ শিকারীর সারা শরীরের সমস্ত রক্তকে নাচিয়ে দেয়। রক্তে বান ডাকে, রানা শুনতে পায় ওর রক্ত গান গাইছে। শুধু তাই নয়, ওর সব ক'টা ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, এবং এমন একটা ভাবাবেগে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়ার সুযোগ করে দেয় যা যৌনমিলনের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার মতোই প্রাচীন। রানা বোঝাবার চেষ্টা করলো, শিকার যতো সুন্দর ও শক্তিশালী হবে, সেটাকে জয় করার আকুলতাও ততো বেশি তীব্র

হবে; বোঝাতে চাইলো, এর মধ্যে কোনো রকম সচেতন নিষ্ঠুরতা নেই, বরং বলা যায় এ এক ধরনের ভালোবাসারই প্রকাশ; ভালোবেসে পেতে চাওয়ার তীব্র আকুতি। একান্তভাবে নিজের দখলে আনার জন্যে অনেক জিনিসই ধ্বংস করে মানুষ; অনেকটাই হয়তো স্বার্থপরতা থাকে তার মধ্যে, কিন্তু কে না জানে যে প্রবৃত্তি কোনো নীতি মানে না। গোটা ব্যাপারটা রানার কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার, শিকারের রোমাঞ্চ ও উত্তেজনা এতো গভীরভাবে অনুভব করে ও যে তা কখনো ভাষায় প্রকাশ করার প্রয়োজন বোধ করেনি। চার্লিকে ব্যাখা করতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেলো ও, একই কথা কয়েকবার বললো, সঠিক শব্দের অভাবে অসহায় বোধ করলো। এক সময় থামলো ও, চার্লির মুখ দেখে বুঝলো, তাকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে সে।

'আর এই তুমিই কিনা শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য ময়নিহানের সাথে লড়েছিলে,' নরম সুরে বললো চার্লি। 'এই তুমিই তো সব সময় মানুষকে আঘাত না দেয়ার কথা বলতে ভালোবাসো।'

প্রতিবাদ করার জন্য মুখ খুললো রানা, ওকে থামিয়ে দিয়ে আবার বললো চার্লি, 'তুমি হাতি শিকারের শখ মেটাও, আমি দেখি এদিকটায় সোনা পাওয়া যায় কিনা—এসো, যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তুমি হাতিগুলোর ওপর যে অন্যায় করছো তা আমি ক্ষমা করবো, আমি সুফিয়ার ওপর যে অন্যায় করেছি তা তুমি ক্ষমা করবে। এখনো সমান অংশীদার, রাজি?'

মাথা ঝাঁকালো রানা। মৃদু কণ্ঠে বললো, 'আমি ভেবেছিলাম, শিকার তুমি পছন্দ করবে, চার্লি। সত্যি বলতে কি, তোমার জন্যেই এসেছি আমি। হাতির দাঁত বা দাঁত বেচা টাকা—কোনোটারই আমার দরকার নেই, আপন গড!'

ওর দিকে গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরলো চার্লি। 'অনেক আগেই খালি হয়ে

গেছে, একটু ভরে দেবে, দোস্ত?'

।

শিকার শেষ। ঠিক হলো, আরও ক'টা দিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে ফিরে যাবে ওরা কেপ টাউনে। ওখানেই বিদায় নেবে পরস্পরের কাছ থেকে। দু'জনের কেউই মনে রাগ বা ক্ষোভ পুষে রাখেনি, সন্দেহ বা ঈর্ষাতেও ভুগছে না, ফলে সম্পর্কটা আগের মতোই মধুর থাকলো ওদের। দু'জনেরই পছন্দ, এমন ব্যাপারগুলো উপভোগ করে ওরা; পছন্দ দু'রকম হলে স্রেফ মেনে নেয়। আগুনের ধারে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করে ওরা, পরদিন অনেক বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকে বিছানায়। কোনো কোনো রাতে দাবার বোর্ড নিয়ে বসে দু'জন, কিংবা হয়তো চার্লিকে দস্তয়েভস্কির উপন্যাস থেকে পড়ে শোনায় রানা।

একদিন প্রসঙ্গটা উঠেই পড়লো।

চুরুটে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিলো চার্লি। তারপর মৃদুস্বরে, হঠাৎ করেই জানতে চাইলো সে, 'আচ্ছা, বলো তো, রানা—এরকম একটা ঘটনা ঘটলো কেন? ছিলাম রাজা, রাতারাতি হলাম পথের ফকির—কেন, কারণটা কি?'

মনে মনে চাইছিল রানা প্রসঙ্গটা উঠুক। কেন এরকম ঘটলো, তার একটা ব্যাখ্যা চার্লির পাওয়া দরকার, যাতে ভবিষ্যতে একই ভুল না হয়, নিজেকে শুধরে নিতে পারে। 'কারণ হলো লোভ, চার্লি। আমাদেরকে অন্যায় লোভে পেয়েছিল। ময়নিহানকে সর্বস্বান্ত করতে চাওয়াটা উচিত হয়নি আমাদের।'

'কিন্তু ভুলে যেয়ো না আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল সে!'

'মানলাম ষড়যন্ত্র করছিল, কিন্তু ভেবে দেখেছো কি, কেন ষড়যন্ত্র করছিল?'

'কেন?'

'এখানে তোমার ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রসঙ্গ এসে পড়ে,' মৃদুকণ্ঠে বললো রানা। 'প্রশংসা করছি না, মানুষ হিসেবে তুমি সত্যি চমৎকার। তোমার বন্ধুত্ব, তুলনা হয় না। টাকা-পয়সার ব্যাপারে তোমার সততা, দৃষ্টান্ত হতে পারে। অদ্ভুত কোমল একটা সুন্দর মন আছে তোমার। কিন্তু এ-সবের প্রকাশ কার বেলায় ঘটে? কার কাছে তুমি চমৎকার মানুষ? শুধু যাদেরকে ভালো লাগে তোমার, তাদের কাছে। তোমার বন্ধুত্ব, সততা ও কোমলতা আমি উপলব্ধি করি, ডমরু উপলব্ধি করে, কিন্তু বাকি সবাই? বাকি সবাই জানে তুমি তাদেরকে হয় করুণা করো, নাহয় ঘৃণা করো। সত্যি হয়তো ব্যাপারটা সেরকম নয়, কিন্তু তোমার আচরণে সেটাই প্রকাশ পায়। সবাই জানে তোমার ভেতর একটা অহংবোধ আছে—থাক বা না থাক, লোকের এই জানাটা খুব খারাপ, তোমাকে তারা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। তোমার আরেকটা ত্রুটি, মাঝে-মধ্যে শুধু নিজের দিকটাই দেখো, অন্যের সুবিধে-অসুবিধের কথা চিন্তা করো না। সুফিয়ার কথা ভাবো। তাকে গোন্ডফিল্ডে চিরকাল থাকতে হবে অথচ এমন অপমান করলে যে বেচারি মুখ দেখাতে পারছে না কারও কাছে।

'তুমি জানতে ময়নিহান অতি ধুরন্ধর লোক, তার কূটবুদ্ধির প্রমাণও তুমি পেয়েছো, তারপরও অকারণে তাকে খোঁচাতে থাকো। শুধু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে তাকে তুমি পরম শত্রুতে পরিণত করলে, নিজেকে গার্ড করবার কোনো ব্যবস্থা না রেখেই। আমি তোমার দোষ দিচ্ছি না, তোমার স্বভাবের এই দিকগুলো আমার চোখে পড়েছে, তাই বন্ধু হিসেবে জানিয়ে দিচ্ছি। এগুলো যদি কাটিয়ে উঠতে পারো, যদি ঝেড়ে ফেলতে পারো অহংবোধটুকু, তুমি একজন অসাধারণ মানুষ হয়ে উঠতে পারবে—আমি জানি।'

চুপচাপ রানার কথাগুলো শুনলো চার্লি। অনেকক্ষণ পর বিড়বিড় করে

বললো সে, 'অনেক দেরি করে ফেলেছো, দোস্ত। এই কথাগুলোই আরো আগে আমাকে বলা উচিত ছিলো তোমার। এখন তো নিজেকে আর শুধরে নেয়ার সময় নেই। সেই বললেই যখন, সব শেষ হয়ে যাবার পর বললে!'

গলা ছেড়ে হেসে উঠলো রানা। 'পাগল! শোধরানোর সময় কখনই শেষ হয় না। আর কে বললো তোমাকে, সব শেষ হয়ে গেছে? কিছুই শেষ হয়নি, চার্লি।'

তিক্ত হাসলো চার্লি। 'মিথ্যে প্রবোধ দিয়ো না তো!'

'মিথ্যে প্রবোধ! ঠিক আছে, বলো, কি দরকার তোমার? কি পেলে খুশি হও তুমি?'

'থাক,' হতাশার কালো ছায়া পড়লো চার্লির চেহারায়। 'এ-বিষয়ে কথা বলতে ভালো লাগছে না। যা ঘটার ঘটেছে, ব্যাপারটা আমি মেনেও নিয়েছি। আমি জানি, আর কোনোদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবো না। অষ্টাদশ ব্যারনকে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব ঈশ্বর ও প্রকৃতির ওপর ছেড়ে দিলাম, ইংল্যাণ্ডে আমার এলাকার কালো লোকগুলোর ভবিষ্যৎও ছেড়ে দিলাম তাদের নিয়তির ওপর। আমি···উন্নতির শখ আমার মিটে গেছে, রানা···এখন থেকে লোকে আমাকে জানবে অকর্মা ভবঘুরে।'

এমন সুরে কথা বললো রানা, চার্লির কথা যেন শুনতেই পায়নি। 'এক মিলিয়ন পাউণ্ড কিন্তু খুব কম টাকা নয়, কি বলো, চার্লি? আমরা একটা কোম্পানী খুলতে পারি। আমি সময় দিতে পারবো না। কিন্তু তোমার মতো ব্যবসা-বুদ্ধি আছে এমন কোনো লোকের হাতে এক মিলিয়ন পাউণ্ড দিলে, বছর দুয়েকের মধ্যে বেড়ে দিগুণ বা এমনকি তিনগুণও হয়ে যেতে পারে টাকাটা—কি, ঠিক বলিনি?'

'স্বপ্ন দেখতে ভালোই লাগে।' রানার পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালো চার্লি। 'আমার ঘুম পাচ্ছে, দোস্ত।' হাঁটতে শুরু করলো সে।

পিছন থেকে মৃদুকণ্ঠে রানা বললো, 'সুইস ব্যাংকে আমার একটা

অ্যাকাউন্ট আছে।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো চার্লি, রানার দিকে ফিরলো। 'কি বললে?' তার মনে হয়েছে, শুনতে ভুল করেছে।

'ভুল শোনোনি। সুইস ব্যাংকে আমার একটা গোপন অ্যাকাউন্ট আছে। গোপন অ্যাকাউন্ট, তবে টাকাগুলো বৈধ ব্যবসার মাধ্যমে রোজগার করা। ওখান থেকে এক মিলিয়ন পাউণ্ড তোমাকে আমি দেবো। হঠাৎ করে নয়, গোল্ডফিল্ড ছাড়ার আগেই নিয়েছি সিদ্ধান্তটা। আমি চাই আবার তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াও, ব্যবসা করো, তোমার এলাকার কালো লোকগুলোর জন্যে ভালো কিছু একটা করো, অষ্টাদশ ব্যারনকে উচিত শিক্ষা দাও।'

ধীরে ধীরে ফিরে এলো চার্লি, রানার পাশে বসে ওর একটা হাত চেপে ধরলো। কথাগুলো চমকে দিয়েছে ওকে, নড়িয়ে দিয়েছে ওর ভিত। অনেকক্ষণ কথা বললো না, শুধু চোখ মিট মিট করে দেখলো রানাকে, তারপর ফিসফিস করে বললো, 'আমার গায়ে চিমটি কাটো, প্রমাণ করো আমি স্বপ্ন দেখছি না।'

একটা হাত তুলে চার্লির মাথার চুল এলোমেলো করে দিলো রানা। 'ইচ্ছে করলে আফ্রিকাতেই থেকে যেতে পারো তুমি, খুঁজে বের করতে পারো নতুন কোনো সোনার খনি। কিংবা যদি চাও ইংল্যাণ্ড বা ক্যানাডায় ব্যবসা করবে, তাই হবে। মোট কথা, নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে আমার তরফ থেকে ওই টাকাটা মূলধন দেয়া হচ্ছে তোমাকে—কোনো শর্ত ছাড়াই, কোনোদিন ফেরত দেয়ার সামর্থ্য হলে দিয়ো, না দিলেও কোনো অভিযোগ থাকবে না।'

'কে তুমি, মাসুদ রানা?' চার্লির গলা থেকে আওয়াজ বেরুতে চায় না। 'তোমার আসল পরিচয় কি? কোনও রাজা–মহারাজা–বাদশা?'

'তোমাকে তো আগেই বলেছি, তোমরা যা জানো তার বাইরেও আমার কিছু পরিচয় আছে, কিন্তু প্রকাশ করার উপায় নেই। আমি আসলে

কি বা কে, আমাদের বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই তা প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়। শুধু জেনে রাখো, দেশের কাজে নিয়োজিত আমি, নিজের দেশকে ভালোবাসি, এবং অন্যায় কোনো কাজে আমি নেই।'

অকপটে বিশ্বাস করলো চার্লি রানার সব কথা।

'তাহলে···তাহলে···গোল্ডফিল্ডে সব হারাবার পর তুমি আমাকে নিয়ে জঙ্গলে চলে এলে কেন? আমি তো জানি সব হারানোর পর তুমিও আমার মতো দিশেহারা বোধ করছো, আর কিছু করার নেই দেখে পালিয়ে এসেছো এখানে···।'

হাসলো রানা। 'জঙ্গলে এসেছি, তোমার শিকারের শখ মেটাবার জন্যে। চেয়েছিলাম প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে ক'টা দিন থাকলে তোমার মনে শান্তি ফিরে আসবে। আরেকটা উদ্দেশ্য ছিলো, তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা।'

'তুমি আমাকে সত্যি এক মিলিয়ন···কিন্তু রানা, কতো টাকা আছে তোমার? এ আমি বিশ্বাস করবো কিভাবে! এতো টাকা কে কাকে দেয়!'

'তুমি আমাকে দিতে না, যদি তোমার থাকতো?' পাল্টা প্রশ্ন করলো রানা।

লজ্জা পেলো চার্লি। এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো সে। তারপর বললো, 'কি জানি। তোমাকে আমি সত্যি ভালোবাসি। তোমার মতো বন্ধু পাওয়া সত্যি দুর্লভ ভাগ্য। দিতাম, তবে কতো টাকা থাকলে এক মিলিয়ন দিতে চাইতাম তা আমাকে জিজ্ঞেস করো না। জিজ্ঞেস করো না টাকাটার নিরাপত্তার কথা ভেবে কি কি শর্ত দিতাম। তোমার ওপর কোনো চাপ পড়বে না তো···?'

'নাহ্! আরও কয়েকটি দেশে আমার টাকা আছে। আমি চাই না পুঁজির অভাবে ব্যবসায় মার খাও তুমি।' চার্লির ধরা নিজের হাতটার দিকে তাকালো রানা। 'হাতটা এবার ছাড়লে হয় না, আর কতো চাপ দেবে?'

ঝট করে হাতটা সরিয়ে নিলো চার্লি। 'দুঃখিত, দোস্ত। এখন তাহলে কি হবে--মানে, কি করবো আমরা?'

'এবার ফেরার পালা। জঙ্গল ছেড়ে কেপটাউনে চলে যাবো আমরা। ওখান থেকে আমাদের পথ আলাদা হয়ে যাবে। তার আগে চেকটা লিখে দেবো আমি।'

আবার রানার হাতটা চেপে ধরলো চার্লি। 'কিন্তু তারপর? আর আমাদের দেখা হবে না কখনো?'

'দেখা হবে না কেন? লণ্ডনের একটা ঠিকানা দেবো তোমাকে, ওখানে চিঠি লিখলে বা ফোন করলে মেসেজটা দু'দিনের মধ্যে পেয়ে যাবো— দুনিয়ার যেখানেই আমি থাকি না কেন। বিপদে আমার সাহায্য চাইলে দেখবে উড়ে চলে এসেছি।'

'কিন্তু রানা, তোমার এই ঋণ আমি শোধ করবো কিভাবে?'

গম্ভীর হলো রানা। 'ঋণ বলছো কেন? আমি কি টাকাগুলো তোমাকে ধার দিচ্ছি, না দান করছি? ওগুলো তো এক বন্ধুকে আরেক বন্ধুর উপহার।'

'কিন্তু আমি, রানা? আমি তোমাকে কি উপহার দেবো? আমার তো এমন কিছু নেই...।'

'তুমি আমাকে উপহার দেবে তোমার চরিত্রের মাধুর্য, চার্লি। তুমিই বলেছ, অহংবোধ ঝেড়ে ফেলে শুদ্ধ মানুষ হয়ে উঠবে তুমি, সেটাই হবে আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া।'

'চেষ্টা করবো রানা, কথা দিলাম,' আবেগে চার্লির গলা কেঁপে গেল। 'চেষ্টা করবো আমি যেন একজন গ্রহণযোগ্য মানুষ হয়ে উঠতে পারি।' মৃদু চাপ দিয়ে রানার হাতটা ছেড়ে দিলো সে। চোখে ফিরে এসেছে আশার জ্যোতি।

*

খাবারের প্রয়োজনে টুকটাক শিকার চলছে, সেই সাথে ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে ফিরে চললো দলটা। একটা পাহাড়শ্রেণীকে পেরিয়ে এলো ওরা, সামনে দিগন্তবিস্তৃত সমতলভূমি। ঝোপ-ঝাড় বেশি এদিকে, মাঝে মধ্যে দু'চারটে ব্যাওবাব গাছ দেখা যায়। পানি একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো, ক্যাম্প স্থানান্তরের আগে একা ঘোড়া ছুটিয়ে সামনের ওয়াটারহোল দেখে আসতে হলো রানাকে।

ওদের পরবর্তী ক্যাম্পটা খুবই ভালো। আশপাশে প্রচুর ঘাস রয়েছে, গরু ও ঘোড়াগুলোর পেট ভরবে। সরু একটা নালাও পাওয়া গেল, যদিও হাতির পাল নিয়মিত প্রস্রাব করায় নালার পানি অসম্ভব লোনা। ওরা সিদ্ধান্ত নিলো, এখানে বেশ কিছুদিন থাকবে ওরা। ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ওদের বিশ্রাম দরকার। মেরামত করা দরকার গাড়িগুলোও।

সেদিন সন্ধ্যার আগে ক্যাম্পের সামনে বসে আছে রানা আর চার্লি, দিগন্তরেখার নিচে নেমে যেতে দেখছে সূর্যটাকে। এক সময় গোটা পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে উঠলো, পুবদিকে কালো মেঘ জমেছে। 'বৃষ্টি আসবে নাকি?' জিজ্ঞেস করলো চার্লি। গায়ের শার্ট খুলে ফেললো সে। 'ভিজতে পারলে মন্দ হতো না।'

আগুন জ্বাললো মালাবি, দু'কাপ কফি দিয়ে গেল ডমরু। পরস্পরের সঙ্গ উপভোগ করছে ওরা, কেউ তেমন কথা বলছে না। রাত আরো গভীর হতে খেতে বসলো ওরা। হরিণের কলিজা প্রধান খাবার, মশলা দিয়ে চমৎকার রেঁধেছে ডমরু। খাওয়ার পরও আগুনের ধারে বসে থাকলো দু'জন, বিছানা পর্যন্ত হেঁটে যেতে ইচ্ছে করছে না। হঠাৎ শুকনো একটা ডালের নিচ থেকে কি যেন বেরিয়ে এলো, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলো রানা। চোখ ফেরাতেই চিনতে পারলো, কাঁকড়া বিছে। আগেই দেখতে পেয়েছে চার্লি, ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর চিবুক ঠেকিয়ে তাকিয়ে আছে

ওটার দিকে। কাঁকড়াটার বাঁচার কোনো আশা নেই। কাঠের ডালটা মোটা বটে, তবে দুই প্রান্তেই আগুন জ্বলছে। ডাল থেকে কাঁকড়া যদি নিচে নামে বা পড়ে যায়, আগুনের মধ্যেই পড়বে।

'আগুনের শিখা ছুঁয়ে দেবার আগে ওটা কি হুল ফুটিয়ে নিজেকে মেরে ফেলবে?' জিজ্ঞেস করলো চার্লি। 'কে যেন আমাকে বলেছিল, কাঁকড়া বিছে তাই করে।'

'না,' বললো রানা।

'কেন?'

'অনিবার্য পরিণতিকে এগিয়ে আনার ইন্টেলিজেন্স একমাত্র মানুষেরই আছে, বাকি সব প্রাণীদের বেঁচে থাকার প্রবণতা অত্যন্ত বেশি,' বললো রানা। দেখলো সবচেয়ে কাছের শিখা থেকে গা বাঁচাবার জন্যে একদিকে কাত হলো বিছেটা, উঁচু করা হুল ঝাঁকি খেলো সামান্য। 'যদিও ওর পজিশন একটা ফাঁদ হয়ে উঠেছে, ওর আগ বাড়িয়ে কিছুই করার নেই।'

'কেন, আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাপারটার ইতি ঘটাতে পারে,' বিড় বিড় করলো চার্লি।

নিরাপদ বৃত্তটা ক্রমশ ছোটো হয়ে আসছে, ছোট্ট একটা জায়গার ভেতর মোচড় খেতে শুরু করলো বিছেটা। লেজটা নত হলো, কর্কশ ছালের গায়ে পাগুলো টলছে। আগুনের আঁচে সেদ্ধ হচ্ছে, বাঁকা হয়ে যাচ্ছে পা। আগুনের শিখা হলুদ জিভ দিয়ে ছুঁয়ে দিলো, চকচকে শরীরটা বিবর্ণ হতে শুরু করলো। কাত হলো ডালটা, আগুনের ভেতর অদৃশ্য হলো বিছে।

'কিন্তু তুমি?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'ওর জায়গায় তুমি হলে কি ঝাঁপ দিতে?'

আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ছাড়লো চার্লি। 'আমি জানি না,' বলে উঠে দাঁড়ালো সে। খানিকদূর হেঁটে ক্যাম্পের শেষ সীমায় থামলো। কোথাও একটা শিয়াল ডাকছে, মনে হলো কান পেতে আওয়াজটা শুনছে চার্লি।

বনভূমিতে প্রবেশ করার পর শিয়ালের ডাক প্রায় রোজই শুনতে পাচ্ছে ওরা, তবে আজ পর্যন্ত একটাও ওদের কাছাকাছি আসেনি। আফ্রিকায় রাতেরই একটা অংশ বলা যায় শিয়ালকে, ওদের উপস্থিতি বিশেষভাবে খেয়াল করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আজ হঠাৎ করে ব্যাপারটা যেন অন্যরকম লাগলো রানার। মাত্র একটা শিয়ালই ডাকছে, ডাকটা এতোই তীক্ষ্ণ ও কর্কশ, যেন তীব্র ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে সে। কান পেতে শোনার সময় গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার। সুস্থ, স্বাভাবিক কোনো প্রাণী এভাবে ডাকতে পারে না। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লো ও, অনিশ্চিতভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকলো অন্ধকারে। শিয়ালটা ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসছে, আসছে খুব দ্রুত।

কি ঘটছে হঠাৎ উপলব্ধি করতে পারলো রানা।

'চার্লি!' চিৎকার করলো ও। 'দৌড় দাও! ফিরে এসো, চার্লি, জলদি!'

রানার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো চার্লি, মুখে অসহায় হাসি। তার হাত দুটো নাভির নিচে স্থির হয়ে রয়েছে, ট্রাউজারের বোতাম খোলা, আগুনের আভায় দেখা গেল পানির একটা রূপালি ধারা তার নাভির নিচ থেকে মাটি পর্যন্ত বাঁকা হয়ে রয়েছে।

''চার্লি!' গলার রগ ফুলে উঠলো রানার। 'ওটা পাগলা শিয়াল! দৌড় দাও, গর্দভ! ওটার জলাতঙ্ক হয়েছে!' ইতিমধ্যে কাছে চলে এসেছে পাগলা শিয়াল, তবে এতোক্ষণে চার্লিও ফিরে আসতে শুরু করেছে।

কয়েক পা এগিয়েই আছাড় খেলো চার্লি, পড়ে থাকা একটা গাছের ডালে হোঁচট খেয়েছে। পড়েই একটা গড়ান দিলো ও, পা দুটো ভাঁজ করে শরীরের নিচে জড়ো করলো, আবার দাঁড়াবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকালো, যেদিক থেকে আসবে ওটা। ঠিক এই সময় শিয়ালটাকে দেখতে পেলো রানা।

হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে রয়েছে চার্লি, কালো একটা ছায়ার

মতো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো পাগলা শিয়াল। শূন্যে লাফ দিয়েছে শিয়াল, চার্লিকে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকতে দেখলো রানা। শরীরটা মুচড়ে ডমরুর হাত থেকে ছুটে গেল একটা কুকুর, রানার পায়ের সাথে ধাক্কা খেয়ে পাশ কাটালো ওকে। আগুন থেকে জ্বলন্ত একটা ডাল তুলে নিয়ে ওটার পিছু নিলো রানা, কিন্তু এরইমধ্যে মাটিতে পিঠ দিয়ে গড়াগড়ি খেতে শুরু করেছে চার্লি, শরীরের সামনে হাত দুটো উন্মত্তের মতো ঝাঁকাচ্ছে শিয়ালটাকে গা থেকে সরাবার ব্যর্থ চেষ্টায়। পিছন থেকে শিয়ালটাকে কামড়ে ধরলো ওদের কুকুরটা, টেনে হটিয়ে আনলো। শিয়াল ও কুকুর কামড়াকামড়ি শুরু করলো, ছুটে এসে শিয়ালটার পিঠে মোটা ডাল দিয়ে বাড়ি মারলো রানা, ওটার শিরদাঁড়া ভেঙে দিলো। যেন পাগল হয়ে গেছে ও, একের পর এক ঘন ঘন বাড়ি মেরে শিয়ালটাকে আকৃতিহীন একটা মাংস পিণ্ডে পরিণত করতে চাইছে। তারপর ফিরলো ও চার্লির দিকে।

দু'পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে চার্লি। পকেট থেকে রুমাল বের করে গাল থেকে রক্ত মুছছে সে, যদিও মোছার পরও নাকের পাশ থেকে রক্ত ঝরছে অনর্গল, বুকের কাছে শার্টটাও লাল হয়ে রয়েছে। হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে তার। তাকে ধরে আগুনের পাশে নিয়ে এলো রানা। মুখ থেকে চার্লির হাত দুটো নামিয়ে দিয়ে ক্ষতগুলো পরীক্ষা করলো ও। নাকটা ছিঁড়ে গেছে, গালের দু'জায়গায় ঝুলছে মাংস।

'বসো!'

লক্ষ্মী ছেলের মতো রানার নির্দেশ পালন করলো চার্লি, রুমালটা আবার গালে চেপে ধরেছে। তাড়াতাড়ি আগুনের সামনে উবু হয়ে বসলো রানা, একটা ডাল দিয়ে খুঁচিয়ে জ্বলন্ত কয়লাগুলো এক জায়গায় জড়ো করলো, তারপর স্তূপটার ভেতর ঢুকিয়ে দিলো নিজের হান্টিং নাইফের ফলা।

'ডমরু!' ডাকলো রানা। আগুনে ধরা ছুরিটা থেকে চোখ দুটো সরালো না। 'শিয়ালটাকে পোড়াও। প্রচুর কাঠ জড়ো করে আগুন জ্বালো। লাশটা

হাত দিয়ে ছোঁবে না। কাজটা শেষ করে কুকুরটাকে বাঁধো, বাকি কুকুরগুলোকে ওটার কাছে ঘেঁষতে দিয়ো না।' আগুনের ভেতর ছুরিটা ওল্টালো রানা। 'চার্লি, যতোটা পারো ব্র্যাণ্ডি খেয়ে নাও তুমি।'

'কেন, কি করতে চাও?'

'কি করতে চাই তুমি জানো।' আফ্রিকায় জলাতঙ্ক রোগের ভালো কোনো চিকিৎসা নেই, জানে রানা। আর চিকিৎসা থাকলেই বা কি, সবচেয়ে কাছের শহর থেকে অন্তত ছ'শো মাইল দূরে রয়েছে ওরা, দুর্গম পাহাড় ও বনভূমি পেরিয়ে ডাক্তার ও ওষুধ আনতে হলে একজন ঘোড়সওয়ারের সময় লাগবে এক মাসেরও বেশি। ততোদিনে যা ঘটার ঘটে যাবে—ভালো বা মন্দ।

'আমার কব্জিতেও কামড় দিয়েছে,' বলে ক্ষতগুলো দেখাবার জন্যে একটা হাত তুললো চার্লি। এরই মধ্যে কালো হয়ে গেছে ওগুলো, পানির মতো স্বচ্ছ রক্ত বেরুচ্ছে।

'খাও।' চোখ-ইশারায় ব্র্যাণ্ডির বোতলটা দেখিয়ে দিলো রানা। এক সেকেণ্ডের জন্যে পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো ওরা। চার্লির চোখে আতঙ্কের ছায়া নড়তে দেখলো রানা। গরম ছুরির আতঙ্ক, আতঙ্ক মাংসে ঢুকে পড়া জীবাণুর। ওই জীবাণু রক্তে ছড়িয়ে পড়ার আগেই ওগুলোকে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে। তা না হলে রক্তের ভেতর সংখ্যায় বাড়বে ওগুলো, তারপর এক সময় ওর স্নায়ু ও মগজে হামলা চালাবে—সম্পূর্ণ একটা উন্মাদে পরিণত হবে সে, আক্রোশে অন্ধ বাঘের মতো গর্জন করবে, ব্যথায় গোঙাবে, যতোক্ষণ না মৃত্যু তাকে যন্ত্রণামুক্ত করে।

'ব্র্যাণ্ডি খাও,' আবার বললো রানা। বোতলটা মুখে তুললো চার্লি। সামনের দিকে ঝুঁকে আগুনের ভেতর থেকে ছুরিটা বের করলো রানা, অপর হাতের উল্টোপিঠ থেকে এক ইঞ্চি দূরে ধরলো ফলাটা। এখনো যথেষ্ট গরম হয়নি। কয়লার ভেতর আবার ফলাটা ঢুকিয়ে দিলো ও।

কথা বলার সময় চার্লির দিকে তাকালো না রানা। 'ডমরু, মালাবি—এদিকে এসো। বসের দু'দিকে দাঁড়াও, চেয়ারের দু'পাশে। রেডি থাকো, ওকে ধরতে হবে।' কোমর থেকে বেল্টটা খুলে চার্লির দিকে বাড়িয়ে ধরলো ও। 'দাঁতের ফাঁকে আটকে কামড়াও এটা।'

আগুনের দিকে ফিরলো রানা। ছুরিটা তুলে দেখলো, এবার ফলাটা লাল হয়েছে। চার্লির দিকে তাকালো ও। 'ঠিক আছে?'

'যে কাজটা তুমি করতে যাচ্ছো, এক হাজার কুমারী ডুকরে কেঁদে উঠবে।' কর্কশ স্বরে কৌতুক করার চেষ্টা করলো চার্লি।

'ধরো ওকে,' বললো রানা।

গরম ছুরির স্পর্শ পেয়ে গুঙিয়ে উঠলো চার্লি। এক সেকেণ্ড পর চিৎকার শুরু হলো তার, ধনুকের মতো বেঁকে গেল শিরদাঁড়া, তবে নির্দয়ভাবে তাকে ধরে রাখলো জুলুরা। ক্ষতের কিনারাগুলো কালো হয়ে গেল, হিসহিস শব্দে চামড়া ও চর্বি পুড়ছে, আরো গভীরে ঢোকাচ্ছে রানা ফলাটা। মাংস পোড়ার গন্ধে বমি পেলো ওর। দাঁতে দাঁত চেপে থাকলো ও। এক সময় পিছিয়ে এলো, দেখলো জুলুদের হাতের ভেতর নেতিয়ে পড়ছে চার্লি, ঘামে ভিজে গেছে শার্ট ও চুল। ছুরিটা আবার গরম করলো রানা, কব্জির ক্ষতটা পোড়ালো। চেয়ারে বসে মোচড় খেতে লাগলো চার্লি, ফোঁপাতে শুরু করলো। সবশেষে ক্ষতগুলোর মুখে গ্রিজ মাখালো রানা, পরিষ্কার একটা শার্ট ছিঁড়ে কব্জিটা জড়ালো। ধরাধরি করে একটা গরুর গাড়িতে তোলা হলো চার্লিকে। বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলো সে। গাড়ি থেকে নেমে কুকুরটার কাছে চলে এলো রানা, ডমরু ওটাকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। কুকুরটার কাঁধে, লোমের নিচে, ক্ষতচিহ্ন দেখতে পেলো ও। জুলুরা একটা বস্তার ভেতর ভরলো ওটার মাথা, যাতে কামড় দিতে না পারে, তারপর ওটারও ক্ষতগুলো পোড়ালো রানা। ডমরুকে বললো, 'শেষ গাড়িটার সাথে বাঁধো এটাকে। অন্য কোনো কুকুর যেন এর কাছে যেতে না

পারে। পানি আর খাবার দিতে ভুলো না।'

'জ্বী, ঠিক আছে, বস্।'

'ডমরু।'

'ইয়েস, বস্?'

'হপ্তার পর হপ্তা ঘোড়ার পিঠে থাকতে পারে, বুকে সাহস আছে, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ চিনে নিতে পারবে, এমন লোক কোথায় পাবো আমি, বলতে পারো?'

'আছে, বস্,' আশ্বস্ত করলো ডমরু। 'আমাদের সাথেই সেরকম লোক আছে।'

'কে?'

'আমি ছাড়াও আরেকজন আছে, বস্। নকুনি। কি কাজ তার, বস্?'

'আমি একটা চিঠি লিখে দেবো, কেপটাউনের একটা হাসপাতাল থেকে ওষুধ নিয়ে ফিরে আসতে হবে তাকে। কতোদিন লাগবে তার, বলতে পারো?'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল ডমরুর। মনে মনে হিসাব করলো সে। 'এক মাস দশ দিন, বস্। পথে যদি কোনো বিপদ না ঘটে।'

'পনেরো বা বিশ দিনের মধ্যে সম্ভব নয়?'

'সোজা পথ ধরে গেলে তাকে পাহাড় টপকাতে হবে, বস্। ঘুরপথে গেলে সময় আরো বেশি লাগবে।'

'ঠিক আছে। নকুনিকে বলে দেখো সে রাজি কিনা। বিশ দিনের মধ্যে ফিরতে পারলে তার পুরস্কার দশ হাজার র‍্যাণ্ড। একমাসের মধ্যে ফিরলে পাঁচ হাজার।'

কেপটাউনের বিখ্যাত একটা হাসপাতালের পরিচালককে উদ্দেশ্য করে চিঠিটা লিখলো রানা। পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলো প্রথমে, ভদ্রলোক যাতে বুঝতে পারেন রোগীকে হাসপাতালে হাজির করার কোনো উপায় নেই।

সবশেষে লিখলো, ওষুধগুলোর ব্যবহারবিধি যেন বিস্তারিতভাবে লিখে দেয়া হয়, এদিকে কোনো ডাক্তার নেই।

ডমরুর প্রস্তাবে উৎসাহের সাথেই রাজি হলো নকুনি। এক হাজার র‍্যাণ্ড পথ খরচা দিয়ে রানা তাকে জানালো, মজুরী হিসেবে একটা গরুর গাড়ি পাবে সে।

পনেরো মিনিটের মধ্যে রওনা হয়ে গেল নকুনি। তাকে বিদায় জানিয়ে চার্লির কাছে চলে এলো রানা। ব্যথায় ও মদের নেশায় প্রলাপ বকছে চার্লি, সারারাত এক মিনিটের জন্যেও ঘুমালো না। সকাল পর্যন্ত তার মাথার কাছে বসে থাকলো রানা।

দশ

ক্যাম্প থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে বুনো ডুমুর গাছের তলায় চার্লির জন্যে একটা ঘর তৈরি করলো জুলুরা। বাঁশ ও কাঠের থাম ব্যবহার করা হলো কাঠামোয়, তার ওপর চাপানো হলো চওড়া তেরপল। তার জন্যে বিছানাও তৈরি করা হলো, গরুর গাড়ি থেকে বয়ে আনা হলো কম্বল বালিশ ও চাদর। কয়েকটা লোহার শিকল এক করে জোড়া লাগালো রানা, শিকলের একটা প্রান্ত গাছের গোড়ায় জড়ালো। গরুর গাড়ির ছায়ায় বসে ওদেরকে কাজ করতে দেখছে চার্লি। তার আহত হাতটা একটা স্লিং-এর সাথে ঝুলছে,

ফুলে আছে মুখ, ক্ষতগুলোর রঙ হয়েছে উজ্জ্বল লাল। শিকলটা গাছের সাথে জড়িয়ে বেঁধে সিধে হলো রানা, হেঁটে এলো চার্লির কাছে। 'দুঃখিত, চার্লি, এছাড়া কোনো উপায় নেই।'

'তুমি বোধহয় খবর রাখো না, দাস ব্যবসা কবেই শেষ হয়েছে।' হাসতে গিয়ে আরো বিকৃত করে তুললো চেহারা, তবে উঠে দাঁড়িয়ে রানার পিছু পিছু সদ্য তৈরি ঘরের দিকে এগোলো চার্লি। শিকলের মুক্ত প্রান্তটা চার্লির কোমরে জড়ালো রানা, হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে দুটো গিঁট এক করে জোড়া লাগালো। 'তোমাকে আটকে রাখার জন্যে যথেষ্ট।'

'আমার স্বাধীনতা কেড়ে নেয়ার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ,' বললো চার্লি। 'এবার চলো, আমার নতুন বাড়িটা দেখে আসি।' তার পিছু পিছু ঘরের ভেতর ঢুকলো রানা।

ভেতরে ঢুকেই বিছানায় শুয়ে পড়লো চার্লি। ক্লান্ত ও অসুস্থ লাগছে তাকে। 'কতোদিনে জানতে পারবো আমরা?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো সে।

ঠোঁট ওল্টালো রানা। 'ঠিক জানি না। আমার ধারণা তোমার বোধহয় এখানে অন্তত মাসখানেক থাকা উচিত—তারপর তোমাকে আমরা আবার সমাজে ফিরিয়ে নেবো।'

'এ–ক মা–স! বোঝাই যাচ্ছে, সময়টা ভারি মজায় কাটবে। এখানে শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করবো, কবে গলার ভেতর থেকে কুকুরের মতো আওয়াজ বেরোয়, কবে সবচেয়ে কাছের একটা গাছের গায়ে পা তুলে পানি ছাড়ি।'

চার্লি হাসলেও, রানার মুখে হাসি নেই। 'ছুরির কাজটায় আমি কোনো খুঁত রাখিনি। আমি আমার সর্বস্ব বাজি ধরে বলতে পারি, তোমার কিছু হবে না। আমরা শুধু সাবধান থাকছি।'

'অভয় দেয়ার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।' মাথার পিছনে হাত রেখে

ছাদের দিকে তাকালো চার্লি। বিছানার কিনারায় বসলো রানা।

চার্লি নিস্তব্ধতা ভাঙার আগে অনেকটা সময় পেরিয়ে গেল। 'ঠিক কি ঘটবে, রানা? তুমি কোনো জলাতঙ্ক রোগী দেখেছো কখনো?'

'না।'

'তবে পরিষ্কার হয়ে গেছে, রোগটা সম্পর্কে অনেক কিছু জানো তুমি। সব আমাকে বলো, রানা। আমি শুনতে চাই।'

'ফর গডস সেক, চার্লি। তোমার কিছু হবে না!'

'যা জানো বলো আমাকে, দোস্ত!' হঠাৎ বিছানার ওপর উঠে বসে রানার একটা হাত চেপে ধরলো চার্লি। 'প্লীজ, রানা!'

জবাব দেয়ার আগে একদৃষ্টে কয়েক সেকেণ্ড চার্লির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা, তারপর বললো, 'শিয়ালটাকে দেখেছো তুমি, তাই না?'

বালিশের ওপর নেতিয়ে পড়লো চার্লি। 'ওহ্, মাই গড!' ফিসফিস করলো সে।

শুরু হলো ওদের দীর্ঘ অপেক্ষার পালা। আরেকটা তেরপল টাঙিয়ে ঘরের বাইরে বসার জায়গা তৈরি করা হলো, পরবর্তী দিনগুলো ওখানে বসেই সময় কাটালো ওরা।

প্রথম দিকে রানার জন্যে একটা সমস্যা হয়ে উঠলো চার্লি। আশঙ্কা ও হতাশায় এমনই মুষড়ে পড়লো সে যে না তাকে খাওয়ানো যায়, না তার ওপর রাগ করা যায়। ঘন্টার পর ঘন্টা কোমরে শিকল নিয়ে ঘরের সামনে পায়চারি করলো চার্লি, কারো সাথে কথা বললো না। হতাশার কালো জগৎ থেকে অত্যন্ত কৌশলে তাকে উদ্ধার করে আনলো রানা। চার্লি কিছু মুখে দেবে না, কাজেই রানা ঘোষণা করলো সে-ও না খেয়ে ঘুমাতে যাচ্ছে। ক্লান্ত ও অসুস্থ শরীর নিয়ে সারাটা দিন পায়চারি করছে চার্লি, সব কিছু ফেলে রানাও তার পাশে থাকলো প্রতিটি সেকেণ্ড। এমনকি সাহায্যের হাত

বাড়িয়ে দিলো ডমরুও, সে–ও ওদের দু'জনের সাথে পায়চারির মহড়া দিতে শুরু করলো– তার আর রানার একটাই উদ্দেশ্য, চার্লিকে হাসানো। অবশেষে হার মানলো চার্লি। রানাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিলো সে, ওর ওপর সে–ও আছাড় খেয়ে পড়লো। দু'জনের হাত ধরে টেনে তুললো ডমরু, তিনজনের মিশ্রিত হাসির আওয়াজ শুনে চারদিক থেকে ছুটে এলো জুলুরা।

সেদিন থেকে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলো চার্লি, আবার কথা বলতে শুরু করলো। এমন সব প্রসঙ্গে কথা বললো সে, আগে যেগুলো তোলেনি কখনো। চার্লি সম্পর্কে অনেক অজানা কথা জানার সুযোগ হলো রানার। তারপরও মাঝে–মধ্যে রানার সামনে পায়চারি করলো সে, লেজের মতো পিছনে ঝুলে থাকলো শিকলটা। বেশিরভাগ সময় তেরপলের নিচে, খোলা জায়গাটায়, চেয়ারের ওপর বসে থাকে সে, টেবিলে কনুই রেখে মজার মজার গল্প শোনে রানার মুখ থেকে। রানা তাকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদ করে শোনায়, কখনো বা জীবনানন্দ দাশের কবিতা আবৃত্তি করে।

ঘুরেফিরে বারবার মায়ের কথায় ফিরে আসে চার্লি। জ্ঞান হবার পর থেকেই মাকে সে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখেছে। 'মার ধারণা ছিলো ক্যান্সার ছোঁয়াচে, তাই আমাকে কাছে ঘেঁষতে দিতে চাইতো না। কিন্তু প্রায়ই আমি মার পায়ের কাছে বসে রূপকথার গল্প পড়ে শোনাতাম, সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত—ঠিক তুমি যেমন আমাকে পড়ে শোনাও। আমার মা রূপকথার গল্প শুনতে খুব ভালোবাসতো।'

কিন্তু বাবার প্রসঙ্গ উঠলেই চেহারা কঠিন হয়ে ওঠে চার্লির। 'দ্যাট ওল্ড বাস্টার্ড,' এভাবে শুরু করে সে।

ধীরে ধীরে ক্ষতগুলো শুকিয়ে এলো। ক্ষতের শুকনো ছালগুলো খসে পড়লো এক সময়। দাগগুলোও মুছে যেতে শুরু করলো। যতোই দিন যাচ্ছে, প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠছে চার্লি। রানাকে দাবা খেলায় হারিয়ে দিতে

পরলে তার হাসিটা হয় দেখার মতো।

হঠাৎ একদিন পায়চারি থামিয়ে ঝট করে রানার দিকে ফিরলো চালি, পুরানো প্রসঙ্গ তুলে বললো, 'আচ্ছা দোস্ত, একটা কথা ভেবে দেখেছো? আমার অনেক ভুল হয়েছে, অনেক দোষ করেছি, মানলাম। নিজ দোষে তোমাকেও সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছি। কিন্তু ময়নিহানকে বিপদে ফেলার জন্যে আমরা জেনে ফাঁদ পাতিনি। ফাঁদটা সে-ই পাতে, আমরা তাতে বোকার মতো পা দিই। তাই না? আমরা আব্রাহামের কাছে কোনো ষড়যন্ত্রের প্রস্তাব নিয়ে যাইনি, ময়নিহানই তাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছিল—অসৎ উদ্দেশ্যে।'

রানা ভাবলো, তাই তো! চালি ঠিক বলছে। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো রানা। 'এর শাস্তি ওদেরকে পেতে হবে,' বিড়বিড় করে বললো ও।

উত্তেজনায় চকচকে দেখালো চালির চোখ জোড়া। 'কি করতে চাও তুমি, দোস্ত?'

'ভেবে দেখতে হবে,' বললো রানা। 'শুধু জেনে রাখো অন্যায় মেনে নেয়ার লোক আমি নই।' এ-প্রসঙ্গ এখানেই ইতি হলো। পরদিনও প্রসঙ্গটা তোলার চেষ্টা করলো চালি, কিন্তু রানা নিরুত্তর থাকলো।

কাঠের একটা থামকে ক্যালেণ্ডার বানিয়ে ফেললো চালি। একটা দিন যায়, থামের গায়ে একটা করে আঁচড় কাটে ও। অত্যন্ত যত্ন করে প্রচুর সময় নিয়ে কাজটা করে সে। একটা করে দাগ দেয়, পিছিয়ে এসে সশব্দে এক দুই করে গোণে, যেন এভাবে গুণলে সংখ্যাটা তাড়াতাড়ি ত্রিশে পৌঁছে যাবে। একদিন গোণা শেষ করে বললো সে, 'ত্রিশ দিনে মাস হতে হবে, এটা কার আইডিয়া? বিশ দিনে হলে ক্ষতি কি ছিলো?'

থামের গায়ে আঠারোটা দাগ পড়ার পর কুকুরটা পাগল হয়ে গেল।

তখন বিকেল। ঘরের বাইরে বসে চালির সাথে তাস খেলছে রানা। মাত্র তাস বাঁটা শেষ করেছে ও, গাড়িগুলোর আড়াল থেকে বিরতিহীন ঘেউ

ঘেউ শুরু করলো কুকুরটা। লাফ দিয়ে উঠতে গিয়ে চেয়ারটা ফেলে দিলো রানা। দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা ছিলো রাইফেলটা, ছোঁ দিয়ে সেটা তুলে নিয়ে ছুটলো ও। গাড়িগুলোর আড়ালে ওকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলো চার্লি, প্রায় সাথে সাথে গুলির আওয়াজ শুনতে পেলো। এরপর দীর্ঘ নিস্তব্ধতা নেমে এলো ক্যাম্পে, ধীরে ধীরে দু'হাতে মুখ ঢাকলো চার্লি।

প্রায় এক ঘন্টা পর ফিরে এলো রানা। চেয়ারটা সিধে করলো ও, টেবিলের সামনে টেনে এনে নিঃশব্দে বসলো। 'তোমার কল,' বললো ও। 'তাস টানবে?' গম্ভীর থমথমে পরিবেশ, ইস্পাতের মতো ভারি, গভীর মনোযোগের সাথে যে যার তাসের দিকেই তাকিয়ে আছে শুধু, অথচ দু'জনেই জানে টেবিলে এখন বহিরাগত একজন উপস্থিত রয়েছে।

'তুমি কথা দাও আমার বেলায় এ-কাজ করবে না,' অবশেষে ফিসফিস করে বললো চার্লি।

মুখ তুলে তার দিকে তাকালো রানা। 'কোন্ কাজ করবো না?'

'কুকুরটাকে যা করলে।'

কুকুর! শালার কুকুর! ওটাকে বাঁচিয়ে রাখাই ভুল হয়েছে, ওর উচিত ছিলো প্রথম রাতেই গুলি করে মেরে ফেলা। 'কুকুরটার হয়েছে বলে এ-কথা মনে করার কারণ নেই যে তোমারও...।'

'কসম খাও, রানা,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বাধা দিলো চার্লি। 'কসম খেয়ে কথা দাও, তুমি আমার কাছে রাইফেল নিয়ে আসবে না।'

'চার্লি, কি বলছো তুমি নিজেও জানো না। একবার যদি আক্রান্ত হও...,' থেমে গেল রানা, তারপর আবার বললো, 'কিন্তু সেরকম যদি কিছু ঘটেই, রাইফেল নিয়ে আসাই তো উচিত হবে আমার। আমি চাইবো না অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিই তোমাকে!'

'প্রতিজ্ঞা করো,' চার্লির সেই একই জেদ। 'প্লীজ, রানা! আমি তোমার হাতে মরতে চাই না, প্লীজ!'

'বেশ, ঠিক আছে, আর দিলাম।'

পৃথিবীর আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দুপুরের। জানালার দিকে ঘুরে অন্য তাকায় না সে। দিনের পর দিন কাটছিল, এভাবে চলে যাচ্ছিল মাসের পর মাস পর্যন্ত। হঠাৎ বুকের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা। দিনের বেলা যদি অতিরিক্ত হয়, রাতটাকে মনে হয় নরক—দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙে। প্রত্যেক রাতেই শেষ সে, কোনো কোনো রাতে দুঃস্বপ্নের। রাত বিশেষ দিয়ে সে যাবার পর জেগে থাকার চেষ্টা করে সে, ঘড়ি-কাঁটার আওয়াজ বই পড়ে, কিংবা শুয়ে শুয়ে রাতের অন্ধকারের শব্দ—বাতাস মুখ দিয়ে পানি বয়ে যাওয়ার শব্দ, দূরে কোথাও একটা গম্ভীর গলার গর্জন করছে সিংহ। কিন্তু এক সময় ঘুমাতেই হয় তাকে, আর ঘুমালেই দুঃস্বপ্ন দেখে।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে কোথায় যেন যাচ্ছে সে। ওর সামনে বিস্তৃত ধূ-ধূ সবুজ প্রান্তর। কোথাও কোনো গাছ নেই, পাহাড় নেই, শুধু সবুজ কার্পেটের মতো ঘাস চোখে পড়ে। আকাশের কোনো ছায়া নেই—ছায়ার খোঁজে সব সময় নিচের দিকে তাকায় সে, দেখতে না পেয়ে অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে বুক। হঠাৎ একটা পুকুর দেখতে পেল ও। স্বচ্ছ পরিষ্কার পানি, নীল, সুন্দর স্ফটিক, যেন একটা আয়না। পুকুরটা যেন কেন ওর মনে ভয় ধরিয়ে দেয়, তবু কি এক তীব্র আকর্ষণে সেদিকে এগিয়ে যায় সে। পুকুরের কিনারায় হাঁটু গেড়ে বসে, পানির দিকে তাকায়। নিজের প্রতিবিম্ব তাকিয়ে থাকে ওর দিকে—মুখ পশুর মতো রুক্ষ, চোখ ছাড়া মুখের বাকি অংশ কালো লোমে ঢাকা, দু'পাটি নেকড়ের দাঁত, সাদা ও লম্বা। নিজের এই চেহারা দেখে ঘুমের মধ্যে চিৎকার শুরু করে সে, ঘুম ভাঙার পর সকাল না হওয়া পর্যন্ত আতঙ্কে কেঁপে যায়।

নিজের অসহায়ত্ব উপলব্ধি করে অস্থির হয়ে পড়েছে, তারপরও চার্লিকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে রানা। চার্লিকে ভালোবাসে বলে, চার্লিও ওকে

ভালোবাসে বলে, তার সাথে ওকেও ভুগতে হচ্ছে। মাঝে মধ্যে চার্লির কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করে রানা, এক বা দু'ঘন্টার জন্যে সফলও হয়, কিন্তু তারপরই আবার চার্লির মুখটা ভেসে ওঠে মনের পর্দায়, বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে, সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসে। চার্লি মরতে যাচ্ছে—চার্লি নিদারুণ কষ্ট পেয়ে মরতে যাচ্ছে। হৃদয়ের গভীরে কাউকে স্থান দেয়া কি মানুষের একটা ভুল? তা না হলে তার সমস্ত যন্ত্রণা ওকেও কেন ভোগ করতে হবে? একজন মানুষ তার নিজের যন্ত্রণাতেই কি যথেষ্ট জর্জরিত নয়, তারপরও কেন তাকে আরেকজনের কষ্ট সইতে হবে?

ক'দিন থেকে প্রচণ্ড গরম পড়েছে, চার্লির জন্যে পানি ভর্তি বালতিতে ওয়াইনের তিনটে বোতল রাখলো রানা। সেদিন সন্ধ্যার দিকে ভিজে কাপড়ে জড়িয়ে বোতলগুলো চার্লির কাছে নিয়ে এলো ও। ওকে আসতে দেখে পায়চারি থামালো চার্লি। তেরপলের নিচে এসে টেবিলের ওপর বোতলগুলো রাখলো রানা। ওর দিকে তাকিয়ে আছে চার্লি। তার মুখের ক্ষতের আর প্রায় কোনো দাগই অবশিষ্ট নেই। 'ঠাণ্ডা, ইচ্ছে হলে কয়েক ঢোক এখুনি খেতে পারো,' বললো রানা।

'ওয়াইন খেয়ে কি লাভ?'

আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা। এক সেকেণ্ড পর বললো, 'খেতে ইচ্ছে না করলে থাক।'

'দুঃখিত, দোস্ত,' তাড়াতাড়ি বললো চার্লি। 'বিশ্বাস করো, আমি অকৃতজ্ঞ হতে চাইনি। আজ রাতে ওয়াইন আমার মেজাজের জন্যে সহায়ক হবে বলে মনে হচ্ছে। তুমি জানো, ওয়াইন আসলে বিষাদের প্রতীক?'

'ননসেন্স!' একটা বোতলের মুখ খুলছে রানা। 'কিছুর যদি প্রতীক হয়ই, ওয়াইনকে আমি বলবো আনন্দের প্রতীক।' চার্লির জন্যে গ্লাসে খানিকটা ওয়াইন ঢাললো ও। গ্লাসটা নিয়ে আগুনের ওপর ধরলো চার্লি, গ্লাসের ভেতরটা যাতে আলোকিত হয়ে ওঠে।

'তুমি শুধু বাইরেটা দেখছো, রানা। ভালো যে-কোনো ওয়াইনের সাথে ট্যাজেডির একটা যোগসূত্র আছে। ওয়াইন যতো ভালো হবে, বিষাদের মাত্রাও তেতো বেশি হবে।'

হেসে উঠে প্রতিবাদ করলো রানা। 'ব্যাখ্যা করো,' আমন্ত্রণ জানালো ও।

গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে সেটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো চার্লি। 'পরিশোধিত হয়ে এই পর্যায়ে পৌছুতে কতোদিন সময় লেগেছে, বলতে পারো?'

'দশ, কিংবা হয়তো পনেরো বছর।'

মাথা ঝাঁকালো চার্লি। 'অথচ বাকি আছে শুধু গিলে ফেলা। এতো বছরের কাজ এক মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে। এর মধ্যে তুমি বিষাদ দেখতে পাচ্ছো না?'

'মাই গড, চার্লি! এতো হতাশার কোনো কারণই নেই আসলে। এতো মরবিড হয়ো না তো!'

কিন্তু রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি চার্লি। 'ওয়াইন আর মানবজাতির মধ্যে এ-ব্যাপারে মিল আছে। দুটোকেই সময় বা কালই শুধু নিখুঁত বা পরিশোধিত করতে পারে, সারাজীবন ধরে তল্লাশির ফসল। অথচ শেষ পরিণতি নিজেদের ধ্বংস ছাড়া কিছু নয়।'

'তারমানে তোমার ধারণা কোনো লোক যদি অনেক দিন বাঁচে তাহলে নিখুঁত হয়ে উঠবে সে?' চ্যালেঞ্জ করলো রানা।

গ্লাসের ওপর চোখ রেখে জবাব দিলো চার্লি, 'কিছু আঙুর অসার মাটিতে জন্মায়, কিছু আঙুরে পোকা ধরে, যে মদ বানায় তার গাফলতিতে কিছু নষ্ট হয়—সব আঙুর থেকে ভালো ওয়াইন হয় না।' গ্লাসটা তুলে নিয়ে ঠোঁটে ঠেকালো সে। তারপর আবার বললো, 'একটা মানুষ আরো বেশি সময় নেয়, এবং পরিশোধিত হবার জন্যে বোতলের ভেতর চুপচাপ পড়ে

থাকার সুযোগ নেই তার, তাকে জীবন নামের হাঙ্গামার ভেতর দিয়ে আসতে হয়; কাজেই তার ট্র্যাজেডি আরো অনেক বেশি বেদনাদায়ক।'

'তা বটে, কিন্তু কেউই চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে না,' বললো রানা।

'তাতে কি বিষাদের মাত্রা কমলো?' মাথা নাড়লো চার্লি। 'বলাই বাহুল্য, ভুল করছো তুমি। যখন তুমি জানলে শেষ পরিণতি অস্তিত্ব হারানো, তখন গোটা ব্যাপারটাই তো পুরোপুরি বিষাদময় হয়ে উঠলো। ইস্, শুধু যদি অমোঘ নিয়তিকে এড়াবার কোনো পথ থাকতো, যদি এমন কোনো ব্যবস্থা থাকতো যে যা কিছু ভালো সব টিকে যাবে, অস্তিত্ব হারাবে না, কি ভালোই না হতো তাহলে! কিন্তু না, টোটাল হোপলেসনেস ছাড়া আর কিছু তুমি দেখতে পাবে না। আর কিছু নেই।'

চেয়ারে প্রায় শুয়ে পড়লো চার্লি, তার ম্লান মুখে বিচিত্র সব রেখা ফুটে উঠেছে। 'ঠিক আছে, অমোঘ নিয়তি, তা-ও আমি মেনে নিতে রাজি আছি, শুধু যদি আরো খানিক সময় দেয়া হয় আমাকে...।'

'তোমার কথা অনেক শুনেছি। এসো অন্য কিছু নিয়ে আলোচনা করি। কি নিয়ে এতো দুশ্চিন্তা করছো বুঝতে পারছি না। পান করার মতো পরিশোধিত এখনো তুমি হওনি, নিখুঁত হতে আরো ত্রিশ কিংবা চল্লিশ বছর বাকি আছে তোমার।'

রানা থামতেই এই প্রথম মুখ তুলে তাকালো চার্লি। 'সত্যিই কি তাই, রানা? আমাকে সময় দেয়া হবে?'

চার্লির চোখের দিকে তাকাতে পারলো না রানা। ও জানে, চার্লি মারা যাচ্ছে। ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটলো চার্লির, গ্লাসের ভেতর তাকালো আবার। ধীরে ধীরে হাসিটা মুছে গেল। আবার মুখ খুললো সে, 'সময় পেলে নিজেকে আমি শুধরে নিতে পারতাম। নিজের ক্রটি আর দুর্বলতাগুলোকে তো চিনি, সময় পেলে হয়তো সংশোধন করে নেয়া কঠিন হতো না।

বিশ্বাস করো, রানা, সময় পেলে আমি ভালো হয়ে উঠতে পারি। বিশ্বাস করো! আমার সময় দরকার! শুনছো, ঈশ্বর? আমার সময় দরকার! প্লীজ আমাকে শেষ করে দিয়ো না, প্লীজ! যাবার জন্যে আমি এখনো পুরো তৈরি নই!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করছে চার্লি, চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। যেন নালিশ করছে বন্ধুর কাছে, 'খুব কম সময় দেয়া হচ্ছে আমাকে, রানা! খুব কম!'

সহ্য করার মতো নয় ব্যাপারটা। লাফ দিয়ে সামনে বাড়লো রানা, চার্লির কাঁধ ধরে ঘন ঘন ঝাঁকালো। 'চুপ করো, গর্দভ, চুপ করো!' চিৎকার করছে, গলাটা ধরে এলো। হাঁপাচ্ছে চার্লি, ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁট দুটো কাঁপছে। আঙুলের চাপ দিয়ে ওগুলোর কাঁপুনি থামাবার চেষ্টা করছে সে।

তারপর বললো, 'দুঃখিত, দোস্ত। বুঝতে পারিনি ছেলেমানুষি হয়ে যাচ্ছে।' তার কাঁধ থেকে হাত নামালো রানা।

'দু'জনেই আমরা অস্থির হয়ে আছি,' বললো ও। 'তুমি দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ—সব ঠিক হয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রভু, যেন সত্যিই সব ঠিক হয়ে যায়!' মাথায় আঙুল চালালো চার্লি, কপাল থেকে চুলগুলো সরালো। 'গ্লাসটা আরেকবার ভরে দেবে, দোস্ত?'

সেদিন রাতে রানা বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর দুঃস্বপ্নটা আবার দেখলো চার্লি। প্রচুর ওয়াইন খেয়েছে, ফলে ঘুম ভাঙলো না। নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়ে গেল ও, দুঃস্বপ্নটা থেকে বাঁচার জন্যে জেগে উঠতে চাইছে, কিন্তু ঘুম ভাঙছে না। একই স্বপ্ন বারবার দেখতে হলো তাকে। বারবার... বারবার।

পরদিন খুব সকালে চার্লির ঘরে এলো রানা। রাতের ঠাণ্ডা ভাবটুকু

ডুমুর গাছের ছড়ানো শাখার নিচে এখনো রয়েছে [illegible] রোদের আঁচে আভাস পাওয়া যায় দিনটা আজ সাংঘাতিক গরম হবে। পশুরা ব্যাপারটা অনুভব করতে পেরেছে। গাছের নিচে জড়ো হয়েছে শকুনগুলো, মোষের পাল নদীর দিকে হাঁটছে, ঘন ঝোপের দিকে সরে যাচ্ছে হরিণগুলো।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে রানা, ভেতরের অন্ধকার ধীরে ধীরে সয়ে এলো চোখে। জেগেই রয়েছে চার্লি।

'বিছানা ছাড়ো, তা না হলে ঘা হবে পিঠে।'

বিছানা থেকে পা নামাতে গিয়ে কাতরে উঠলো চার্লি। 'কাল রাতে ওয়াইনের সাথে কি মিশিয়েছিলে বলো তো? খুলির ভেতর ইঁদুর নাচছে কেন?' কপালটা টিপে ধরলো সে। 'এরকম ব্যথা জীবনে কখনো হয়নি আমার।'

ভয়ে বুকটা শুকিয়ে গেল রানার। চার্লির নগ্ন কাঁধে হাত রেখে জ্বর আছে কিনা দেখলো ও। না, ঠাণ্ডা। ভয়টা মন থেকে তাড়িয়ে দিলো ও। 'এসো, নাস্তা দেয়া হয়েছে।'

খেতে বসে প্রায় কিছুই মুখে দিলো না চার্লি। হরিণের কলিজা তেতো লাগলো তার। রুটিতে নাকি কিচ কিচ করছে বালি। রানা বললো, 'কই! আসলে তোমার খিদে নেই। বোঝাই যাচ্ছে, রাতে ভালো ঘুম হয়নি।'

রোদের দিকে তাকাতে কষ্ট হচ্ছে চার্লির, সারাক্ষণ চোখ কুঁচকে থাকলো। কফি শেষ করার পর চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো সে। 'মাথাটা খসে পড়বে মনে হচ্ছে, যাই শুয়ে পড়ি।'

'ঠিক আছে,' রানাও দাঁড়ালো। 'মাংসে টান পড়েছে, দেখি দু'একটা কচি হরিণ পাই কিনা।'

'না, আমার কাছে থাকো, গল্প করো,' তাড়াতাড়ি বললো চার্লি। 'দু'এক দান তাসও খেলা যাবে।'

বেশ কয়েকদিন খেলেনি ওরা, খুশি মনে রাজি হলো রানা। চার্লির বিছানার শেষ মাথায় বসলো ও, আধ ঘন্টার মধ্যে চার্লির কাছ থেকে পঞ্চাশ র‍্যাণ্ড জিতে নিলো।

'কিভাবে চুরি করো একদিন আমাকে শিখিয়ে দিয়ো, কেমন?' মুখ ভার করে বললো চার্লি।

নিঃশব্দে হেসে আবার তাস বাঁটতে শুরু করলো রানা।

'দূর, খেলতে আমার ভালো লাগছে না আর।' চোখ বন্ধ করলো চার্লি, বন্ধ চোখের পাতায় আঙুলের চাপ দিলো। 'মাথার ব্যথায় খেলায় মন দিতে পারছি না।'

'তুমি কি ঘুমাতে চাও?' তাসগুলো বাক্সে ভরে রাখলো রানা।

'না। তুমি বরং আমাকে কিছু পড়ে শোনাও।'

বিছানার পাশ থেকে দস্তয়েভস্কির 'জুয়াড়ি' তুলে নিয়ে রানার কোলের ওপর ছুঁড়ে দিলো চার্লি।

'কোত্থেকে শুরু করবো?' জানতে চাইলো রানা।

'যেখান থেকে খুশি, প্রায় পুরোটাই আমার মুখস্থ।' শুয়ে পড়লো চার্লি, চোখ বন্ধ করলো।

পড়া শুরু করলো রানা। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে মুখ তুলে তাকালো চার্লির দিকে। আধ ঘন্টা পেরিয়ে গেল, একবারও চোখ মেলেনি চার্লি। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখলো রানা। নকুনি গেছে আজ আঠাশ দিন, মনে মনে হিসাব করলো ও। যে-কোনো দিন, আজ বা কাল, ফিরে আসতে পারে সে—কিন্তু তখন কি আর সময় থাকবে?

চার্লির শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক। শান্তভাবে শুয়ে আছে সে। রানা ভাবলো, হয়তো কিছুই নয়, শুধু শুধু ভয় পাচ্ছে সে। চার্লি শুনছে কিনা জানে না, তবু পড়ে যাচ্ছে ও। প্রায় এক ঘন্টা পেরিয়ে যাচ্ছে, এবার ঘুম পাচ্ছে রানার। তারপর নিজেও জানে না, কখন বন্ধ হয়ে গেছে চোখ দুটো,

কোলের ওপর থেকে পড়ে গেছে বইটা।

চার্লির শিকল মৃদু শব্দ করায় ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হলো রানার; জেগে উঠে বিছানার দিকে তাকালো ও। বানরের মতো গুঁড়ি মেরে রয়েছে চার্লি, হাতের তালু ও পায়ের হাঁটু বিছানায় ঠেকিয়ে উঁচু করে রেখেছে মাথাটা। তার চোখে আগুনের মতো জ্বলজ্বল করছে পাগলামি। গালের দু'পাশের মাংস জ্যান্ত প্রাণীর মতো মোচড় খাচ্ছে। হলদেটে ফেনায় ঢাকা পড়ে গেছে দাঁতগুলো, ঠোঁটের দুই কোণ থেকে গড়িয়ে নেমে আসছে লালা।

'চার্লি—,' বললো রানা। আঙুলগুলো আঙটার মতো বাঁকা করে ওকে ধরার জন্যে লাফ দিলো চার্লি, গলার ভেতর এমন একটা শব্দ হচ্ছে যা কোনো মানুষের হতে পারে না, আবার ঠিক পশুরও নয়। আওয়াজটা এতোই রোমহর্ষক, রানার পেটের ভেতর সব যেন নরম ছাতু হয়ে গেল, উধাও হলো পায়ের সমস্ত শক্তি।

'না!' চিৎকার করলো রানা। খাটের একটা পায়ায় বেধে গেল শিকলটা, রানার শরীরে দাঁত বসাবার আগেই পিছন দিকে ঝাঁকি খেয়ে বিছানার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেল চার্লি।

রানা ছুটলো। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ছুটলো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। একটা আতঙ্ক তাড়া করলো ওকে, দিশে হারিয়ে কোন দিকে যাচ্ছে নিজেও জানে না। নিঃশ্বাস ফেলতে বিষম কষ্ট হলো ওর, কেউ যেন গলাটা দু'হাতে চেপে ধরেছে। তাকিয়ে আছে, কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। দড়াম করে আছাড় খেলো ও, ভাঙা ডালে হোঁচট খেয়েছে। দাঁড়ালো, আবার ছুটলো। তারপর এক সময় ফুরিয়ে গেল দম, ছোটার গতি আপনা থেকেই কমে এলো। হাঁপাতে হাঁপাতে ফেলে আসা পথের দিকে, ফেলে আসা ক্যাম্পের দিকে তাকিয়ে থাকলো ও।

সময় নিয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলো রানা। প্রথমে শান্ত হলো শরীরটা, ধীরে ধীরে ঢিল পড়লো পেশীতে। এরপর আতঙ্কটা মুছে ফেলার

চেষ্টা করলো মন থেকে। আধ ঘন্টা পেরিয়ে গেল, ভয়ে ভয়ে ফিরে এলো রানা ক্যাম্পের কাছাকাছি। কাঁটাঝোপের ভেতর গা ঢাকা দিয়ে ক্যাম্পটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করলো। অবশেষে ক্যাম্পে ঢুকলো ও, এখান থেকে চার্লির ঘর সবচেয়ে দূরে।

গোটা ক্যাম্প খালি পড়ে আছে, রানার মতো জুলুরাও পালিয়েছে আতঙ্কে। মনে পড়লো, ওর রাইফেলটা এখনো চার্লির বিছানার পাশে রয়েছে। নিজের গাড়িতে উঠে তাড়াতাড়ি একটা বাক্স খোলার চেষ্টা করলো ও, ভেতরে কয়েকটা রাইফেল আছে। হাত দুটো এতো কাঁপছে, তালার ফুটোয় চাবি ঢোকানো সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। মনে আশংকা, লোহার শিকল ছিঁড়ে যেতে পারে। যে-কোনো মুহূর্তে রোমহর্ষক সেই চিৎকারটা শুনতে হতে পারে। যে-কোনো মুহূর্তে ওর পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে চার্লি। অবশেষে, অনেক কষ্টে, তালাটা খুলতে পারলো ও। কাপড়ের একটা থলে থেকে কার্টিজগুলো বের করলো।

রাইফেল লোড করে কক করলো রানা। হাতে একটা অস্ত্র থাকায় স্বস্তিবোধ করছে ও। রাইফেলটা যেন আবার ওকে স্বাভাবিক হতে সাহায্য করলো।

লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নিচে নামলো রানা। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে গাড়িগুলো, সেগুলোর আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে সাবধানে এগোলো ও, বাগিয়ে ধরে আছে রাইফেলটা। গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো।

শিকল ছেঁড়েনি। বুনো ডুমুর গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে চার্লি, ওটা ধরে টানছে। সদ্যজাত কুকুরছানার মতো আওয়াজ করছে সে। রানার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে, পরনে কাপড় নেই। ছেঁড়া কাপড়গুলো তার চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। সাবধানে, একটু একটু করে তার দিকে এগোলো রানা। তারপর দাঁড়িয়ে পড়লো, শিকলটা যাতে ওর নাগাল না পায়।

'চার্লি!' রানার গলায় অনিশ্চিত ভাব। আধ পাক ঘুরেই হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গি নিলো চার্লি, তার সোনালি দাড়িতে একরাশ ফেনা জমা হয়েছে। রানার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষলো সে। পরমুহূর্তে রোমহর্ষক চিৎকার করেই লাফ দিলো রানাকে লক্ষ্য করে। বাধা পেলো কোমরে জড়ানো শিকলে, মাটিতে পিঠ দিয়ে পড়লো। আঁচড়াআঁচড়ি করে উঠে দাঁড়ালো আবার, শিকলটার সাথে যুদ্ধ করছে, ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। পিছু হটলো রানা। রাইফেলটা তুললো ও, চার্লির দু'চোখের মাঝখানে লক্ষ্য স্থির।

'কসম খাও, রানা। কসম খেয়ে কথা দাও তুমি আমার কাছে রাইফেল নিয়ে আসবে না।' দূর থেকে যেন ভেসে এলো চার্লির গলা।

হাত কেঁপে গেল রানার, সাইট থেকে সরে গেল টার্গেট। এখনো পিছু হটছে ও। চার্লির শরীর থেকে রক্ত ঝরছে এখন। লোহার শিকল তার ঠোঁটের চামড়া তুলে ফেলেছে, কিন্তু তারপরও দাঁত দিয়ে কামড়ে ওটা ভাঙার চেষ্টা করছে সে, রানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। প্রায় একইভাবে রানাকেও বেঁধে রেখেছে একটা শিকল—প্রতিজ্ঞা। করুণ ঘটনাটার সমাপ্তি টানতে পারছে না ও। রাইফেল নামিয়ে নিয়ে অকারণে মার খাওয়া অভিমানী শিশুর মতো তাকিয়ে থাকলো শুধু।

অবশেষে ওর পাশে এসে দাঁড়ালো ডমরু।

'চলে আসুন, বস্। যদি শেষ করতে না পারেন, ফিরে আসুন। আপনাকে ওনার আর দরকার নেই। আপনাকে দেখলেই খেপে উঠছেন।'

শিকলটার সাথে এখনো যুদ্ধ করছে চার্লি। কোমরের ছেঁড়া মাংস থেকে রক্ত গড়াচ্ছে, জমা হচ্ছে পায়ের লোমে। প্রতিবার মাথা ঝাঁকাবার সময় মুখের ফেনা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, ভিজে যাচ্ছে বুক ও হাত।

রানার হাত ধরে টেনে আনলো ডমরু।

জুলুরা সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। তাদের সাথে কথা বলার

জন্যে দাঁড়ালো রানা। 'সবাই তোমরা চলে যাও। সাথে পানি আর খাবার নাও। নালার ওপারে গিয়ে ক্যাম্প ফেলো। আমার কাজ শেষ হলে তোমাদের আমি খবর দেবো।'

জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিলো জুলুরা। দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল তারা। রওনা হয়ে গেছে সবাই, পিছন থেকে ডমরুকে ডাকলো রানা।

ওর সামনে এসে দাঁড়ালো ডমরু।

'আমার কি করা উচিত?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ঘোড়ার যদি পা ভাঙে?' পাল্টা প্রশ্ন করে জবাব দিলো ডমরু

'আমি ওকে কথা দিয়েছি।' দিশেহারা বোধ করছে রানা, এখনো চার্লির ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। হিংস্র পশুর গর্জন ভেসে আসছে ওদিক থেকে।

'হয় মন্দ লোক, নয় সাহসী লোক, শুধু এরা দু'জন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারে,' জবাব দিলো ডমরু। 'আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো, বস।' ঘুরলো সে, সঙ্গী জুলুদের পিছু নিলো।

তারা চলে যাবার পর একটা গাড়িতে লুকালো রানা, ক্যানভাসের একটা ফুটোয় চোখ রেখে চার্লিকে দেখছে। বোকার মতো সারাক্ষণ মুখ নাড়ছে চার্লি, শিকলের শেষ সীমায় রয়েছে সে, একটা বৃত্ত তৈরি করে টলতে টলতে হাঁটছে। রানা দেখলো, ব্যথা তীব্র হয়ে উঠলে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে চার্লি, দু'হাতে ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছে, দশ আঙুলে খামচে তুলে নিচ্ছে মুখের মাংস। পাগলামির আওয়াজগুলো রানার বুকের রক্ত হিম করে দিলো। কখনো কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করছে চার্লি, কখনো ফোঁপাচ্ছে, খানিক পরপরই বিস্ময় মেশানো কাতর গর্জন বেরিয়ে আসছে গলা থেকে, আবার কখনো খিঁচুনির মতো শব্দ বেরোচ্ছে। মুখের প্রতিটি পেশী জ্যান্ত প্রাণীর মতো মোচড় খাচ্ছে সারাক্ষণ।

দশ-বারো বার রাইফেল তুলে লক্ষ্য স্থির করলো রানা। এক সময়

ঘামের ফোঁটা ভুরু থেকে গড়িয়ে চোখে পড়লো, ঝাপসা হয়ে গেল দৃষ্টি, বাধ্য হয়ে বাঁটটা কাঁধ থেকে নামাতে হলো ওকে, মুখ ফিরিয়ে তাকাতে হলো অন্য দিকে।

ওখানে, শিকলের শেষ মাথায়, কড়া রোদ লাগায় চামড়া ওঠা মাংস লাল হয়ে উঠছে, ওটি নিঃসন্দেহে রানারই একটি অংশ বটে--ঈশ্বর যদি থাকেন, তিনি সাক্ষী; রানা নিজেও সাক্ষী। ওর একটা অংশ মারা যাচ্ছে ওখানে। ওর খানিকটা যৌবন, ওর খানিকটা হাসি, জীবনের প্রতি ওর খানিকটা বেপরোয়া ভালোবাসা, হারিয়ে যাচ্ছে চিরকালের জন্যে। কাজেই বারবার মাথা নত করে ক্যানভাসের ফুটোর কাছে ফিরে আসতে হলো ওকে, চাক্ষুষ করতে হলো নিজের মৃত্যু। বারবার স্মৃতি এসে ঝাপসা করে দিলো দৃষ্টি। কী আশ্চর্য প্রাণবন্ত ছিল মানুষটা···এখন কী!

মাথার ওপর উঠে এলো সূর্য, তারপর আবার নামতে শুরু করলো, সময়ের সাথে সাথে শিকলে বাধা বস্তুটি দুর্বল হয়ে পড়লো। এক সময় মাটিতে পড়ার পর অনেকক্ষণ আর উঠলো না, দুর্বলভাবে গড়াগড়ি খেতে থাকলো কেবল।

সূর্য ডোবার এক ঘন্টা আগে প্রথম খিঁচুনি শুরু হলো চার্লির। দাঁড়িয়ে আছে সে, রানার গাড়ির দিকে চোখ, মাথাটা এক দিক থেকে আরেক দিকে দোলাচ্ছে, নিঃশব্দে নড়াচড়া করছে মুখের পেশী। হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল শরীর। ঠোঁট যতোটা সম্ভব বিস্ফারিত হলো, বেরিয়ে পড়লো সবগুলো দাঁত। কোটরের ভেতর উল্টে গেল চোখ, সামনের দিকে থাকলো শুধু সাদা অংশটুকু। সবশেষে শরীরটা পিছন দিকে বাঁকা হতে শুরু করলো।

কী সুন্দর শরীর চার্লির। কোথাও এক ছটাক অতিরিক্ত মাংস নেই। এতো সুন্দর শরীরটা এভাবে বেঁকে যাচ্ছে, দেখেও যেন বিশ্বাস হয় না। পিছন দিকে ঝুলে পড়লো মাথা। প্রতি মুহূর্তে মনে হলো, আর বাঁকা হবে না, এবার থামবে, কিন্তু না। শিরদাঁড়া পিছন দিকে বাঁকা হতে হতে

ধনুকের আকৃতি পাচ্ছে। এক সময় চার্লির মাথা গোড়ালি ছুঁয়ে ফেলবে বলে মনে হলো। তারপরই মট করে উঠলো মেরুদণ্ড। পড়ে গেল চার্লি।

পড়ে পড়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে সে। নরম সুরে গোঙাচ্ছে। মেরুদণ্ড ভেঙে যাওয়ায় ভাঁজ হয়ে রয়েছে তার পিঠ, মোচড় খেয়ে অদ্ভুত আকৃতি পেয়েছে ধড়।

আর সহ্য করতে পারলো না রানা। হাউমাউ করে কেঁদে উঠে গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে ছুটে এলো চার্লির দিকে। একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে দেখলো বন্ধুর অন্তিম কষ্ট। আরও দশটা মিনিট কষ্ট পেলো চার্লি, ছটফট করলো, শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করলো হাঁ করে, তারপর শেষ একটা খিঁচুনি দিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। গাড়ি থেকে একটা কম্বল এনে লাশটা জড়িয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকলো রানা, শুইয়ে দিলো বিছানায়। বিছানার পাশে চেয়ারটায় ধপ করে বসলো ও।

বাইরে সন্ধে নামছে। গভীর রাতে একটা হায়েনা এলো, রানা একটু নড়ে উঠতেই পালিয়ে গেল তাড়াতাড়ি। নালার পশ্চিম দিক থেকে কয়েকটা সিংহ গর্জন করলো, ভোর হবার দু'ঘন্টা আগে পর্যন্ত নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকলো তারা, শিকার বোধহয় ভালোই জুটলো কপালে।

সারাটা রাত অন্ধকারে চোখ মেলে বসে থাকলো রানা। দু'একবার চার্লির সাথে কথাও বললো। বিড় বিড় করে কি বললো তা শুধু ও-ই জানে। অদ্ভুত একটা শূন্যতা অনুভব করছে ও। ওই তো শুয়ে আছে চার্লি—মনে পড়ছে ওর ছেলেমানুষী, অট্টহাসি, লজ্জা, কৌতুক, ভয়, জেদ, রাগ। সব শেষ। জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল আজ।

ভোর হতে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে চেয়ার ছাড়লো রানা, গাড়িগুলোর কাছে ফিরে এলো। ক্যাম্প ফায়ারের সামনে বসে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে ডমরু।

'ওরা সবাই?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

দাঁড়ালো ডমরু। 'আপনি যেখানে পাঠিয়েছেন সেখানেই অপেক্ষা করছে। আমি একা ফিরে এসেছি, জানি আমাকে আপনার দরকার হবে।'

'হ্যাঁ,' বললো রানা। 'দুটো কুঠার বের করো গাড়ি থেকে।'

গাছ থেকে প্রচুর ডাল কেটে এনে জড়ো করলো ওরা। শুকনো কাঠ ও ডাল চার্লির বিছানার চারপাশে সাজানো হলো। তারপর স্তূপটায় আগুন দিলো রানা। যতক্ষণ না পুড়ে ছাই হয়ে গেল চার্লি, নড়লো না।

রানার জন্যে একটা ঘোড়ায় জিন চাপালো ডমরু। ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলো রানা। ডমরু জানতে চাইলো, 'এবার, বস্?'

'আর কোথাও যাওয়ার নেই, ডমরু। এবার ফিরবো আমরা।'

'আবার সেই গোল্ড...'

'না, ডমরু। কেপ টাউন। আমি চলে যাচ্ছি এদেশ ছেড়ে।'

অনেকক্ষণ অবাক হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে রইলো ডমরু, তারপর জানতে চাইলো, 'আর আমি?'

'তুমি ফিরে যাবে তোমার গাঁয়ে।'

ডমরু জানে কি বলতে চায় রানা। অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিল, এমনই কিছু একটা ঘটতে চলেছে। গত ছয়মাস ধরে একেকবারে একশো একর, দুশো একর করে জমি কিনেছে রানা ডমরুর নামে, ওদেরই গ্রামে। এখন প্রায় দু'হাজার একর খেত-খামার ও জঙ্গলের মালিক সে। কিছুদিন আগে সর্দারের ষোড়শী কন্যার সাথে ঠিক হয়েছে ওর বিয়ের কথাবার্তা। মেয়েটিকে খুব পছন্দও হয়েছে তার। কিন্তু রানার সঙ্গে থাকতে পেলে কিছুই চায় না সে আর।

'আমাকে সঙ্গে নেয়া যায় না, বস্? আপনি জানেন, ওসব জায়গা-জমি কিছুই...'

'না। আমি যা বলবো, তাই করবে তুমি। এখন তোমার সংসারী হওয়া দরকার।'

চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এলো জুলু বীরের। 'পথ কি তাহলে আলাদা হয়ে গেল, বস্?'

'আরে, বুদ্ধু, একটা সময়ে তো হবেই ওটা। এই দেখ না, চলে গেল চার্লি। পারলাম আটকে রাখতে?' ডমরুর কাঁধে একটা হাত রাখলো রানা। 'তবে তোমার তিন ছেলে হওয়ার আগেই আবার দেখা হবে আমাদের, কথা দিচ্ছি।'

'সত্যিই?' চোখ ভরা পানি নিয়েই হেসে উঠলো ডমরু। 'সত্যিই ফিরে আসবেন, বস্?'

'আসবো। অল্পদিনের জন্যে যদিও—তবে সত্যিই আসবো।'

ডমরুকে তার নিজের গ্রামে পৌঁছে দিয়ে কেপটাউনে যাবার পথে চলে এলো রানা গোল্ডফিল্ডে। ঠিক সন্ধ্যার সময় ঘোড়া থেকে সুফিয়ার হোটেলের সামনে নামলো ও, পেটমোটা ক্যানভাসের একটা ব্যাগ ছাড়া সাথে আর কিছু নেই। রেস্তোরাঁয় ঢুকে খালি একটা চেয়ারে বসলো, একজন ওয়েটারকে ডেকে বললো, 'কফি।'

সমস্ত গুঞ্জন আর আলাপ থেমে গেছে, অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে খদ্দেররা। খানিক পর ফিসফাস শুরু হলো। সবার মনেই প্রশ্ন, নির্বাসিত দুই রাজার এক রাজা ফিরে এলো কি মনে করে? রাজাদের আরেকজনই বা কোথায়? রানা বসেছে দুই মিনিটও হয়নি, সিঁড়ির মাথায় উদয় হলো সুফিয়া। 'রানা, মাই লাভ!' ঢোলা, সাদা শিফনের একটা ড্রেস পরে আছে সে। মণিমুক্তো ও ফুল দিয়ে সাজানো মাথার কালো চুল ঠিক যেন একটা মুকুট। সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নেমে এলো...না, ঠিক যেন উড়ে এলো অপরূপ এক ডানা কাটা পরী, উড়ে এসে আছড়ে পড়লো সদ্য দাঁড়ানো রানার বুকে। 'ফিরে এসেছো, আমি জানি তুমি আমার কাছে ফিরে এসেছো!'

কামরা ভরা লোকের সামনে রানার গালে, চোখের পাতায় ও কপালে উন্মত্তের মতো চুমু খেতে শুরু করলো সুফিয়া। 'হ্যাঁ, আমি নির্লজ্জ! আমি অস্থির! কে কি ভাবলো আমি জানতে চাই না।' রানাকে দু'হাতে জড়িয়ে টেনে নিয়ে চলেছে সুফিয়া সিঁড়ির দিকে। 'এ তোমার আমার কাছে ফেরা! ভেবেছিলাম যুগ যুগ অপেক্ষা করতে হবে, ভাবিনি এতো তাড়াতাড়ি আমার প্রার্থনায় সাড়া দেবেন ঈশ্বর!' সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ওঠার সময় তাল হারিয়ে ফেলছে ওরা, পরস্পরের গায়ের ওপর ঢলে পড়ছে, এখনো রানাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রেখেছে সুফিয়া, তবে কথা বলছে ফিসফিস করে। 'তুমি ফিরে আসায় প্রমাণ হলো আমার ভালোবাসা মিথ্যে নয়!' তারপর হঠাৎ, সিঁড়ির মাথায় উঠে, আড়ষ্ট হয়ে গেল সে। 'রানা…ও কোথায়?'

'ও নেই…পরে শুনো,' তাড়াতাড়ি বললো রানা। বুকটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো।

রানাকে নিয়ে সরাসরি নিজের বেডরুমে চলে এলো সুফিয়া। এমন আচরণ শুরু করলো সে, রানা যেন সদ্য আবিষ্কৃত অষ্টম আশ্চর্য কিছু, জীবনে এই প্রথম দেখছে ওকে। কখনো পিছিয়ে গেল সুফিয়া, কয়েক হাত দূর থেকে দেখলো। কখনো এতোটা সামনে দাঁড়ালো, মনে হলো নাক দুটো ছুঁয়ে যাবে। আবার কখনো দু'পাশ থেকে বা পিছন থেকে দেখলো। তারপর এক সময় রানার হাত ধরে বিছানায় বসালো সে, পাশে বসে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো।

'এতোটা খুশি হয়ো না,' সাবধান করে দিলো রানা। 'আমি মাত্র দু'দিনের অতিথি।'

'দু'দণ্ডের অতিথি হলেও আমার আর কোনো দুঃখ নেই। আমার কাছে ফিরে এসেছো তুমি, এটাই আমার পরম পাওয়া। আমার প্রেম ব্যর্থ, এই বোধ নিয়ে সারাটা জীবন বেঁচে থাকা যে কি কষ্টকর হতো, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, রানা। এখন আমি জানি, সত্যিকার প্রেম কোনোদিন

ব্যর্থ হয় না।'

হঠাৎ দুষ্ট হাসি ফুটলো রানার ঠোঁটে। 'ফিরে তো এলাম, কিন্তু আমি থাকবো কোথায়?'

'কেন, তোমার জন্যে খালি রাখা জায়গাটায়, এখানে,' বলে নিজের বুকের মাঝখানে একটা আঙুল রাখলো সুফিয়া। 'এই কামরায়, আমার সাথে। নাকি এখনও তুমি অজুহাত তৈরি করবে?'

দুষ্টামির হাসিটা এখনো লেগে রয়েছে রানার ঠোঁটে। 'আমার যেন মনে পড়ছে, তুমি বলেছিলে, হোটেলের একটা কামরা চিরকাল খালি থাকবে...।'

মুহূর্তের জন্যে চেহারাটা ম্লান হয়ে গেল সুফিয়ার, তারপর কৌতুকে নেচে উঠলো তার চোখের তারা। 'তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করতে চাও? ভেবেছো ওটা স্রেফ আমার কথার কথা ছিলো, আসলে তোমার জন্যে কামরাটা আমি খালি রাখিনি?'

'সত্যি রেখেছো?'

'কেন, তোমার সন্দেহ আছে?'

'চলো তাহলে দেখে আসি,' প্রস্তাব দিলো রানা।

আপনমনে কাঁধ ঝাঁকালো সুফিয়া, হাত ধরে দাঁড় করালো রানাকে। করিডরে বেরিয়ে এলো ওরা। অফিস কামরা থেকে চাবি নিয়ে রানার জন্যে নির্দিষ্ট কামরাটার সামনে এসে থামলো সুফিয়া, তালা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়ালো সে, বললো, 'ভেতরে ঢুকতে মর্জি হোক জাহাঁপনার।'

ভেতরে ঢুকে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলো রানা। প্রথমেই দেখা হলো নিজের সাথে। ফটো নয়, বিশাল একটা পোর্ট্রেট, ওর দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে। প্রতিভাবান কোনো শিল্পীর কাজ, একেবারে নিখুঁত, দীর্ঘদিন সময় নিয়েছে কাজটা শেষ করতে। কামরার সব কিছু সাদা দেখলো রানা। সাদা সিল্কের পর্দা দিয়ে দেয়ালের বেশিরভাগ ঢেকে রাখা হয়েছে। বিছানার

চাদর থেকে শুরু করে গদী মোড়া চেয়ারের কাভার পর্যন্ত সব সাদা। ফুলদানিতে সাদা ফুল দেখে এগিয়ে গেল রানা, নাকটা সামনে বাড়িয়ে গন্ধ নেয়ার সময় পিছন থেকে সুফিয়া বললো, 'আজ বিকেলে রাখা হয়েছে। রোজই রাখা হয়—সকালে ও বিকেলে।'

রজনীগন্ধার তাজা গন্ধে মনটা ভরে উঠলো রানার।

'কি , পরীক্ষায় পাস করেছি তো?'

এই প্রথম সুফিয়াকে আলিঙ্গন করলো রানা। বিড়বিড় করে বললো, 'আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম, সুফিয়া।'

হাসি—আনন্দে ক'টা দিন কিভাবে যে কেটে গেল, বলতে পারবে না ওরা। ব্যবসা দেখাশোনার কাজ একরকম বাদই দিয়েছে সুফিয়া, সারাটা দিন রানার সাথে সময় কাটায়। ইতিমধ্যে চার্লির পরিণতি সম্পর্কে জেনেছে সে। দুঃখ পেয়েছে, নীরবে চোখের পানি ফেলেছে, তার আত্মার শান্তির জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছে ঈশ্বরের কাছে। চার্লির হয়ে সুফিয়ার কাছে আবেদন জানিয়েছে রানা, 'তুমি ওকে ক্ষমা করো।'

জবাবে সুফিয়া বলেছে, 'সামাজিকভাবে আমি অপদস্থ হয়েছি, সত্যি। কিন্তু ভেবে দেখো রানা, আসলে আমার উপকারই করেছিল চার্লি। বিয়ের ব্যাপারে ভয় ছিলো ওর, সেজন্যে পালিয়ে যায় ও? নাকি আমি তোমাকে ভালোবাসি, এ—কথা জানার পর সরে যায়? আজ আর প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। তবে একটা কথা ঠিক, বিয়েটা হলে দু'জনের কেউই আমরা সুখী হতে পারতাম না।'

'কিন্তু এখন কি তুমি সুখী হবে? এ—কথা জেনেও যে যাকে ভালোবাসো তাকে তুমি বেঁধে রাখতে পারবে না?'

'আমি তো কোনো কিছু আশা করে ভালোবাসিনি, রানা। তোমাকে যে আমি পাবো না বা পাবার আশা করি না, তার প্রমাণ চার্লির বিয়ের প্রস্তাবে

আমি রাজি হয়েছিলাম। পরিস্থিতি তো সেই একইরকম আছে—আজ চার্লি নেই, শুধু তুমি আছো, কিন্তু কই—তোমাকে তো আমি চিরকাল বেঁধে রাখার কথা ভাবছি না। আমার যতোটুকু পাবার ছিলো তা তো আমি পেয়েছিই—তুমি আমার ভালোবাসার মর্যাদা দিয়েছো, ফিরে এসেছো আমার কাছে। যখন ইচ্ছে হবে চলে যেয়ো আবার, আমি বাধা দেবো না।'

'তোমার খারাপ লাগবে না, সুফিয়া?'

'কেন লাগবে? আমি কি এতোই বোকা যে জানি না তোমাকে ধরে রাখে এমন মেয়ে দুনিয়ার বুকে জন্মায়নি? এ-সব কথা থাক, রানা। তারচেয়ে এসো স্বর্গের হাতছানিতে সাড়া দিই।'

'স্বর্গের হাতছানি…মানে?'

আড়চোখে বিছানার দিকে তাকালো সুফিয়া। 'মহাশয় অন্ধ নাকি, সেই কখন থেকে ডাকছে, দেখতে পাচ্ছেন না?'

পঞ্চমদিন গভীর রাতে সুফিয়ার কোমল বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করলো রানা। পা টিপে টিপে নিচে নেমে গেলো ও, নিঃশব্দে পিছনের দরজা খুলে বেরিয়ে গেলো উঠনে, চারদিকটা ভালো করে দেখে নিয়ে ঢুকে পড়লো আস্তাবলে। খানিক পর ঘোড়া ছুটিয়ে হারিয়ে গেল অন্ধকারের ভেতর। গোটা গোল্ডফিল্ড শহর ঘুমে বিভোর হয়ে আছে।

ভোর হবার আধ ঘন্টা আগে ফিরে এলো রানা। আবার নিঃশব্দে সুফিয়ার কামরায় ঢুকলো ও। ওর চলে যাওয়া এবং ফিরে আসা, দুটোরই নীরব সাক্ষী হয়ে থাকলো সুফিয়া, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করলো না। আগেই তাকে জানিয়েছে রানা, জরুরী একটা কাজে এক রাতে হয়তো কিছুক্ষণের জন্যে বেরুতে হবে ওকে।

পরদিন সকালে যথারীতি আটটায় ঘুম ভাঙলো রানার। শাওয়ার সেরে কাপড়চোপড় পরলো ও, বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখলো ওর জন্যে নাস্তা নিয়ে টেবিলে অপেক্ষা করছে সুফিয়া। 'আজ আমার সাথে স্টক এক্সচেঞ্জে

যাচ্ছো তুমি,' বললো ও। 'পুরানো বন্ধুরা কে কেমন আছে দেখে আসি চলো।'

'কিন্তু এক্সচেঞ্জে যেতে চাইছো...,' সুফিয়ার চেহারায় উদ্বেগ। '...ওরা তোমাকে ভালোভাবে গ্রহণ না-ও করতে পারে, রানা।'

'জানি। তবু একবার যেতে হবে। ও, ভালো কথা, আমার রুমের দরজায় তালা দিয়ো না, কেমন? দরজাটা খোলা থাকুক।'

'কেন বলো তো?' ভুরু সামান্য কুঁচকে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো সুফিয়া।

কৃত্রিম রাগে চোখ রাঙালো রানা। 'কোনো প্রশ্ন নয়।' পকেট থেকে সিগারেট কেস আকৃতির একটা যন্ত্র বের করলো ও। 'সব প্রশ্নের জবাব পাবে, পরে।'

সুফিয়ার ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ঠিক দশটার সময় স্টক এক্সচেঞ্জে পৌঁছুলো ওরা। রানার সদস্যপদ বাতিল হয়ে গেলেও, বিভিন্ন কোম্পানীর প্রচুর শেয়ার কিনে ইতিমধ্যে সদস্য হয়েছে সুফিয়া, আজ তারই অতিথি হিসেবে সরাসরি সদস্যদের জন্যে সংরক্ষিত এলাকায় ঢোকার অনুমতি পেলো রানা। ওকে দেখে একেক জনের এক এক রকম প্রতিক্রিয়া হলো। ডোবার ও সোবার ওকে দেখা মাত্র একগাল হাসলো। রানার মনে পড়লো ওকে দেখামাত্র হাসার পরামর্শ ও-ই দিয়েছিল, ঘুসি মেরে নাক থেঁতলে দেয়ার পর। এলভিস পামার, এখন বার্কলি ময়নিহানের কর্মচারী, রানাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এলো। 'মি. রানা, স্যার, মি. বার্কলি ময়নিহান এক্সচেঞ্জের প্রেসিডেন্টের কাছে লেখা এক আবেদনে জানিয়েছেন, আপনাকে যেন তাঁর সম্মানীয় অতিথি হিসেবে গণ্য করা হয় আজ।'

মুচকি হেসে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো রানা, চেহারায় আশ্চর্য একটা সন্তুষ্টির ভাব ফুটে উঠলো। এলভিস পামারের কথা শুনতে পেয়েছে সবাই, ফলে মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু হলো। সবার মনেই প্রশ্ন, সর্বস্ব খুইয়ে বিদায়

নেয়ার পর মাসুদ রানা আবার এক্সচেঞ্জে এলো কি মনে করে? ওর পরম শত্রু ময়নিহানই বা ওকে বিশেষ অতিথি হিসেবে পেতে চাইবে কেন?

সবাই ফিসফাস করছে, এই সময় ম্যাক আব্রাহামকে সাথে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো বার্কলি ময়নিহান। সরাসরি নিজের আসনের দিকে না গিয়ে, স্থূল দেহটা রানার দিকে টেনে আনলো সে, বড় বড় লোমে ঢাকা মাংসল হাতটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে বললো, 'গুড মর্নিং, মি. রানা।' ময়নিহান ও আব্রাহাম, দু'জনেই দরদর করে ঘামছে।

রানার সাথে করমর্দন করলো ম্যাক আব্রাহামও, রানার অপর হাতে ধরা কালো যন্ত্রটার দিকে এমন ভাবে তাকালো, ওটা যেন বিষধর একটা সাপ।

বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেছে গোটা এক্সচেঞ্জের লোকজন। হাঁ করে তাকিয়ে আছে সবাই। কিন্তু এ তো সবে শুরু। বিস্মিত হবার আরো অনেক উপাদান রয়েছে।

সুফিয়ার পাশে বসে চুরুট ধরালো রানা, নিজের আসনের দিকে ময়নিহানকে ফিরে যেতে দেখছে। কেউ বিশেষভাবে লক্ষ্য করলো কিনা বলা মুশকিল, তবে রানার চোখে ঠিকই ধরা পড়লো, ময়নিহান ও আব্রাহামের পেট সামান্য একটু ফুলে আছে।

বসেই হাত ঝাপটা দিয়ে নির্দেশ দিলো বার্কলি ময়নিহান। তার এই সংকেতের অর্থ একমাত্র আব্রাহামই বোঝে। 'দলিল লেখকরা এদিকে আসুন, প্লিজ,' গলা চড়িয়ে বললো সে।

হলরুম থেকে সাত-আটজন দলিল লেখক এগিয়ে এলো।

'স্ট্যাম্প আছে তো?' জানতে চাইলো ম্যাক আব্রাহাম।

দলিল লেখকরা মাথা ঝাঁকালো।

'প্রথমে খসড়া করুন, তারপর মূল দলিল লেখা হবে,' বললো আব্রাহাম। 'তবে সময় নষ্ট করা যাবে না। সব কাজ এক ঘন্টার মধ্যে

সারতে হবে। আপনারা রেডি?'

আবার নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো দলিল রচয়িতারা।

'লিখুন,' বলে চলেছে ম্যাক আব্রাহাম, ঘেমে নেয়ে উঠেছে সে, 'থ্রি স্টার কনসলিডেটেড-এর ষোলোআনা মালিকানা বিনা শর্তে দান করে দেয়া হলো সদ্য গঠিত চার্লি উডকক মেমোরিয়াল ট্রাস্টকে। লিখুন, চার্লি উডকক মেমোরিয়াল ট্র্যাস্ট-এর সমস্ত আয় ও সম্পদ শুধু মাত্র দেশী-বিদেশী কালো শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণে ব্যয় করা যাবে। এটা হবে এক নম্বর দলিল। আপনাদের লেখা শেষ?'

হতভম্ব হয়ে গেছে সবাই। যন্ত্রচালিতের মতো মাথা ঝাঁকালো লেখকরা। প্রথমে সংবিৎ ফিরলো ডোবারের, ছুটে ময়নিহানের সামনে চলে এলো সে, ফিসফিস করে বললো, 'এ কি করছেন আপনি, মি. ময়নিহান! আপনার কি মাথা খারাপ হলো! আপনার এতো বড় ব্যবসা...!'

ম্যাক আব্রাহাম কনুই দিয়ে ডোবারের পাঁজরে গুঁতো মারলো। 'আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, মি. হেলমুট ডোবার, আমাদের কাছ থেকে যতোটা সম্ভব দূরে থাকুন আপনি!' ম্যাক আব্রাহাম ময়নিহানের স্রেফ একজন কর্মচারী, তার কাছ থেকে এ-ধরনের আচরণ আশা করেনি হেলমুট ডোবার, প্রায় আতঙ্কিত দেখালো তাকে, সভয়ে পিছিয়ে গেল। লেখকদের দিকে ফিরলো আব্রাহাম। 'আলাদা একটি প্যারায় লিখুন। থ্রি স্টারের সমুদয় শেয়ার দান করা হচ্ছে সদ্যগঠিত চার্লি উডকক মেমোরিয়াল ট্রাস্টকে, এই ট্রাস্ট-এর পরিচালক নির্বাচন করা হয়েছে এলভিস পামারকে। উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দান করা হলো, মশিয়ে আঁন্দ্রে জিদকে। আরো একটা প্যারাগ্রাফে লিখুন, থ্রি স্টারের শেয়ার মি. বার্কলি ময়নিহান ছাড়া আর যাঁদের কাছে আছে তাঁরা ন্যায্য দাম পাবেন, বাজার-দর হিসেবে তাঁদের পাওনা মি. ময়নিহান তাঁর নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে মিটিয়ে দেবেন আজই, কিছুক্ষণের মধ্যে।'

হলরুমে পিন–পতন স্তব্ধতা।

ময়নিহান ও আব্রাহাম এতো ঘামছে যে কাপড়চোপড় সব ভিজে গেছে। অথচ, কি আশ্চর্য, দুজনেই ওরা হাসছে। তবে কেউ যদি সন্দেহ করে ওদের হাসিটা কৃত্রিম, তাকে দোষ দেয়া যাবে না।

'এবার দ্বিতীয় দলিল। লিখুন, শেয়ারহোল্ডারদের ন্যায্য দাম মিটিয়ে দেয়ার পর মি. বার্কলি ময়নিহানের সব ক'টা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যতো টাকা অবশিষ্ট থাকবে, সে টাকাও দান করা হলো চার্লি উডকক মেমোরিয়াল ট্রাস্টকে।'

বিস্ময়ের ধাক্কাটা এতোই প্রবল যে কেউ কেউ রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়লো। ময়নিহানকে বাধা দেয়ার জন্যে এগিয়ে এলো ডোবারের মতো আরো অনেকে, মারমুখো হয়ে সবাইকে তাড়া করলো ম্যাক আব্রাহাম। পরিচিত অন্তত দু'জনকে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে দেখলো রানা।

'এবার তৃতীয় দলিল। মি. বার্কলি ময়নিহানের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি চার্লি উডকক মেমোরিয়াল ট্রাস্টকে বিনা শর্তে দান করা হলো।'

এভাবে মোট ছ'টা দলিলের খসড়া তৈরি হলো। নিজের বলতে প্রায় কিছুই থাকলো না বার্কলি ময়নিহানের। দলিল লেখকরা স্ট্যাম্প–এর ওপর লেখার জন্যে পাশের কামরায় চলে গেছে, এই সময় নাতিদীর্ঘ একটা ভাষণ দিলো ম্যাক আব্রাহাম। 'লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, আপনাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্যে একটা ব্যাখ্যা না দিলেই নয়। আসলে বাইরে থেকে দেখে যা মনে হয়, অনেক সময় বরং উল্টোটাই সত্যি। আপনাদের সম্ভবত সবারই ধারণা, মি. বার্কলি ময়নিহান কালো লোকদের দু'চোখে দেখতে পারেন না। কথাটা আসলে ঠিক নয়, বরং উল্টোটাই সত্যি।তিনি কালোদের কিছু কিছু আচরণের সমালোচক মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তাদের তিনি অত্যন্ত ভালোবাসেন। তার প্রমাণ আজকের দলিলগুলো। তিনি সুস্থ–

মস্তিষ্কে, সজ্ঞানে এবং স্বেচ্ছায় কালোসের কল্যাণে নিজের যা কিছু সব দান করে দিলেন। আপনাদের হয়তো আরো একটা ভুল ধারণা আছে—তিনি সেটাও আজ ভেঙে দিলেন। পরলোকগত চার্লি উডককে তিনি কখনোই শত্রু বলে মনে করেননি, বরং ঠিক তার উল্টোটাই সত্যি। তার প্রমাণও আজ আপনারা পেয়েছেন। আশা করি আজ আপনারা উপলব্ধি করতে পারছেন মানুষ হিসেবে মি. বার্কলি ময়নিহান কতোটা উদার ও মহৎ।'

আধ ঘন্টার মধ্যে সব ক'টা দলিল চূড়ান্ত করা হলো। বার্কলি ময়নিহানের বিশেষ অনুরোধে প্রতিটি দলিলে সাক্ষী হিসেবে সই করতে হলো সুফিয়া, রানা এবং আরও কয়েকজন গণ্যমান্য সদস্যকে। সব কাজ শেষ হওয়া মাত্র আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ময়নিহান, প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে দরজার দিকে রওনা হলো সে। ইতিমধ্যে খবর দিয়ে পুলিস আনানো হয়েছে, তারাই তাকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করলো। এর খানিকক্ষণ পর ঘোড়ার গাড়িতে করে রওনা হয়ে গেল সুফিয়া ও রানাও। ভিড়ের ভেতর থেকে হাজার রকম প্রশ্ন করা হলো রানাকে, হাসিমুখে নিরুত্তর থাকলো ও।

ফেরার পথে রানার হাতে কালো যন্ত্রটার দিকে তাকালো সুফিয়া, চোখে সন্দেহ। 'কি ওটা, রানা?' জানতে চাইলো সে।

'তুমিই বলো কি হতে পারে।'

'আমার যেন মনে হচ্ছে টিভির রিমোট কন্ট্রোল।'

'দেখতে সেরকমই বটে। একটু পরই এটার আসল পরিচয় জানতে পারবে। ধৈর্য ধরো।'

'ওখানে ব্যাপারটা কি ঘটলো বলো তো? কাল রাতে তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

'সময়মতো সব জানতে পারবে। প্রশ্ন করা মানা।'

হোটেলের সামনে থামলো ওদের ঘোড়ার গাড়ি। বার্কলি ময়নিহানের ক্যাডিলাক দেখে মুচকি হাসলো রানা, হোটেলের সামনে খালি পড়ে

রয়েছে। গাড়িটা সুফিয়াও দেখলো, তবে তার চেহারায় কোনো বিস্ময় ফুটলো না। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সময় রানা বললো, 'ওরা বোধহয় আমার রুমে অপেক্ষা করছে—বা—বা—বার্কলি ম—ম—ম—ম—'

হেসে ফেললো সুফিয়া রানাকে অবিকল চার্লির নকল করতে দেখে।

আসলেও তাই। রানার রুমে বসে আছে ওরা। রানা ঢুকতেই হাউমাউ করে উঠলো ওরা দু'জন, বার্কলি ময়নিহান ও ম্যাক আব্রাহাম। হড়বড় করে ওরা যা বললো তার সরল অর্থ দাঁড়ায়—ওদের পেটে বাঁধা বোমাগুলো এবার যেন খুলে নেয় রানা। আর হাতের রিমোট কন্ট্রোলটাও যেন ওভাবে নাড়াচাড়া না করে, অসতর্ক মুহূর্তে বোতামে চাপ লাগতে পারে।

ওদের দিকে তেমন খেয়াল দিলো না রানা। বিছানার ওপর বসলো ও সুফিয়াকে পাশে নিয়ে। নির্লিপ্তস্বরে বললো, 'নিজেদের কাজ নিজেরা করে নাওগে, যাও। বাড়ি ফিরে পেট থেকে খুলে ফেলো ওগুলো।'

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো ময়নিহান ও আব্রাহাম। তারপর আব্রাহাম বললো, 'কিন্তু কাল রাতে আপনি না বললেন, আমরা খুলতে চেষ্টা করলে ওগুলো বার্স্ট করবে? প্লীজ, মি. রানা, এবার আমাদের মুক্তি দিন। আপনি যা চেয়েছিলেন তা পেয়েছেন, এবার আমাদের বাঁচার ব্যবস্থা করুন, ঈশ্বরের দোহাই, আপনার দুটো পায়ে পড়ি। আপনার প্রতিটি নির্দেশ আমরা পালন করেছি...!'

তোতলামি শুরু করলো ময়নিহান, 'আ—আ—প—না—না—র— হা—হা—তে—র ওটা না—নামি—য়ে রা—রাখু—ন, মি—মিস্টার রা—না।'

'কেন, নামিয়ে রাখবো কেন?'

'সুইচে চাপ পড়লে সবাই আমরা মারা পড়বো!' প্রায় কেঁদে ফেললো আব্রাহাম।

হাতের কালো যন্ত্রটা আব্রাহামের নাকের সামনে ধরলো রানা। পরমুহূর্তে ঝট করে টিপে দিলো বোতামটা। অমনি দক্ষিণ আফ্রিকার

রেডিও স্টেশন থেকে ভেসে এলো ম্যাডোনার একটা গান।

হাঁ হয়ে গেল ওরা দু'জন। 'ওটা…ওটা…ওটা…।'

আব্রাহামকে থামিয়ে দিয়ে রানা বললো, 'হ্যাঁ, এটা একটা মিনি ট্র্যানজিসটর রেডিও, বোমা ফাটাবার রিমোট কন্ট্রোল নয়।'

'তাহলে আমাদের পেটে এগুলো…।'

তোমাদের পেটে ওগুলো প্লাস্টিকে মোড়া কয়েকটা নাট-বল্টু। ভয় নেই, বোমা নয়। যাও, বেরোও,' দাঁড়ালো রানা। দু'জনকে প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলো কামরা থেকে। 'বাড়িতে গিয়ে খুলে ফেলোগে। এবার যাও, আমাদের একটু আরাম করতে দাও।'

ওদের দু'জনকে কামরা থেকে বের করে দিয়ে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো রানা। হেসে উঠলো সুফিয়া। বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছে আর দুই হাতে পেট চেপে ধরে খিলখিল করে হাসছে সে। থামতে পারছে না। কোনমতে উচ্চারণ করলো, 'তুমি ভয়ানক পাজি লোক, মাসুদ রানা!'

—ঃ শেষ ঃ—